বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০

(জুন, ২০১৯ - জুন, ২০২০)

সুইড বাংলাদেশ

সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ

৪ ও ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৪০০৯, ৪৮৩১৯৪৩৮, ৯৩৫৬৫৯২, ৯৩৫০০২৬

ই-মেইল: swidbd@gmail.com

ওয়েব: www.swidbd.wordpress.com

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০

(জুন, ২০১৯ - জুন, ২০২০)

সুইড বাংলাদেশ

সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ

৪ ও ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৪০০৯, ৪৮৩১৯৪৩৮, ৯৩৫৬৫৯২, ৯৩৫০০২৬

ই-মেইল: swidbd@gmail.com

ওয়েব: www.swidbd.wordpress.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি (১-৪) টি ছবির

১। কাঠমন্ডুতে 24th AFID Conference এর সময় AFID বোর্ড মেম্বারগণ নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভান্ডারীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় SWID প্রেসিডেন্ট ও AFID এর বোর্ড মেম্বার জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন বক্তব্য রাখেন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান করেন।

২। সুইড বাংলাদেশের বার্ষিক ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সুইড'র প্রেসিডেন্ট জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন।

৩। সুইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট আয়োজিত স্নায়বিকাশ সমস্যাগ্রস্ত বিশেষ শিশুদের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং অর্থ সচিব জনাব যোবায়দুর রহমান মিলন।

৪। উত্তরার দিয়া বাড়ীতে RP City'র মাঠে আহমেদ আব্দুর রহমান ট্রাস্ট (AART)'র সহযোগিতায় সুইড বাংলাদেশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সুবর্ণ নাগরিক আব্দুর রহমানকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন সুইড সভাপতি জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মোঃ মাহবুবুল মুনির। আব্দুর রহমানের গর্বিত মাতা ডাঃ তাজকেরা খানম ও পিতা ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া তাদের স্নেহভাজন পুত্রকে সহযোগিতা করছেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন

(জুন, ২০১৯- জুন, ২০২০)

সম্পাদনা করেছেনঃ-

ডাঃ অজন্তা রানী সাহা

জনাব যোবায়েদুর রহমান মিলন

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ-

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

মোঃ মোখলেছুর রহমান বাবু

নাহিদুন নাহার পলি

মাহমুদুল হাসান

মোঃ রফিকুল আলম খন্দকার

প্রকাশকালঃ

১০ জুলাই ২০২০, শুক্রবার

মুদ্রণঃ

এ এম প্রিন্টার্স

১১২, ফকিরাপুল, ঢাকা

মোবাইলঃ ০১৭১২-৭৩৩৫৭৫

বার্ষিক প্রতিবেদন
(জুন, ২০১৯- জুন, ২০২০)

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
●	শোক প্রস্তাব ও দোয়া	০৫
●	শুভেচ্ছা বক্তব্য	০৭
১.	সুইড বাংলাদেশ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৮
২.	সাংগঠনিক কার্যক্রম	০৯
	● জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৯
	● জাতীয় কাউন্সিলের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) কার্যবিবরণী	১০
	● জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা ও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ	২৭
	● সাব-কমিটিসমূহের সভা	৩১
	● শাখাসমূহ পরিদর্শন	৩১
	● নতুন শাখা উদ্বোধন	৩১
৩.	জাতীয়-আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন	৩১
৪.	বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কর্মশালার আয়োজন	৩৫
৫.	সেমিনার ও সম্মেলন আয়োজন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম	৩৮
৬.	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম	৪৮
৭.	স্কাউটিং কার্যক্রম	৪৯
৮.	এনআইআইডিএ-র কার্যক্রম	৪৯
৯.	সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ কার্যক্রম	৫১
১০.	টুইড বাংলাদেশের কার্যক্রম	৫২
১১.	24th Asian Conference (AFID) সংক্রান্ত তথ্য	৫২
১২.	করোনাকালীণ কার্যক্রম	৫৩
	● ত্রাণ বিতরণ	৫৩
	● অনলাইন স্কাউটিং	৫৩
	● অনলাইন অভিভাবক প্রশিক্ষণ ও প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫৩
১৩.	উপসংহার	৫৪
১৪.	আর্থিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট : ২০১৯, সংশোধিত বাজেট-২০২০ এবং প্রস্তাবিত বাজেট-২০২১	৫৫
১৫.	বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা-২০২০	৫৮
১৬.	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০১৯-২০২১	৬৯
১৭.	এলবাম	৭১

বার্ষিক প্রতিবেদন
(জুন, ২০১৯–জুন, ২০২০)

● শোক প্রস্তাব ও দোয়া

গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

আপনজন ও স্বজন পরিজনদের বিয়োগ ব্যথায় আমরা বেদনা বিধুর। সুইড পরিবারের সাথে সংযুক্ত অনেক সহযোগী ও সহকর্মী বিগত বছরে পরলোকগমন করেছেন। তাদের বিয়োগে আমরা ভারাক্রান্ত। প্রতি বছর এমনিভাবে বিধাতার অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয় বিধানে অনেককেই এই ধরাধাম থেকে, এই ইহলোক থেকে চলে যেতে হয় মৃত্যুকে বরণের মাধ্যমে। জন্মকে আমরা স্বাগত জানাই, জন্ম লাভ কোন কোন সময় অনিশ্চিয়তার বাঁকে হারিয়ে যায়। তবুও জন্ম আমাদের সকলের কাছে প্রত্যাশিত। জন্ম লাভের পর আর কিছু হোক না হোক, মৃত্যু অবধারিত ও নিশ্চিত। তবুও আমরা মৃত্যুকে স্বাগত জানাতে পারিনা। মৃত্যু প্রত্যাশা করি না। এই অপ্রত্যাশিত অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় আমাদের ভীষণ পীড়া দেয়, আঘাত দেয়। সে মৃত্যু যদি প্রিয়জনদের হয় তবে তো আঘাতের পরিমাণ আরো বেশী হয়। যতই আঘাত অনুভূত হউক, আমাদের অবশেষে তা সহ্য করতে হয়। যারা সুইড অনুরাগী হয়ে বাংলাদেশে স্নায়বিকাশ প্রতিবন্ধীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন, মানবিক গুণাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত ছিলেন, তাদের অনেকেই এখন আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

সুইড সংসারের পরলোকগত সদস্য, কর্মী, সমর্থক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সংশ্লিষ্টদের এবং তাদের আত্মীয়স্বজন পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের কর্মময় পুণ্য স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি।

২০১৯ সালের ১জুন থেকে ২০২০ সালের ৩০জুন পর্যন্ত এক বছর সময়কালে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি পেশ করছি।

পরম করুণাময় দয়ালু ও দাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান, অনন্ত-অসীম, ক্ষমাশীল, মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের বিদেহী পবিত্র আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করছি। পরলোকগতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। মহান রাব্বুল আল-আমীন যেন সকলকে শোক কাটানোর তৌফিক এনায়েত করেন। সেই কামনা করছি।

বিগত এক বছর সময়ের মধ্যে যাদের আমরা হারিয়েছি স্বশ্রদ্ধচিত্তে তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করছি ঃ

- মিরপুর শাখার ছাত্র রবিউল হাসান;
- সিলেট শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ, বর্তমান নির্বাহী কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন শিক্ষিকা খয়রুন্নেছার স্বামী মোঃ নওরোজ আলী এডভোকেট ;
- সিলেট শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান সদস্য আবুল ফজল মোহাম্মদ কামাল ;
- 'সুইড'-'র দীর্ঘ সময়ের দায়িত্ব পালনকারী সাবেক কোষাধ্যক্ষ, ৩য় সহ-সভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক মহাসচিব জনাব জি ডব্লিউ এইচ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে আবরার চৌধুরী ;
- রমনা শাখা ছাত্র শেখ তানভীর আহমেদ তাপস ;
- ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের শিশু শ্রেণীর ছাত্র অনন্ত ;
- ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের সহকারী শিক্ষক মিসেস ইসমত আরা চৌধুরীর স্বামী মোঃ ফসিউল আলম ;
- জামালপুর শাখার সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও জাতীয় কাউন্সিলের অভিভাবক প্রতিনিধি এবং ভকেশনাল শ্রেণীর ছাত্র মোঃ শহিদুল হক সজীব এর পিতা মোঃ শামছুল হক ;
- কুমিল্লা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ মাহাবুব উল্লাহ চৌধুরী ;
- চট্টগ্রাম শাখার ছাত্র মোঃ এহতেশাম হায়দার;

- ভাতগ্রাম সাদুল্লাহপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী সরকার, এমপি ;
- সুইড প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান বাবুর পিতা মোঃ মোজাম্মেল হক ;
- রমনা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ ইয়াকুব হোসেন ;
- লালমনিরহাট শাখার শিক্ষা সহকারী ফরিদা বেগম ;
- ঝালকাঠি শাখার প্রধান শিক্ষক মিসেস লুৎফুন্নেছার মাতা ও শাখার নির্বাহী সচিব জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন এর শাশুড়ী মিসেস মমতাজ বেগম ;
- সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস রাশিদা বেগমের বড় বোন মাজেদা বেগম মোনা ;
- জামালপুর শাখার সিনিয়র শিক্ষিকা মিসেস সীমা রানীর পিতা ভবেশ কুমার বিশ্বাস;
- জামালপুর শাখার প্রধান শিক্ষক মিসেস মমতাজ বেগমের মাতা শামছুন্নাহার ;
- জামালপুর শাখার ১ম সহ-সভাপতি জনাব খন্দকার হাফিজুর রহমান বাদশার শাশুড়ী সৈয়দা খানম চম্পা ;
- কুমিল্লা শাখার প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সভাপতি আশরাফ আলী চৌধূরী ;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এর মাননীয় ডেপুটি স্পিকার ও সুইড উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি, আলহাজ্ব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়ার সহধর্মিণী ও প্রতিবন্ধী আফজাল, আরিফ এর মাতা আনোয়ারা রাব্বী;
- পীরোজপুর শাখার সভাপতি এডভোকেট সরোয়ার হোসেন ;
- সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস রাশিদা বেগম এর খালাতো ভাই আব্দুল জলিল ;
- সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস রাশিদা বেগম এর ভাবী ফেরদৌসী বেগম ;
- ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জামাল এম এ নাসের ;
- ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর পরিচালক এম এ মোনেম ;
- সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস রাশিদা জেসমিন রোজী এর ভাই ডাঃ আজিজুর রহমান রাজু ;
- বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান ;
- বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও প্রকৌশলী প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ;
- সুইড নাটোর শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাবেক গণপরিষদ সদস্য এডভোকেট সাইফুল ইসলাম ;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও স্পেশাল অলিম্পিক বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব ইসাহাক ভূঁইয়া;
- সুইড বাংলাদেশের অডিটর বাবু কাঞ্চিলাল দাস;
- সুইড চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সহকারী জনাব আব্দুল আজিজ;
- সুইড পাবনা শাখার ছাত্র মোঃ আকাশের পিতা মোঃ সুমন আলী;

শুভেচ্ছা বক্তব্য

শ্রদ্ধেয় সভাপতি,

উপস্থিত সম্মানিত জাতীয় কাউন্সিলরবৃন্দ.

আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, আদাব

সবার জন্য সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করে শুরু করছি।

প্রিয় সহকর্মী বন্ধুগণ,

সম্মানিত জাতীয় কাউন্সিলরবৃন্দ, সুইড বাংলাদেশ এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪১ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) আপনাদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই। আজ ১৪২৭ বঙ্গাব্দের ২৬ আষাঢ় খ্রিষ্টীয় ২০২০ বর্ষের ১০ জুলাই ও ১৪৪১ হিজরীর ১৮ জিলকদ-বাংলা নববর্ষের পহেলা বৈশাখ থেকে আজ ৮৬ তম দিন। গ্রীষ্মের শেষভাগে এসেও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এখনো মৌসুমী ফলের সমারোহ বিদ্যমান। আম-কাঁঠালের মিষ্টি ঘ্রাণে আমাদের মন ভরে আছে। আমি আপনাদের সেই সুন্দর মন, শান্তিপূর্ণ জীবন ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছি।

এবারের 'এজিএম' একটা অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপনারা জানেন, 'করোনা ভাইরাস' সারা বিশ্বকে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু আতঙ্কে কাঁপিয়ে তুলেছে। শত শত মানুষের জীবন খুবই অসহায়ত্ব ও করুণ মৃত্যুতে ঝরে পড়ছে। আমরা কখন, নিরাপদ হবো জানিনা। আমরা চিকিৎসাবিহীন অনিবার্য মরণ আতঙ্কে ভীত-সন্ত্রস্ত আছি। করোনা ভাইরাস-এর ভ্যাকসিনের জন্য অপেক্ষা করছি। বিধাতার কাছে আমাদের প্রার্থনা আমরা যেন এই সুন্দর পৃথিবীর নিরাপদ আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে পারি।

প্রিয় সুহৃদ বন্ধুগণ

আপনারা 'করোনা'-'র মহামারী অবস্থাকে মাথায় নিয়ে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে– দূর দূরান্ত অঞ্চল থেকে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করছেন- এর জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সভায় উপস্থিত না হয়ে 'অন-লাইন/ভারচ্যুয়াল' যোগাযোগ ব্যবস্থায় সভায় অংশগ্রহণ করছেন তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা ও স্বাগত-শুভেচ্ছা জানাই।

সুইড বাংলাদেশ-এর জাতীয় কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আপনারা জানেন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জনকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'সুইড বাংলাদেশ'। যার চালিকা শক্তি হিসেবে আপনারা নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসএ্যবিলিটিস (এনডিডি) সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা, কর্ম-সংস্থান, বিনোদন, সম-অধিকার সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিবেদিত প্রাণে কাজ করছেন। মানবকল্যাণে ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনাদের এই মহৎ সেবা সফল হোক। 'সুইড'-এর সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রচেষ্টা সুদৃঢ় হোক। জাতীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে এই শুভ কামনা জানাই।

আজকে (এজিএম) আপনারা ঢাকা ও দেশের দূর-দূরান্ত থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হয়ে 'এজিএম'কে সফল করেছেন– সেজন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯-২০২০ অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করছি।

প্রতিবছর এজিএম-এ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনায় অনেক উন্নয়ন ও অগ্রগতির কথা বলা হয়। সবচেয়ে বেশী আলোচিত হয় 'সুইড'-স্কুলগুলি সরকারী অর্থায়নের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না কেন? আমরা শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতে পারছি না। এই সমস্যা তথা 'সুইড'-'র তহবিলে প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও আমাদের কর্ম-তৎপরতা থেমে থাকছে না। সরকারী অর্থায়নভুক্তি সহ আমদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সরকারী নির্দেশনার প্রেক্ষিতে 'সুইড'-'র যেসকল নতুন স্কুল ভিত্তিক (৪৯০টি) তথ্য তালিকা দাখিল করা হয়েছে, সে স্কুলসমূহের অবস্থান, সম্পদ-জায়গা-জমি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংখ্যা ও শিক্ষকদের যথার্থ যোগ্যতা মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই-বাছাই করার পর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এমপিওভুক্ত হবে বলে আশা করছি। মন্ত্রণালয় থেকে এমন আশ্বাস পাওয়া গেছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনা ও প্রক্রিয়াধীন আছে। আমরাও একটা ইতিবাচক সাফল্য আশা করছি। এছাড়া গত বছরের শিক্ষা কার্যক্রমে 'সুইড'-'র ৫২৮টি স্কুল উল্লেখ করা হয়েছিল। আমরা শিক্ষা কার্যক্রম দেশের 'এনডিডি' প্রতিবন্ধী শিশুদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ বছর আরো ২৫টি নতুন স্কুলসহ 'সুইড'-'র সম্প্রসারিত ধারাবাহিক কার্যক্রমে মোট ৫৫৩ টি স্কুলের নাম সংযোজন করছি। এদিকে 'সুইড'-'র তহবিলে অর্থ সাশ্রয়ের ব্যবস্থা হিসেবে 'সুইড'-কে সাসটেইনেবল/প্রতিষ্ঠান হিসেবে শক্তভিত্তিতে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে ৪র্থ তলা থেকে

৭ম তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তবে অনেক টাকা ঋণ হয়েছে। কিন্তু সম্প্রসারিত নির্মাণ কাজ থেমে থাকেনি। এখানে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির ১ম যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির এর নাম কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করছি। যিনি নিবেদিত প্রাণে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধার ও অনুদান সংগ্রহ করে এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। 'সুইড'-'র উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্ণধার– জাতীয় নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এর বিশেষ অবদান ও তাঁরই সহযোগী সহধর্মিণী 'সুইড'-'র নির্বাহী সদস্য প্রয়াত মমতাজ বেগম বকুলের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ৭ম তলায় "সুইড বকুলমামুন মালটিপারপাস এরিনা' এবং জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির এর মাতার পুণ্য স্মৃতি স্মরণ করে "সুইড রত্নগর্ভা শহীদ জননী খুরশিদ আরা মসজিদ" নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত আরো দু'টি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে– জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির এর বড় ভাই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাযহারুল মুনির এর নাম স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর নিজ এলাকায় সুইড শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাজহারুল মুনির বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়, ভবানীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর এবং 'সুইড'-'র ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থী প্রজ্ঞা পরমিতা রায় (বর্তমানে বৈবাহিক জীবনে পুনর্বাসিত ও কন্যা সন্তান মধুরিমা রায়ের গর্বিত জননী)-'র নামে ঢাকা মহানগরীর লালবাগ এলাকায় "সুইড পারমিতা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'সুইড'-'র কার্যক্রমের আওতায় নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক/স্থানীয় অভিভাবক/স্বেচ্ছাসেবী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/পেশাজীবীদের বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৮টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে কর্মরত অভিজ্ঞ শিক্ষক ও নীডা (NIIDA)-র তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট শাখার সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। ফলে শাখাসমূহের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আর্থিক খরচ ছাড়াও কষ্ট করে ঢাকায় আসতে হয়না। তবে বিভিন্ন থেরাপিউটিকস বিষয়ভিত্তিক অগ্রবর্তী প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা আসতে হবে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ

এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনে আরো একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে– 'সুইড'-'র সম্মানিত সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুনের প্রস্তাব মতে 'সুইড'-'র প্রাপ্ত বয়স্ক ২১ বছর ঊর্ধ্ব বয়সী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের আর বিশেষ শিক্ষা ক্লাশে না রেখে তাদের মনোযোগ ও দক্ষতা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। আশা করি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই কাজটিও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো।

১. সুইড বাংলাদেশ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সুইড বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে রাজধানীর কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। সেই থেকে দীর্ঘ ৪৩ বছরে দেশের অটিজম সমস্যাগ্রস্থ, ডাউন সিনড্রোম ও সেরেব্রাল পালসি জনিত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমস্যা দূরীকরণ, এ বিষয়ে সমাজ সচেতনতা বা গণ-জাগরণ সৃষ্টি করে এই শ্রেণীর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে জনবল হিসেবে গড়ে তোলা এবং দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল ও ইনক্লুসিভ স্কুলসহ সারা দেশে ৫৩৫টি বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে এ সকল বিদ্যালয়ে ৩০,০০০ 'NDD' (Neuro Developmental Disorders) শিক্ষার্থীরা বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সুবিধা লাভ করছে। সুইড বাংলাদেশ পরিচালিত এইরূপ বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণের ফলে প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরা বৃত্তিমূলক কাজ-কর্মের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত ও আত্ম-নির্ভর পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৯৯১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যন্ড, চীন, গ্রীস, কোরিয়া, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত ১০টি ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিক গেমস-এ মোট ১৮৬ টি স্বর্ণ, ১০৭টি রৌপ্য ও ৮০টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের গৌরব উজ্জ্বল করেছে। বিভাগীয় এবং জাতীয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছে। স্কাউট কার্যক্রমে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দেশে ও বিদেশে সুনাম ও সুফল অর্জন করে প্রশংসিত হয়েছে।

এছাড়া সুইড বাংলাদেশ নিজস্ব ভবনে সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল, প্রাপ্ত বয়স্ক 'NDD' শিক্ষার্থীদের মা-বাবার অবর্তমানে আত্ম-নির্ভর পারিবারিক জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য 'কল্যাণ ট্রাস্টের' (TWID) আওতায় হোম ট্রেনিং সেন্টার ও গৃহ ভিত্তিক কাজ-কর্মের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সুইড বাংলাদেশ বর্তমানে সরকার স্বীকৃত জাতীয় বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের 'NDD' জনিত সমস্যা নিরসন ও এই শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের জীবন-মান উন্নয়নে এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ অবদান রাখছে। একই সাথে 'NDD' জনিত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে জনবল তৈরীর লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড এন্ড অটিস্টিক (NIIDA)-'র আওতায় প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ গবেষণা, প্রকাশনা, পেশাজীবী, শিক্ষক ও অভিভাবক প্রশিক্ষণ, থেরাপিউটিক সেবাদান, বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত 'বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ' প্রতিষ্ঠা করে 'B.S.Ed' ডিগ্রী কোর্স পরিচালনা করছে।

২. সাংগঠনিক কার্যক্রম

● জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

নোটিশ

আগামী ১০/০৭/২০২০ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ টায় আলমগীর এম এ কবীর মিলনায়তনে (৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা) জাতীয় কাউন্সিলের ৪১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যদের উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছি।

12/06/2020

(ডাঃ অজন্তা রানী সাহা)

মহাসচিব,

সুইড বাংলাদেশ

আলোচ্য বিষয়ঃ

১। শোক প্রস্তাব উত্থাপন ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দোয়া প্রার্থনা।
২। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার (২৫/০৫/২০১৯) কার্যবিবরণী বিবেচনা ও দৃঢ়করণ; সভার দিন (১০/০৭/২০২০) নিবন্ধন ডেস্কে কপি থাকবে।
৩। বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০২০) বিবেচনা ও অনুমোদন।
৪। আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন।
৫। বিগত বছরের (২০১৯) অডিটকৃত হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন।
৬। চলতি বছরের (২০২০) সংশোধিত বাজেট, প্রস্তাবিত বাজেট-২০২১ ও বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা-২০২০ অনুমোদন।
৭। অডিটর নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৮। সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

সুইড-এজিএম-নোটিশ/২০২০- তারিখঃ ১২/০৬/২০২০

বিতরণঃ

১। জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, সুইড বাংলাদেশ
২। উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সুইড বাংলাদেশ
৩। নথি

● জাতীয় কাউন্সিলের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) কার্যবিবরণী

২৫ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ১৯ রমজান, ১৪৩৯ হিজরী রোজ শনিবার বেলা ১১:০০ টায় সুইড আলমগীর এম এ কবির মিলনায়তনে সুইড বাংলাদেশ এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়।

'সুইড'-'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোসলেম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভার উদ্বোধনী পর্বে সুইড উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার আলহাজ্ব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি ও নিম্নলিখিত জাতীয় কাউন্সিলরগণ সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ

নিম্নলিখিত সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ

১। জনাব ডি পি বড়ুয়া	- রমনা শাখা
২। জনাব এম এ বাতেন	- মিরপুর শাখা
৩। মিসেস ফয়জুন্নেছা বেগম	- রমনা শাখা
৪। মিসেস হোসনে আরা মোস্তফা	- ধানমন্ডি শাখা
৫। সৈয়দা জাহানারা বেগম	- ধানমন্ডি শাখা
৬। জনাব আলী শহীদ খান	- ধানমন্ডি শাখা
৭। মিসেস তাসলিমা খান	- ধানমন্ডি শাখা
৮। জনাব জি ডব্লিউ এইচ চৌধুরী	- উইলস লিটল ফ্লাওয়ার
৯। জনাব মোঃ মজিদ-উল-ইসলাম	- মিরপুর শাখা
১০। মিসেস রাশিদা বেগম	- মিরপুর শাখা
১১। জনাব এ কে এম মোস্তফা	- ধানমন্ডি শাখা
১২। কর্ণেল (অব:) শামসুর রহমান	- শেরে-বাংলা নগর শাখা
১৩। জনাব জহিরুল কাইয়ূম	- ধানমন্ডি শাখা
১৪। মিসেস নুরুন নাহার বেগম	- শেরে-বাংলা নগর শাখা
১৫। অধ্যাপক মোঃ নুরুল ইসলাম	- শেরে-বাংলা নগর শাখা
১৬। জনাব মোঃ শফিউল্লাহ	- গেন্ডারিয়া শাখা
১৭। ডাঃ এম কে চৌধুরী	- মিরপুর শাখা
১৮। মিসেস খোর্শেদা বেগম	- মিরপুর শাখা
১৯। জনাব মোঃ তৌফিকুল ইসলাম	- শেরে বাংলা নগর শাখা
২০। চৌধুরী মোহাম্মদ তোফায়েল সামী	- ধানমন্ডি শাখা
২১। মিসেস ইমেলদা হোসেন	- উইলস লিটল ফ্লাওয়ার শাখা
২২। জনাব বদরুল মান্নান	- উইলস লিটল ফ্লাওয়ার শাখা
২৩। শ্রী সাধন বোস	- উইলস লিটল ফ্লাওয়ার শাখা
২৪। মিসেস রাশিদা জেসমিন রোজী	- উইলস লিটল ফ্লাওয়ার শাখা
২৫। জনাব জামিল আব্দুল্লাহ রুবেল	- উইলস লিটল ফ্লাওয়ার শাখা
২৬। জনাব মোঃ মোসলেম	- চট্টগ্রাম শাখা
২৭। জনাব এস.এম. শোয়েব	- চট্টগ্রাম শাখা
২৮। জনাব আহমেদ হোসেন	- চট্টগ্রাম শাখা
২৯। মির্জা মোঃ মনছুরুল হক	- চট্টগ্রাম শাখা
৩০। মিসেস রেবেকা মোসলেম	- চট্টগ্রাম শাখা
৩১। জনাব মিজানুর রহমান	- ধামরাই শাখা
৩২। শেখ মোঃ আঃ মোত্তালেব	- ধামরাই শাখা
৩৩। দেওয়ান আব্দুল মান্নান	- ধামরাই শাখা

৩৪। জনাব নজরুল ইসলাম বাবুল - ধামরাই শাখা
৩৫। জনাব ফারহানা বেগম - ধামরাই শাখা
৩৬। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন - রাজশাহী শাখা
৩৭। আলহাজ্ব মোঃ নুরুজ্জামান - রাজশাহী শাখা
৩৮। জনাব মোঃ নাজমুল হক - রাজশাহী শাখা
৩৯। প্রফেসর মোঃ আনোয়ার হোসেন - রাজশাহী শাখা
৪০। মিসেস কল্পনা রায় ভৌমিক - রাজশাহী শাখা
৪১। জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন - লালমনিরহাট শাখা
৪২। জনাব মোঃ খাজের আলী - লালমনিরহাট শাখা
৪৩। জনাব মোঃ আজিজুল হক বীর প্রতীক - লালমনিরহাট শাখা
৪৪। শ্রী সুপেন্দ্রনাথ দত্ত - লালমনিরহাট শাখা
৪৫। ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী - নারায়ণগঞ্জ শাখা
৪৬। মিসেস আফরোজা শাহনেওয়াজ - নারায়ণগঞ্জ শাখা
৪৭। জনাব মোঃ আমিনুল হক - নারাযনগঞ্জ শাখা
৪৮। জনাব এস এম সাইফুল ইসলাম - নারায়ণগঞ্জ শাখা
৪৯। কাজী দলিল উদ্দিন দুলাল - নারায়ণগঞ্জ শাখা
৫০। জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন সরকার - কুড়িগ্রাম শাখা
৫১। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান খন্দকার রানা - কুড়িগ্রাম শাখা
৫২। ডাঃ আ ম শফিউজ্জামান - কুড়িগ্রাম শাখা
৫৩। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম - কুড়িগ্রাম শাখা
৫৪। জনাব মোঃ শফিকুল আলম - কুড়িগ্রাম শাখা
৫৫। ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন - ময়মনসিংহ শাখা
৫৬। জনাব মোঃ ওয়াজেদুল ইসলাম এ্যাড. - ময়মনসিংহ শাখা
৫৭। জনাব রিয়াজুল হান্নান মোঃ ইউসুফ - ময়মনসিংহ শাখা
৫৮। জনাব মোঃ আবুল খায়ের - ময়মনসিংহ শাখা
৫৯। জনাব মিজানুর রহমান খান লিটন - ময়মনসিংহ শাখা
৬০। এ্যাড. আলী আমজাদ কাদেরী সিপার - পাবনা শাখা
৬১। আলহাজ্ব মোঃ রফিকুল ইসলাম ওমর - পাবনা শাখা
৬২। আলহাজ্ব মোঃ ইমরোজ ইসলাম - পাবনা শাখা
৬৩। আলহাজ্ব ডাঃ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম - পাবনা শাখা
৬৪। জনাব এ কে এম হামিদুল হক - বগুড়া শাখা
৬৫। মোছাঃ মর্জিনা বেগম - বগুড়া শাখা
৬৬। জনাব মোঃ হায়দার রহমান মিয়া - বগুড়া শাখা
৬৭। জনাব এস এম ফেরদৌস আলম - বগুড়া শাখা
৬৮। জনাব মোঃ রায়হান আলী সরকার - বগুড়া শাখা
৬৯। জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন - জামালপুর শাখা
৭০। মোছাঃ মেহেরুন নেছা মুক্তা - জামালপুর শাখা
৭১। জনাব মঞ্জুরুল কাদের - জামালপুর শাখা
৭২। অ্যাড. এম এইচ আর জাহিদ আনোয়ার - জামালপুর শাখা
৭৩। শ্রী অজয় কুমার পাল - জামালপুর শাখা
৭৪। জনাব মুহম্মদ আলী আকবর - টাংগাইল শাখা

৭৫। খন্দকার আনিসুর রহমান - টাংগাইল শাখা
৭৬। জনাব মোছাঃ সাবিহা আক্তার (শিমু) - টাংগাইল শাখা
৭৭। সৈয়দ শহীদুল ইসলাম শহিদ - টাংগাইল শাখা
৭৮। জনাব ইসরাত জাহান - টাংগাইল শাখা
৭৯। অ্যাড. সমীর চন্দ্র কর - ফেনী শাখা
৮০। জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ছুট্টু - ফেনী শাখা
৮১। জনাব আবুল কালাম আজাদ সেলিম - ফেনী শাখা
৮২। জনাব ফারুক হোসেন - ফেনী শাখা
৮৩। জনাব মোঃ জাকির হোসেন - ফেনী শাখা
৮৪। ডাঃ মোস্তফা কামাল - নাঙ্গলকোট শাখা
৮৫। জনাব মোঃ বশিরুজ্জামান - নাঙ্গলকোট শাখা
৮৬। জনাব জনাব আরবের রহমান - নাঙ্গলকোট শাখা
৮৭। জনাব ছেনোয়ারা বেগম - নাঙ্গলকোট শাখা
৮৮। জনাব আবদুল হক - নাঙ্গলকোট শাখা
৮৯। জনাব আজহারুল আজাদ জুয়েল - দিনাজপুর শাখা
৯৯। জনাব মোঃ শামীম কবির - দিনাজপুর শাখা
১০০। প্রণতী মন্ডল - দিনাজপুর শাখা
১০১। জনাব মোঃ সহিদুর রহমান - দিনাজপুর শাখা
১০২। জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ভুঁইয়া - পূবাইল শাখা
১০৩। জনাব মোঃ ইউছুফ মিয়া - পূবাইল শাখা
১০৪। বাবু নেপাল চন্দ্র দাস - পূবাইল শাখা
১০৫। মিসেস নুরজাহান আক্তার - পূবাইল শাখা
১০৬। মোছাঃ শাহিনুর বেগম - পূবাইল শাখা
১০৭। অধ্যাপক মোঃ ইসমাইল হোসেন তপাদার - চাঁদপুর শাখা
১০৮। জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান বীর মুক্তিযোদ্ধা - চাঁদপুর শাখা
১০৯। জনাব মোঃ বজলুর রহমান - চাঁদপুর শাখা
১১০। জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মজুমদার - চাঁদপুর শাখা
১১১। অধ্যাপিকা নার্গিস বেগম - যশোর শাখা
১১২। প্রফেসর গোলাম মোস্তফা - যশোর শাখা
১১৩। জনাব কাজী আহম্মেদ রফিক - যশোর শাখা
১১৪। জনাব আয়েশা সিদ্দীকা - যশোর শাখা
১১৫। জনাব নির্মলা বিশ্বাস - যশোর শাখা
১১৬। জনাব মোঃ ময়নুল ইসলাম রাজা - গাইবান্ধা শাখা
১১৭। জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক - গাইবান্ধা শাখা
১১৮। জনাব শামিম আরা বেগম - গাইবান্ধা শাখা
১১৯। মোছাঃ সাবিহা সুলতানা জাহান - গাইবান্ধা শাখা
১২০। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান - গাইবান্ধা শাখা
১২১। জনাব মাকসুদ আহমেদ শিকদার - রমনা শাখা
১২২। মিসেস আলেয়া সুলতানা - রমনা শাখা
১২৩। জনাব মাহমুদুল হক তাহের - রমনা শাখা
১২৪। জনাব মোঃ ইয়াকুব হোসেন - রমনা শাখা

১২৫। জনাব ফারুক আবদুল্লাহ - রমনা শাখা
১২৬। জনাব মোঃ সামছুল ইসলাম - মিরপুর শাখা
১২৭। জনাব সিদ্দিকুর রহমান - মিরপুর শাখা
১২৮। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - মিরপুর শাখা
১২৯। মিসেস শিউলী আবেদীন - মিরপুর শাখা
১৩০। মিসেস কামরুন নেছা হক - মিরপুর শাখা
১৩১। মেজর মোঃ আব্দুস সাত্তার খান (অব:) - শেরে বাংলানগর শাখা
১৩২। জনাব হাফিজুর রহমান - শেরে বাংলানগর শাখা
১৩৩। মিসেস সানজিদা রহমান - শেরে বাংলানগর শাখা
১৩৪। মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অব:) - শেরে বাংলানগর শাখা
১৩৫। অ্যাড. এ কে এম শহীদ উল্লাহ - সাতক্ষীরা শাখা
১৩৬। অধ্যক্ষ ইমদাদুল হক - সাতক্ষীরা শাখা
১৩৭। অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল হক - সাতক্ষীরা শাখা
১৩৮। জনাব ইয়াসমিন আরা - সাতক্ষীরা শাখা
১৩৯। জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ - সাতক্ষীরা শাখা
১৪০। প্রভাষক আ, ম, প, আনিছুর রহমান - নাগেশ্বরী শাখা
১৪১। জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন - নাগেশ্বরী শাখা
১৪২। প্রভাষক মোঃ শরীফুল ইসলাম - নাগেশ্বরী শাখা
১৪৩। প্রভাষক মনোয়ার হোসেন সিদ্দিকী - নাগেশ্বরী শাখা
১৪৪। জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন - নাগেশ্বরী শাখা
১৪৫। জনাব মোঃ মনসুর আলী - আদিতমারী শাখা
১৪৬। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম - আদিতমারী শাখা
১৪৭। জনাব মোঃ ছোরত আলী - আদিতমারী শাখা
১৪৮। জনাব এ কে এম শামছুল হক - আদিতমারী শাখা
১৪৯। আলহাজ্জ্ব আব্দুস সোহরাব - আদিতমারী শাখা
১৫০। জনাব মোঃ আব্দুল জলিল সরকার - ভরতখালী শাখা
১৫১। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - ভরতখালী শাখা
১৫২। মোছাঃ লুদমিনা পারভীন ছন্দা - ভরতখালী শাখা
১৫৩। জনাব মোঃ ফারুকুল ইসলাম কাদেরী - ভরতখালী শাখা
১৫৪। জনাব মোঃ মহসীন আলী মুকুল - ভরতখালী শাখা
১৫৫। জনাব মোঃ আবুল হোসেন - সরিষাবাড়ী শাখা
১৫৬। জনাব মোঃ মুসলিম উদ্দিন - সরিষাবাড়ী শাখা
১৫৭। জনাব রনজিত কুমার সাহা - সরিষাবাড়ী শাখা
১৫৮। জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মানু - সরিষাবাড়ী শাখা
১৫৯। জনাব মোঃ ফজলুল হক (পোস্টমাস্টার অবঃ) - সরিষাবাড়ী শাখা
১৬০। জনাব মোঃ ছফিদুল ইসলাম মাস্টার - কালিকাপুর শাখা
১৬১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম - কালিকাপুর শাখা
১৬২। জনাব মোঃ মামুনার রশিদ - কালিকাপুর শাখা
১৬৩। জনাব যোবায়েদুর রহমান মিলন - খিলগাঁও শাখা
১৬৪।। জনাব আব্দুস সাত্তার চৌধুরী - খিলগাঁও শাখা
১৬৫। জনাব জাহাঙ্গীর আলম খন্দকার - খিলগাঁও শাখা

১৬৬। জনাব রফিকুল ইসলাম - খিলগাঁও শাখা
১৬৭। ডাঃ বিশ্বাস আক্তার হোসেন - খিলগাঁও শাখা
১৬৮। জনাব সালেহ্ মোহাম্মদ - গেন্ডারিয়া শাখা
১৬৯। জনাব আব্দুল কাদির - গেন্ডারিয়া শাখা
১৭০। জনাব মোঃ গোলাম হাফিজ - গেন্ডারিয়া শাখা
১৭১। জনাব শাহীন আরা বেগম - গেন্ডারিয়া শাখা
১৭২। আলহাজ্ব মোঃ সাইদুল ইসলাম - সিরাজগঞ্জ শাখা
১৭৩। জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ শেখ - সিরাজগঞ্জ শাখা
১৭৪। জনাব এ এস এম শহিদুল আলম - সিরাজগঞ্জ শাখা
১৭৫। জনাব বিলকিস জাহান - সিরাজগঞ্জ শাখা
১৭৬। অ্যাড. কানিজ ফাতেমা - নরসিংদী শাখা
১৭৭। জনাব মোঃ নাজমুল হক ভূঁইয়া - নরসিংদী শাখা
১৭৮। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম - নরসিংদী শাখা
১৭৯। জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন - নরসিংদী শাখা
১৮০। জনাব মোঃ শফিউল্লাহ - নরসিংদী শাখা
১৮১। জনাব মোঃ এনামুল হক - নাটোর শাখা
১৮২। জনাব শরমিন জামাল - নাটোর শাখা
১৮৩। মোছাঃ জান্নাতি খাতুন - নটোর শাখা
১৮৪। মোছাঃ আমেনা খাতুন - নটোর শাখা
১৮৫। অ্যাড. মাহবুবার রহমান তালুকদার - ঝালকাঠি শাখা
১৮৬। জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন - ঝালকাঠি শাখা
১৮৭। জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম - ঝালকাঠি শাখা
১৮৮। মাহমুদ রুবেল হাসান খান - ঝালকাঠি শাখা
১৮৯। জনাব দিলীপ কুমার হালদার - ঝালকাঠি শাখা
১৯০। মিসেস কামরুন্নেছা আশরাফ দিনা - নেত্রকোনা শাখা
১৯১। জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা - নেত্রকোনা শাখা
১৯২। জনাব এম এ মতিন (মুক্তিযোদ্ধা) - নেত্রকোনা শাখা
১৯৩। মিসেস ফারহানা সুলতানা লীনু - নেত্রকোনা শাখা
১৯৪। মিসেস ওবায়দা আক্তার খাতুন বিউটি - নেত্রকোনা শাখা
১৯৫। ডাঃ অজন্তা রানী সাহা - কিশোরগঞ্জ শাখা
১৯৬। অ্যাড. মায়া ভৌমিক - কিশোরগঞ্জ শাখা
১৯৭। জনাব বিলকিস বেগম - কিশোরগঞ্জ শাখা
১৯৮। জনাব লিজা আক্তার - কিশোরগঞ্জ শাখা
১৯৯। জনাব শারমিন আক্তার - কিশোরগঞ্জ শাখা
২০০। সৈয়দ তছলিমুল হক (মান্না) - মৌলভীবাজার শাখা
২০১। জনাব আঃ রউফ - মৌলভীবাজার শাখা
২০২। জনাব রোখসানা আহমেদ - মৌলভীবাজার শাখা
২০৩। জনাব জেবীরন বেগম - মৌলভীবাজার শাখা
২০৪। জনাব আব্দুর রহিম ভুইয়া - মুরাদনগর শাখা
২০৫। জনাব মোঃ রুহুল আমিন - মুরাদনগর শাখা
২০৬। মিসেস শামছুন নাহার - মুরাদনগর শাখা

২০৭। জনাব মোঃ রুহুল আমিন ইঞ্জিনিয়ার - উত্তরা শাখা
২০৮। জনাব জোবেরা রহমান লীনু - উত্তরা শাখা
২০৯। প্রকৌশলী মোঃ শামসুজ্জোহা - উত্তরা শাখা
২১০। ডাঃ মোঃ নুরুল হুদা - উত্তরা শাখা
২১১। জনাব আতাউর রহমান চৌধুরী - উত্তরা শাখা
২১২। ডাঃ মুন্সি মোঃ রেজা সেকেন্দার - ঝিনাইদহ শাখা
২১৩। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম টুকু - ঝিনাইদহ শাখা
২১৪। জনাব দিপ্তী রহমান - ঝিনাইদহ শাখা
২১৫। জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম - ঝিনাইদহ শাখা
২১৬। জনাব মেহাম্মদ আলী জোয়ার্দ্দার - ঝিনাইদহ শাখা
২১৭। ড. সেলিনা আখতার - মাদারীপুর শাখা
২১৮। মিসেস লাভলী আক্তার - মাদারীপুর শাখা
২১৯। জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন (বাবুল) - হাতিবান্ধা শাখা
২২০। জনাব মোজাফ্ফর হোসেন - হাতিবান্ধা শাখা
২২১। জনাব মকবুল হোসেন - হাতিবান্ধা শাখা
২২২। জনাব ইয়াকুব আলী - হাতিবান্ধা শাখা
২২৩। জনাব আবুল ফজল - হাতিবান্ধা শাখা
২২৪। অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন - গোপালপুর শাখা
২২৫। জনাব খন্দকার রুহুল আমিন - গোপালপুর শাখা
২২৬। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ - গোপালপুর শাখা
২২৭। জনাব মোঃ আব্দুল মালেক - গোপালপুর শাখা
২২৮। জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম - গোপালপুর শাখা
২২৯। জনাব মোঃ মাজাহারুল ইসলাম - বকশীগঞ্জ শাখা
২৩০। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম লেবু - বকশীগঞ্জ শাখা
২৩১। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মমিন - বকশীগঞ্জ শাখা
২৩২। রুবিয়া খাতুন - বকশীগঞ্জ শাখা
২৩৩। জনাব মোঃ ছোহরাব আলী - বকশীগঞ্জ শাখা
২৩৪। জনাব বজলুর রশিদ - মুক্তাগাছা শাখা
২৩৫। জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম - মুক্তাগাছা শাখা
২৩৬। জনাব বাবুল চন্দ্র ধর - মুক্তাগাছা শাখা
২৩৭। জনাব রফিকুল ইসলাম - মুক্তাগাছা শাখা
২৩৮। জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক - মুক্তাগাছা শাখা
২৩৯। অ্যাড. আলহাজ্ব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া - ফুলছড়ি শাখা
২৪০। জনাব মোঃ ফরহাদ আলী রাব্বী - ফুলছড়ি শাখা
২৪১। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - ফুলছড়ি শাখা
২৪২। জনাব মোঃ রঞ্জু মিয়া - ফুলছড়ি শাখা
২৪৩। জনাব মোঃ আব্দুল হালিম - ফুলছড়ি শাখা
২৪৪। অধ্যাপক মোঃ হান্নান হোসাইন - চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা
২৪৫। জনাব মোঃ আবু তাহের - পাটগ্রাম শাখা
২৪৬। জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন - পাটগ্রাম শাখা
২৪৭। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির - পাটগ্রাম শাখা

২৪৮। জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম - পাটগ্রাম শাখা
২৪৯। জনাব মোঃ আব্দুল মালেক - পাটগ্রাম শাখা
২৫০। জনাব মাসুমা সেরমীজ - নলতা শাখা
২৫১। জনাব মোঃ জাহেদুল ইসলাম জাহিদ - পূর্ব শান্তিরাম শাখা
২৫২। জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ মোল্লা - কৈলাশকুঠি শাখা
২৫৩। মোছাঃ শেফালী খাতুন - চকদামপুর শাখা
২৫৪। জনাব মোঃ সামছুল হক - চকদামপুর শাখা
২৫৫। জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক - চকদামপুর শাখা
২৫৬। মোছাঃ রহিমা খাতুন - চকদামপুর শাখা
২৫৭। মোছাঃ আমেনা খাতুন - চকদামপুর শাখা
২৫৮। গাজী নজরুল ইসলাম সাবু - চিলমারী শাখা
২৫৯। জনাব মোহাম্মদ আলী - মাথাভাঙ্গা শাখা
২৬০। জনাব মোঃ শামীম আজাদ - সেতাবগঞ্জ শাখা
২৬১। জনাব নিলুফার সুলতানা - হরিণ সিংহা শাখা
২৬২। জনাব মোঃ হাসান খান - চন্ডিপুর শাখা
২৬৩। জনাব মোঃ খবির উদ্দিন মাস্টার - লক্ষীপুর শাখা
২৬৪। জনাব মোঃ সেকেন্দার আলী - ধরণীবাড়ী শাখা
২৬৫। জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান - হাতিয়া শাখা
২৬৬। জনাব দীপংকর অধীকারী - বাগজানা শাখা
২৬৭। জনাব মোছাঃ মেরিনা খাতুন - বাগজানা শাখা
২৬৮। জনাব নরেশ চন্দ্র দাস - উত্তর হাট বামুনী শাখা
২৬৯। জনাব মোঃ নেহারুল আলম - দৌলতপুর শাখা
২৭০। মোছা ঃ মরিয়ম বেগম - ইদিলপুর শাখা
২৭১। জনাব মোঃ ইউনুছ আলী - পলাশবাড়ী শাখা
২৭২। জনাব মোঃ রঞ্জু মন্ডল - বড় হযরতপুর শাখা
২৭৩। জনাব মোঃ আবু সুফিয়ান - নাজিম খান শাখা
২৭৪। শ্রী সুব্রত কুমার সরকার - দলদলিয়া শাখা
২৭৫। জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা - বুড়াবুড়ি শাখা
২৭৬। আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল আজিজ - পান্ডুল শাখা
২৭৭। জনাব মোঃ শাসছুল হক - পান্ডুল শাখা
২৭৮। জনাব মোঃ শহিদুর রহমান সুজা - বজরা শাখা
২৭৯। জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম - বজরা শাখা
২৮০। জনাব মোঃ শাহিন মিয়া - বজরা শাখা
২৮১। জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান - বজরা শাখা
২৮২। জনাব মোঃ আনছারুল আলম - তৈলকুন্ডু শাখা
২৮৩। জনাব আব্দুস ছাত্তার মন্ডল - তৈলকুন্ডু শাখা
২৮৪। জনাব মোহাম্মদ আলী খাঁন - তৈলকুন্ডু শাখা
২৮৫। জনাব মোঃ মুন্নাফ শেখ - তৈলকুন্ডু শাখা
২৮৬। মাওলানা আব্দুল কাদির - শশীভূষণ শাখা
২৮৭। জনাব মোঃ শাহজাহান আলী সরকার - পলাশী ইউনিয়ন শাখা
২৮৮। জনাব শামসুন নাহার - জয়পুরহাট শাখা

২৮৯। প্রফেসর ডাঃ এ কে এম মোয়াজ্জেম - জয়পুরহাট শাখা
২৯০। জনাব কামরুন নাহার লাইজু - জয়পুরহাট শাখা
২৯১। জনাব চিত্তরঞ্জন পাল - জয়পুরহাট শাখা
২৯২। জনাব মোঃ এমদাদুল হক - জয়পুরহাট শাখা
২৯৩। জনাব এ কে আজাদ - দক্ষিণ মৌভাষা শাখা
২৯৪। জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান - টেপামধুপুর শাখা
২৯৫। জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ - টেপামধুপুর শাখা
২৯৬। জনাব মোঃ ফয়জার হোসেন - টেপামধুপুর শাখা
২৯৭। জনাব মোঃ ফজলুল হক - টেপামধুপুর শাখা
২৯৮। জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী - টেপামধুপুর শাখা
২৯৯। মোছাঃ নাসিমা খাতুন - দক্ষিণ নুরুল্যাবাদ শাখা
৩০০। জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম - পলিশা শাখা
৩০১। শ্রী তপন কুমার রায় - সিন্দুর্ণা ইউনিয়ন শাখা
৩০২। জনাব আব্দুল ওয়াহেদ - মধুপুর বামনেরহাট শাখা
৩০৩। জনাব মোঃ মেরাজ উদ্দিন - গলাচিপা শাখা
৩০৪। জনাব মোঃ আলা উদ্দিন - গলাচিপা শাখা
৩০৫। জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ - গলাচিপা শাখা
৩০৬। মিসেস জাহানারা বেগম - ধোপাখালী শাখা
৩০৭। জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন ভূঁইয়া - ভুইয়া কান্দি শাখা
৩০৮। জনাব মোঃ রেজাউল করিম - আলীপুর মীরমদন শাখা
৩০৯। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রাসেদুল আলম - গাজীপুর শাখা
৩১০। জনাব মোঃ আমির হোসেন - নজরুল নগর শাখা
৩১১। জনাব মোঃ আব্দুল মমিন বাবুল - আখাউড়া শাখা
৩১২। মোছাঃ জোলেখা বেগম - ধানশ্রেণী শাখা
৩১৩। মোছাঃ শেফালী খাতুন - শহীদবাগ ইউনিয়ন শাখা
৩১৪। জনাব মোঃ হাকিবুর রহমান - হারাগাছা পৌরসভা শাখা
৩১৫। জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান - গোসাইবাড়ী শাখা
৩১৬। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম - সুন্দরবন শাখা
৩১৭। মোছা ঃ আনোয়ারা বেগম - গঙ্গানারায়ণপুর শাখা
৩১৮। জনাব মোঃ খলিলুর রহমান - মগরখালী শাখা
৩১৯। জনাব মোঃ রিজওয়ানুর রহমান রেজা) - আমবাটি শাখা
৩২০। জনাব মোঃ আমিনুর রহমান খান - জাহাপুর শাখা
৩২১। জনাব সি এস নিপন রায় - দুর্গাডাঙ্গা শাখা
৩২২। জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য
৩২৩। সৈয়দা মুনিরা ইসলাম - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য
৩২৪। জনাব ফরিদ আহমেদ ভুইয়া - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য
৩২৫। ডাঃ তাজকেরা খানম - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য
৩২৬। জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য
৩২৭। জনাব তাহরিন আমান - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য
৩২৮। জনাব আনোয়ারা আনা আমান - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য
৩২৯। জনাব এম এ হানিফ মৃধা - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য
৩৩০। জনাব আবুল কাশেম সানি - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য
৩৩১। জনাব আখিরুল ইসলাম (অলক) - প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য

সভার উদ্বোধনী পর্বে সাংস্কৃতিক সচিব মিসেস ইমেলদা হোসেন দীপার উপস্থাপনায় ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই সুইড উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্র মোঃ আবিদ হোসেন পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের ছাত্র তীর্থ গীতা পাঠ করেন।

শোক প্রস্তাব উপস্থাপন ও প্রার্থনা: 'সুইড'-'র ১ম যুগ্ম-মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা গত বছরে 'সুইড'-'র যে সকল স্বজন-কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে নামের তালিকা উপস্থাপন করেন।

বিগত এক বছর সময়ের মধ্যে যাদের আমরা হারিয়েছি স্বশ্রদ্ধচিত্তে তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করছি:

- চাঁদপুর শাখার ২য় সহ-সভাপতি সোহেল রুশদীর পিতা এ্যাডভোকেট মোঃ তাহের হোসেন রুশদী ;
- লালমনিরহাট শাখার সভাপতি ও জাতীয় কাউন্সিলর কমরেড শামসুল হক ;
- গেন্ডারীয়া শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী সচিব, শাখা পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সুইড বাংলাদেশ এর সাবেক মহাসচিব ও বর্তমান ১ম সহ-সভাপতি মোঃ হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ ;
- মধুপুর শাখার কার্যকরী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন আকন্দ ;
- নারায়ণগঞ্জ শাখার সিনিয়র সহকারী শিক্ষক এস এম মেহের পারভীনের পিতা নারায়ণগঞ্জ শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক ও সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক ক্রীড়া সচিব জনাব আবদুহু সাফী মাহমুদ ফারুকের শ্বশুর সাদ মুনির আহমেদ ;
- ফরিদপুর ফিরোজার রহমান বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ছাত্রী ও শাখা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব আব্দুল জলিল মোল্লার মেয়ে মোছাঃ মিলি আক্তার ;
- জামালপুর শাখার ছাত্রী পরমা দে ও কাজল ;
- চাঁদপুর শাখার যুগ্ম-সচিব এর সহধর্মিণী রোকেয়া ইসলাম ;
- ফরিদপুর ফিরোজার রহমান বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের আজীবন সদস্য ও প্রধান শিক্ষক মিসেস তানজীমা আফরোজা মিতু এর স্বামী মোঃ ওমর ফারুক সুইট ;
- ফেনী শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও স্কাউট ব্যক্তিত্ব জনাব কামাল হাসান চৌধূরী ;
- গেন্ডারীয়া শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক, শাখা পরিচালিত স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সুইড বাংলাদেশ এর সাবেক মহাসচিব ও বর্তমান ১ম সহ-সভাপতি মোঃ হেমায়েত উদ্দিন আহমেদের পুত্র ও গেন্ডারীয়া শাখার ছাত্র তৌহিদ গোলাম মোস্তফা রুশো ;
- চাঁদপুর শাখার সিনিয়র শিক্ষিকা আরশেদ আক্তার এর পিতা আলহাজ্ব মোঃ ইসমাইল হোসেন ;
- সিরাজগঞ্জ শাখার সাবেক সভাপতি গাজী মোঃ সোহরাব আলী ;
- সুইড বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জামালপুর শাখার উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠতা এবং সাবেক শিক্ষক ও সুইড এর মহাসচিব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এর সহধর্মিণী মমতাজ বেগম বকুল ;
- নেত্রকোণা শাখার ছাত্র আব্দুল্লাহ্ আল ফয়সাল (রাব্বী) এর মাতা রেহানা বেগম ;
- সিলেট শাখার প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া নাসরীন এর পিতা শাহ্ হাজী মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন ;
- সিলেট শাখার সহকারী শিক্ষিকা মায়া বেগমের পিতা মোঃ আব্দুল কাদির ;
- পাবনা শাখার সহ-সভাপতি ডাঃ রিয়াজুল ইসলাম ;
- সুইড মিরপুর শাখার নির্বাহী কমিটির সদস্য বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী জনাব কাজল মাহমুদ ;
- সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এর ভাতিজা জনাব আব্দুর রহমান ও জেঠাতো বড় ভাই আবুল হোসেন;
- ভুয়াপুর উপ-জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সুইড ভুয়াপুর শাখার উপদেষ্টা এ্যাড. আব্দুল হালিম এর পিতা- মুছা সরকার;

সভায় উল্লিখিত মৃত ব্যক্তিদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি প্রার্থনা করে দোয়া পরিচালনা করেন সুইড উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মাওলানা মোঃ ইয়াকুব আলী। মরহুমদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শান্তি প্রার্থনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

'সুইড'-'র মহাসচিব জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন সভায় মাননীয় ডেপুটি স্পিকারকে 'সুইড'-'র পরম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে তাঁর সদয় উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং উপস্থিত 'Inclusion International'UK-'র Project Manager Ms. Kimber Bialik-কে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান।

জাতীয় কাউন্সিলরদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন 'এনডিডি' প্রতিবন্ধী/স্নায়বিকাশ জনিত সমস্যাগ্রস্ত শিশু/ছেলে-মেয়েদের কল্যাণার্থে ৪২ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই 'সুইড বাংলাদেশ' তথা মানবসেবায় মানবাধিকার, সম-অধিকার, সুরক্ষা ও সামাজিক পুনর্বাসনের

জন্য বিনা পারিশ্রমিকে যে সেবা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সারা বিশ্বে বিরল উদাহরণ এবং 'সুইড'-'র মত এতবড় প্রতিবন্ধী বান্ধব সংগঠন, সম্পূর্ণ অলাভজনক, অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলে আমার জানা নেই।

এই প্রতিষ্ঠানকে যারা গড়ে তুলেছেন তারা যথার্থই মানবসেবার ব্রত নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁদের ঘরে প্রতিবন্ধী সন্তান আছে। তারা সন্তানকে অবহেলা করেন নি। সে সময়ের উদ্যোগী ড. সুলতানা সারওয়াত আরা জামান, জনাব ডিপি বড়ুয়া, জোহরা রহমান, মিসেস সালমা হক ; আমাদের পথ দেখিয়েছেন। 'আমরা ভাগ্যবান যে, জনাব ডি পি (দেব প্রীয় বড়ুয়া) বড়ুয়া বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসেও 'সুইড'-'র কথা ভুলে যাননি, হাঁটতে চলতে পারেন না তবু লাঠি ভর করে আজকের 'এজিএম'-এ উপস্থিত হয়েছেন। এই মানসিকতা নিয়েই 'সুইড'-'র উন্নয়নে আমাদের কাজ করতে হবে। এখানে এক সময় 'NFPU' নরওয়ে দীর্ঘদিন আর্থিক সহায়তা দিয়েছে (১৮ বছর/১৯৮২ থেকে ২০০০) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। সেই থেকে সুইড বর্তমান নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় সারাদেশে– প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশুদের দোর গোড়ায় শিক্ষা সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ৫০০ টি স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য মাত্রা ছাড়িয়ে এ পর্যন্ত ৫৩০ টি বিশেষ শিক্ষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকারের সাথেও 'সুইড'-'র সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে শিক্ষকদের বেতন সহায়তা বাবদ ৯.৬০ লক্ষ টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে (৬০%-৮০%) ও বর্তমানে ৫০টি স্কুলের ৫৬৩ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১০০% বেতন-ভাতা সহায়তা প্রদান করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত সদয়। মা-বাবা-অভিভাবকদের অবর্তমানে প্রতিবন্ধী সন্তানদের দেখ-ভাল করার দায়িত্ব সরকারই গ্রহণ করবে বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়ে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন।

সরকারী অর্থায়নে সুইড জামালপুর শাখায় ৬ তলা ভিত্তিসহ ৪ তলা বিশিষ্ট স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারী অর্থায়নেই ঢাকার ইস্কাটনে 'সুইড'-'র নিজস্ব ৩৪ কাঠা জমিতে বহুতল বিশিষ্ট 'সুইড কমপ্লেক্স' নির্মাণের জন্য 'ডিপিপি' প্রণয়নের প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

'সুইড'-'র জাতীয় কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য শাখা প্রতিনিধি/জাতীয় কাউন্সিলরদের যাতায়াত খরচ দেয়া হয় না। উপরন্তু পরিবর্তিত সময়ে বিগত কয়েক বছর ধরে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সভার কার্যক্রম চালনার জন্য মাসিক ভিত্তিতে ৫০০/- টাকা করে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকেন। সময় বদলেছে, মাতা-পিতা-অভিভাবক ও সমাজ হিতৈষীগণ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সজাগ হয়েছেন। 'সুইড'-'র কার্যক্রমে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ স্থানীয় উদ্যোগে 'সুইড'-'র সহযোগিতায় শাখা কার্যক্রমের আওতায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করে 'সুইড'-'র মূল লক্ষ্য "প্রতিবন্ধী সন্তানদের সমাজের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ", সামাজিক মর্যাদাসহ আত্ম-নির্ভর জীবনের অধিকার বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছেন। এই গণজাগরণে 'সুইড' সরকারের সাথে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

সরকার সুইড বাংলাদেশকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তথা 'এনডিডি' প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন এবং এ বিষয়ে স্কুল কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য জাতীয় পুরস্কার দিয়েছে। আমি মহাসচিব ও আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি-'র হাত থেকে পুরস্কার সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেছি।

'এনডিডি' প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন-মান-উন্নয়ন ও কল্যাণার্থে সম-অধিকার সুরক্ষা ট্রাস্ট এ্যাক্ট ও অধিকার সুরক্ষা এ্যাক্ট -২০১৩ শীর্ষক দু'টি আইন পাশ করেছে। এই আইনে যে সকল সুযোগ সুবিধার কথা বলা আছে তা যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় আমাদের তথা অভিভাবকদের আর কিছুই করতে হবে না। সরকারই এই প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। বাংলাদেশে 'এনডিডি' প্রতিবন্ধিতা বা 'অটিজম' বিষয়ে সুইড বাংলাদেশ, সেই ১৯৭৭ সাল থেকে কাজ শুরু করলেও এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা দূর হয়নি। তবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে 'সুইড'-'র শিক্ষার্থীদের 'ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিকস স্বর্ণ পদক ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার সনদ জয়ের মাধ্যমে সারাদেশে ইতিবাচক সাড়া জেগেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিজয়ী ক্রীড়াবিদদের সম্বর্ধনা পুরস্কার ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এদের প্রতি জনসচেতনতাকে আরো সুদৃঢ় করেছেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জনাব সায়মা ওয়াজেদ পুতুল যিনি আমেরিকা থেকে 'চাইল্ড সাইকোলজিস্ট' হিসেবে ডিগ্রী অর্জন করে 'অটিজম' সমস্যা বা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের সমাজে সহজভাবে গ্রহণ, ভালবাসা-আদরযত্নে লালন-পালন করে বৈষম্যহীন একীভূত সমাজ ব্যবস্থায় এদের সক্ষমতার প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দিয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রায় (SDG) এনে সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সারাবিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক 'এশিয়া অঞ্চলের চ্যাম্পিয়নশীপ' পুরস্কৃত হয়েছেন এবং অটিজম বিষয়ে জাতিসংঘের চীফ কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করে বিশ্বজাগরণ সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন। 'সুইড বাংলাদেশ' এর পক্ষ থেকে তার এই মহতী সাফল্যের জন্য অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা সরকারের সাথেই একাত্ম হয়ে কাজ করতে চাই। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভূত বা অধিভুক্ত কর্মসংস্থান ব্যবস্থা-সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ/মূল্যায়নের লক্ষ্যে সুইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় 'ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল'-'র ব্যবস্থাপনায় গত ২১-২৩ মে, ২০১৯ এই অডিটোরিয়ামে ৩-দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ হয়ে গেল। 'ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল' বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনমূলক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই সংস্থা ডিপিও-দের নিয়ে কাজ করে। ইউ-কে (লন্ডন) তে এর কার্যালয় অবস্থিত। সুইড বাংলাদেশসহ ১৮০টি দেশ এই

সংস্থার নিয়মিত সদস্য। আজকের 'এজিএম'-এ 'ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল'-'র প্রজেক্ট ম্যানেজার কিম্বার বায়লিক উপস্থিত আছেন। তিনি জাতীয় কাউন্সিলরদের সাথে পরিচিত হবেন এবং আজ রাতেই লন্ডন চলে যাবেন। তিনি কানাডিয়ান নাগরিক এবং একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ভাই-'র বোন, প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কাজ করছেন। তাঁর সাথে সহকর্মী কেনিয়ার নাগরিক ফাতেমা ও তিউনিসিয়ার নাগরিক মেনেল মিহরী ওয়ার্কশপে ছিলেন। তাঁরা চলে গেছেন। এই ওয়ার্কশপটি প্রধানত ৩ বছর মেয়াদী 'প্রজেক্ট ওয়ার্কিং পরিকল্পনা' প্রণয়নের জন্যই আয়োজন করা হয়েছিল। প্রজেক্টের ফান্ডিং সোর্স হবে। সুইড, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সীড ট্রাস্ট ও সাইট সেভার এর প্রতিনিধি সংগঠন অভিভাবক ও সেলফ এ্যাডভোকেটসহ ২৬ জন অংশগ্রহণ করেন। সময়োপযোগী এ ধরনের একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করার জন্য 'ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল' এর প্রতিনিধিদের সুইড বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কিম্বার বায়ালিক শুভেচ্ছা বক্তব্যে ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনালের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে 'সুইড এজিএম'-এ অংশগ্রহণকারী সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন-'Inclusive Employment' বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি পুনর্বাসনমূলক সমাজভিত্তিক অধিকার। এই অধিকার বাস্তবায়ন কল্পে একীভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আত্ম-নির্ভরশীল করে একীভূত সমাজ গড়ে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই 'ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল'-'র পক্ষ থেকে 'একীভূত কর্ম-সংস্থানমূলক (Inclusive Employment) ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্প কর্ম-পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পে 'ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল'-'র সদস্য সংস্থা 'সুইড বাংলাদেশ' এর সহযোগিতায় প্রথম পর্যায়ে ৩ দিনব্যাপী 'ওয়ার্কশপে' অভিভাবক, প্রফেশনাল/সংগঠক শিক্ষক ও সেলফ অ্যাডভোকেটার্সদের সাথে মতবিনিময় ও বক্তব্য সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী সকলের সাথে কথা বলে 'আমি ও আমরা সহকর্মী' প্রতিনিধিগণ খুবই আনন্দিত (We are all happy and thanks to all participants and best cooperation of SWID Bangladesh) আশাকরি এ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সুন্দর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবো (Many thanks to Hon'ble Deputy Speaker of National Parliament of Bangladesh)।

সুইড উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার আলহাজ্ব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি শুভেচ্ছা বক্তব্যের শুরুতেই বলেন– 'সুইড'-র জাতীয় কাউন্সিলের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হতে পেরে আমি গৌরবান্বিত। একটা সময় ছিল যখন পরিবারে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে তাকে আড়াল করে রাখা হতো। কারো সামনে যেতে দেয়া হত না। আত্মীয়-স্বজন বা মেহমানদের কাছে জানাজানি হলে পরিবারের সম্মান-মর্যাদা বিনষ্ট হবে। এখন এরকম নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। মায়েরা তাদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সন্তানকে অভিশাপগ্রস্থ, পাগল মনে করছেন না। তারা প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছেন।

'সুইড'-র মহাসচিব 'মামুন ভাই'কে (জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন) ধন্যবাদ। তিনি সারা বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে প্রায় ৫ শতাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সুবিধা বঞ্চিত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার এলাকায় "ফুলছড়ি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক স্কুল" হয়েছে। এই স্কুলের ছাত্র ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিকস এ গোল্ড মেডেল জয় করছে। আমি গত ২১/০৫/২০১৯ তারিখে এই অডিটোরিয়ামে এসে তিন দিনব্যাপী 'ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল'-'র ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করেছি। আর 'পিকেএসএফ' (পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন) এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ ওয়ার্কশপের সমাপনী করেছেন।

আমি খুবই আনন্দিত। আমার প্রস্তাবে ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ ঐ ফুলছড়ি স্কুল ভবনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঐ স্কুলের এখন ২৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও খেলা-ধুলার সুযোগ পাচ্ছে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যারা ৪০ বছর আগে এই সুইড প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের মধ্যে এতটা প্রবীণ বয়সের (৯০) জনাব ডিপি বড়ুয়া আমার সামনে বসে আছেন। প্রতিবন্ধী সন্তানদের প্রতি উনাদের যে দরদী মন, প্রতিবন্ধীদের কল্যাণার্থে কিছু করার যে মানসিকতা তা এখনো বিদ্যমান। তাই নিজের শারীরিক ক্ষমতা বার্ধক্যের কারণে হারালেও মনের জোরে, প্রাণের টানে 'সুইড'-র ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়েছেন। প্রতিবন্ধী সন্তানদের প্রতি উনাদের মত প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্যোগী মানুষদের দেখে উপলব্ধি করতে হবে, বুঝতে হবে 'প্রতিবন্ধিতা কোন অভিশাপ নয়'। সুইড ধানমন্ডি শাখার মুনির ভাই (জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির) ঢাকার বসিলা এলাকায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নিজ উদ্যোগে ৭ তলা স্কুল ভবন/প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরী করে দিয়েছেন। 'আমি উনাদের শ্রদ্ধা জানাই, দোয়া করি, উনারা দীর্ঘজীবী হোন'।

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। তিনি এদের জীবন-মান-উন্নয়নের পক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি এই বিশেষ শিশুদের কল্যাণ ও ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই মহান জাতীয় সংসদে দুটি আইন (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩ ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট-২০১৩) পাশ করেছেন।

তিনি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রায় (SDG) 'Leave no one behind' নীতি ও দর্শনের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল ধারায় এনে স্থায়ী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমি 'সুইড'-'র এই 'এজিএম'-'র পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি কে কৃতজ্ঞতা জানাই। অভিনন্দন জানাই প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা জনাব সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে-যিনি 'অটিজম'

প্রতিবন্ধিতা বিষয়টিকে নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। 'অটিজম' বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুরা সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষ নয়, তাদের সামাজিক মর্যাদা, সম-অধিকার সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ ইনক্লুসিভ সোসাইটি গড়ে তুলতে হবে-বাংলাদেশের পক্ষ থেকে– এই প্রচেষ্টা ও মানবিক মুল্যবোধকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দিয়ে সায়মা ওয়াজেদ বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন।

আমি আশা করি, 'ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল' আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী 'ওয়ার্কশপ' একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। সুইড ও 'ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল'-'র যৌথ আয়োজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের একীভূত/অধিভুক্তিমূলক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। আমি এই সভায় উপস্থিত কিম্বার বায়ালিক, যে দুজন চলে গেছেন কেনিয়ার ফাতেমা ও তিউনিশিয়ার মিনাল মিহরী এবং মামুন ভাইসহ সুইড-'র নতুন নির্বাচিত জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

নতুন জাতীয় নির্বাহী কমিটি 'সুইড বাংলাদেশ'-এর উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অবশ্যই সফল হবেন। এই হাউজে উপস্থিত সদস্য-অভিভাবকসহ বিশেষ শিক্ষার্থীরা ও শিক্ষক-কর্মচারী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে 'সুইড' জাতীয় কাউন্সিলের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি'।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার এরপর সভায় মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে প্রদর্শিত 'সুইড'-'র কার্যক্রমভিত্তিক সাফল্য/প্রামাণ্য চিত্র উপভোগ করে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

এরপর সুইড এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোসলেম বার্ষিক সাধারণ সভার নির্ধারিত 'এজেন্ডা' অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করেন এবং মহাসচিবকে আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করার অনুরোধ করেন।

মহাসচিব জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন একে একে আলোচ্য বিষয়গুলি সভায় উপস্থাপন করেনঃ

২। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার (২৬/০৫/২০১৮) কার্যবিবরণী বিবেচনা ও নিশ্চিত করণ: (গত ০৩-০৯-১৮ তারিখে ডাক/কুরিয়ার যোগে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও মন্তব্যের জন্য পাঠানো হয়েছে)। সভার দিন (২৫/০৫/২০১৯) নিবন্ধন ডেস্কে কপি থাকবে।

মহাসচিব বলেন এই কার্যবিবরণীটি নোটিশের সাথে পাঠানো হয়েছিল। বার্ষিক প্রতিবেদনেও ছাপানো আছে। এতে কোন সংশোধনী থাকলে তা লিপিবদ্ধসহ কার্যবিবরণীটি পঠিত ও সঠিক হয়েছে মর্মে সম্মতি পেলে চূড়ান্ত অনুমোদন করা যেতে পারে।

অতঃপর সদস্যগণ সম্মিলিত কণ্ঠে ও হাত তুলে 'পাশ' বললে সভাপতি বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত অনুমোদন ঘোষণা করেন।

৩। বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯) বিবেচনা ও অনুমোদন।

- মহাসচিব ১৩১ পৃষ্ঠার ছাপানো বার্ষিক প্রতিবেদনে (বই) মহাসচিবের শুভেচ্ছা বক্তব্য থেকে উপসংহার পর্যন্ত মোট ১৪টি বিষয় সূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমভিত্তিক কর্ম প্রতিবেদন/বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। এ সকল কার্যক্রম যথা ঃ 'সুইড'-র প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য পরিচিতি (৪টি), সাংগঠনিক কার্যক্রম, জাতীয়-আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন এবং সেমিনার ও সম্মেলন আয়োজন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।
- স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড সামার গেমস-আবুধাবী-২০১৯-'র সাফল্য, স্কাউটিং কার্যক্রম, এনআইআইডিএ-'র শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, এসেসমেন্ট ও কাউন্সিলিং, সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল, সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, টুইড বাংলাদেশের কার্যক্রম, ২৪তম AFID সম্মেলন, নেপাল-২০১৯ সংক্রান্ত তথ্য, উল্লেখযোগ্য অর্জন– মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সম্মাননা গ্রহণ, সুইড ধানমন্ডি, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ শাখার ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রভৃতি বিষয় অবহিত হয়ে হাউজে উপস্থিত জাতীয় কাউন্সিলরগণ সুন্দর বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান।

এ সময় অসুস্থতার কারণে সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোসলেম সভাস্থল থেকে বিদায় নেন এবং ৫ম সহ-সভাপতি জনাব জোবেরা রহমান লিনু সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর মহাসচিবের অনুরোধক্রমে হাউজে উপস্থিত সদস্যগণ বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনঃ

১) ড. সেলিনা আক্তার (মাদারীপুর শাখা)-

- সুইড বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। দেশব্যাপী এর স্কুল কার্যক্রম বিস্তৃত।
- 'সুইড'-'র নতুন জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে অভিনন্দন; কিন্তু ডাঃ অজন্তা রানী সাহা মহাসচিব পদে নির্বাচিত হয়েছেন। আমার প্রস্তাব হচ্ছে– তিনি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, ৯-৫টা অফিস করেন। তিনি 'সুইড'-'র মত এত বড় সংগঠনের মহাসচিব হয়ে কিভাবে সময় দিবেন বা কাজ করবেন? আমরা তার কার্যক্রম তদারকি করার জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করবো।

২) জনাব আলী আমজাদ কাদেরী (পাবনা শাখা)-

- শোক প্রস্তাবে পাবনা শাখার তথ্য ভুল ছাপা হয়েছে– এটার সংশোধনী হবে রিয়াজুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেছেন।
- পাবনা শাখা স্কুলের জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় ১৫ শতাংশ জমি পাওয়া গেছে।

৩) জনাব আ প ম আনিছুর রহমান (নাগেশ্বরী শাখা)-

- 'সুইড বাংলাদেশ' নামেই আমাদের আসল সাইন-বোর্ড। আমরা অন্য কোন সাইন বোর্ড (জাঃপ্রঃউঃফাঃ) মানিনা। 'সুইড'-'র শাখার (নাগেশ্বরী শাখা) কোন পরিবর্তন হবে না। এটা সুইড নামেই আছে, থাকবে।

৪) জনাব সমীর চন্দ্র কর (ফেনী শাখা)-

- স্থানীয় 'এমপি'-'র সহযোগিতায় ফেনী শাখা স্কুলের জন্য সরকার থেকে ৩২.০০ লক্ষ টাকা ও জমি পেয়ে স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- 'মামুন ভাই'-'র (জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন) নেতৃত্বে আমরা 'সুইড'-'র ব্যবস্থাপনায় ২৩ তম 'এএফআইডি' কনফারেন্স সফলভাবে আয়োজন করছি। 'আমি' পরপর ৭ বার জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত (৩য়, ২য় সহ-সভাপতি, ২য় যুগ্ম-মহাসচিব ও নির্বাহী সদস্য) কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছি। বর্তমান নব-নির্বাচিত কমিটিকে অগ্রীম অভিনন্দন।
- শাখা স্কুলগুলির নামের সাথে অবশ্যই 'সুইড' নাম ব্যবহৃত হওয়া উচিত।
- 'সুইড'-'র শাখা ও শিক্ষা কার্যক্রম সক্রিয়-গতিশীল রাখতে জাতীয় নির্বাহীকে কেন্দ্রীয়ভাবে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিয়মিত শাখাসমূহ পরিদর্শন করতে হবে।

৫) জনাব সুপেন্দ্র নাথ দত্ত (লালমনিরহাট শাখা)-

- গত 'এজিএম'-'এ সুইড গঠনতন্ত্রের কিছু সংশোধনী হাউজে গৃহীত হয়েছে। সেই সংশোধনীসমূহ অনুমোদন বা কার্যকর হলো কিনা সে সম্পর্কে এই বার্ষিক প্রতিবেদনে একটা কথাও উল্লেখ করা হয়নি।
- সরকারের সাথে 'সুইড'-'র শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিয়াঁজো কমিটির সভা/যোগাযোগ হয় ; কিন্তু এই প্রতিবেদনে সে সম্পর্কে কি উন্নয়ন-অগ্রগতি হয়েছে তারও কোন উল্লেখ নেই। নতুন জাতীয় নির্বাহী কমিটি-এর সকল বিষয় দেখবেন আশা করি।

৬) জনাব ময়নুল ইসলাম রাজা (গাইবান্ধা শাখা)-

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল প্রতিবন্ধীদের জন্যই প্রতিবন্ধী ভাতা দেয়ার কথা বলেছেন। এ উপলক্ষে টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।
- সরকারি বেতন-ভাতা বহির্ভূত নতুন শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি বেতন হচ্ছে না-এটাই দুঃজনক।
- প্রতিবন্ধী সন্তানের মা-বাবাদের একটাই চিন্তার বিষয় যে, মা-বাবা মারা গেলে তার সন্তানের কি হবে?

৭) মিসেস রাকিবা আনোয়ার (ধানমন্ডী শাখা)-

- আমাদের (সদস্যগণ) কথা বলা/বক্তব্য উপস্থাপনে কাউকে আক্রমণ করে নয় বরং সুন্দর সংযত আচরণে কথা বলা প্রয়োজন।
- আমি ৩০ বছর ধরে সুইড-'র সাথে আছি, থাকব।

৮) জনাব শাহজাহান আলী সরকার (পলাশী ইউনিয়ন শাখা, নামুরী, লালমনিরহাট)-

- 'সুইড'-'র যে সকল শাখা নিয়মতান্ত্রিকভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা করছেনা বা গঠনতন্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করছে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা করা উচিত।
- শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা কেন প্রকাশ বা কার্যকর হচ্ছে না–তা বুঝা যাচ্ছে না। এটা শীঘ্রই কার্যকর হওয়া উচিত।

- পলাশী ইউনিয়ন এলাকায় শাখার জন্য ২ বারে (৫.০৮ ও ৫.১৮ লক্ষ) (বার্ষিক প্রতিবেদন দেখতে হবে)। প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন।

৯) বীর মুক্তিযোদ্ধা শাখাওয়াত হোসেন (দৌলতপুর শাখা)-

- সরকারি নীতিমালার কারণে 'সুইড'-'র স্কুলগুলি দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। সরকারি বেতনভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী এখন আর আমাদের (সুইড কমিটিকে) মানে না। তারা সরকারি ব্যবস্থাপনা কমিটি/ডিসিকে মানে।
- আমাদের বর্তমান দাবী হচ্ছে 'সুইড'-র স্কুলগুলি জাতীয়করণ করা হোক।
- 'সুইড'-র মাধমেই শিক্ষক-কর্মচরীদের সরকারি বেতন-ভাতার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

১০) জনাব শামীম আজাদ (দিনাজপুর শাখা)-

- সরকার থেকে জমি ও ভবন নিয়ে দিনাজপুর শাখার স্কুল কার্যক্রম চলছে। এখানে 'সুইড'-র নামেই 'সাইন বোর্ড' থাকা প্রয়োজন।
- 'সুইড'-র ব্যবস্থাপনায় শাখার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। সবকিছুই 'সুইড' কেন্দ্রীয়ভাবে দেখ-ভাল/তত্ত্বাবধান করবে এটাই বাঞ্ছনীয়।
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে 'সুইড'-র বিশেষ অবদান রাখার জন্য এবং 'সুইড'-র মহাসচিব জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এর সমাজসেবা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং 'সুইড'-র উন্নয়নে কঠোর পরিশ্রম ও সেবাদানের স্বীকৃতি ও বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে 'সুইড'র পক্ষে পুরস্কার লাভ করেছেন– এটা 'সুইড'-'র একটি বিরাট অর্জন। এজন্য মহাসচিবকে অভিনন্দন।

১১) জনাব এনামুল হক (সাতক্ষীরা শাখা)-

- সাতক্ষীরা শাখা স্কুলের জন্য জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় জায়গা পাওয়া গেছে।
- সরকারি-বেসরকারি সকল স্কুলের সাথে 'সুইড'-'র সংযুক্ত সমন্বিত স্কুল (শিক্ষা শ্রেণী) খোলার অনুরোধ করা হলো।
- কেন্দ্রীয়ভাবে সুইড স্কুলের জন্য সরকার থেকে জমি অথবা সরকারি প্রাথামিক/উচ্চ বিদ্যালয়ে 'সুইড'-'র বিশেষ শিক্ষা শ্রেণী বরাদ্দ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

১২) বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম সিদ্দিকী (সাইন বোর্ড, গাজীপুর শাখা)-

- স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য একখণ্ড পতিত খাস জমি পাওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে চেষ্টা করা হচ্ছে। হয়তো পাওয়া যাবে।
- সুইড কেন্দ্রীয়ভাবে যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে সে খবর আগে জানানোর অনুরোধ করা হল– যাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।

১৩) গাজী নজরুল ইসলাম সাবু (চিলমারী শাখা)-

- সুইড স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন নেই– এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট অনুরোধ থাকলো।

১৪) জনাব আব্দুর রউফ (মৌলভীবাজার শাখা)-

- স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য ১৭ শতাংশ জায়গা পাওয়া গেছে। সুইড নতুন কমিটিকে অগ্রীম অভিনন্দন।

১৫) অ্যাড. মায়া ভৌমিক (কিশোরগঞ্জ শাখা)-

- স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য স্থানীয়ভাবে জায়গা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসক স্কুল কার্যক্রমের জন্য ২০,০০০/- টাকা মাসিক অনুদান প্রদান করেছেন।
- কেন্দ্রীয়ভাবে শাখা কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ থাকলো।

অর্থ সচিব জনাব মাহমুদুল হক তাহের আর্থিক প্রতিবেদনে নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত তথ্য ও বাজেট উপস্থাপন করেনঃ

(ক) ২০১৯ সালের সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ২,৯৪,৪০,০০০/- (দুই কোটি চুরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা। এই টাকার উৎস ধরা হয়েছে সুইডের নিজস্ব আয় (সদস্য চাঁদা- ৪,০০,০০০/- টাকা + অনুদান ৩০,০০,০০০/- টাকা + ব্যাংক সুদ ৩,০০,০০০/- টাকা + সিডিরিটি মানি অগ্রীম ২,০০,০০,০০০/-টাকা + ভাড়া ৩৫,০০,০০০/- টাকা ও অন্যান্য ৫,৪০,০০০/- টাকা) ধরা হয়েছে ২,৭৭,৪০,০০০/- (দুই কোটি সাতাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ১৭,০০,০০০/- (সতের লক্ষ) টাকা অনুদান প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সুইড বাংলাদেশের বাজেটেও তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(খ) ২০১৯ সালের সংশোধিত বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ২,৯৪,৪০,০০০/-(দুই কোটি চুরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা। প্রধান কার্যালয়ে সুইডের অর্থায়নে নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা, বিভিন্ন কার্মকাণ্ড পরিচালনা এবং কার্যক্রম ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং বিল্ডিং এর খাতে ব্যয় (সিটি কর্পোরেশনে ট্যাক্স ও খাজনা বাবদ ১২,০০,০০০/- টাকা + মিটিং, সেমিনার ও এজিএম ৫,০০,০০০/- টাকা + বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ২,০০,০০,০০০/- টাকা + ন্যাশনাল স্পোর্টস এন্ড কালচারাল বাবদ ১১,০০,০০০/- টাকা + শাখা পরিদর্শন ২,০০,০০০/- টাকা এবং অন্যান্য বাবদ ২২,৪০,০০০/- টাকা) ধরা হয়েছে ২,৭৭,৪০,০০০/- (দুই কোটি সাতাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর প্রশিক্ষণ ব্যয় ১৭,০০,০০০/- (সতের লক্ষ) টাকা।

(গ) ২০২০ সালের প্রস্তাবিত বাজেটঃ

২০২০ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে আয় ১,০৯,৬৫,০০০/- (এক কোটি নয় লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা। এই টাকার উৎস ধরা হয়েছে সুইডের নিজস্ব আয় (সদস্য চাঁদা ৭,০০,০০০/- টাকা অনুদান ৩০,০০,০০০/- টাকা + ব্যাংক সুদ ৫০,০০,০০০/- টাকা + ভাড়া ৪০,০০,০০০/- টাকা ও অন্যান্য ৭,৬৫,০০০/- টাকা) ধরা হয়েছে ৮৯,৬৫,০০০/- (উননব্বই লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ২০,০০,০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকা অনুদান ধরা হয়েছে।

২০২০ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ১,০৯,৬৫,০০০/- (এক কোটি নয় লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা। প্রধান কার্যালয়ে সুইডের অর্থায়নে নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা, বিভিন্ন কার্মকাণ্ড পরিচালনা এবং কার্যক্রম ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং বিল্ডিং এর খাতে ব্যয় (সিটি কর্পোরেশনে ট্যাক্স ও খাজনা বাবদ ৬,০০,০০০/- টাকা + মিটিং, সেমিনার ও এজিএম ৫,০০,০০০/- টাকা + বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ৫,০০,০০০/-টাকা + ন্যাশনাল স্পোর্টস এন্ড কালচারাল বাবদ ১২,০০,০০০/-টাকা + শাখা পরিদর্শন ২,৫০,০০০/-টাকা এবং অন্যান্য বাবদ ২৯,১৫,০০০/- টাকা) ৮৯,৬৫,০০০/- (উননব্বই লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রশিক্ষণ ব্যয় ২০,০০,০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকা।

সদস্যগণের এ সকল মন্তব্য-প্রস্তাব-সুপারিশসমূহের জবাবে মহাসচিব বলেন-

- মহাসচিবের কাজ ও দায়িত্ব তদারকির জন্য কোন প্রকার মনিটরিং কমিটি গঠনের সুযোগ নেই। সুইড কার্যালয়ে মহাসচিবের প্রশাসনিক স্টাফ বা লোকবল নিয়োজিত আছে ; মহাসচিবকে 'ফুল টাইম' কাজ করারও প্রয়োজন হয় না। তিনি স্বেচ্ছাসেবী ও বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকেন। সুইড কেন্দ্রীয় প্রশাসনে আগেও সরকারী কর্মকর্তা নির্বাচিত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন– এমন উদাহরণ বিগত ৪/৫টি জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে বিদ্যমান আছে-কোন অসুবিধা হয়নি।
- সকল তথ্য জানার অপেক্ষা না করেই ড. সেলিনা আক্তার হাউজ থেকে চলে গেছেন– এটা দুঃখজনক। তবে তার প্রশ্নের জবাবে এ সকল তথ্য ভবিষ্যতের জন্য লিপিবদ্ধ করা হল। পাশাপাশি ড. সেলিনাকেও ধন্যবাদ যে তিনি নতুন জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে অগ্রীম অভিনন্দন জানিয়েছেন, বর্তমান মহাসচিবের কাজ-কর্মের প্রশংসা করেছেন, 'সুইড'-র উন্নয়নে সহযোগিতা করেছেন, 'সুইড'-'র সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন।
- 'সুইড' নামে সকল শাখা স্কুলে 'সাইন বোর্ড' থাকবে। এতে কোন বিভ্রান্তি বা ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। সরকার বা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন যে সকল স্কুলে বেতন-ভাতা প্রদান করছে, সেই সকল স্কুলের নাম চিহ্নিত করার জন্য সরকারী সাইন বোর্ড বানানোর প্রশ্ন উঠেছে– তবে এটা বাধ্যতামূলক বা বিরোধ সৃষ্টির বিষয় নয়। হয়তো কোন কোন শাখার শিক্ষক-কর্মচারী নিজেদের সরকারী স্টাফ মনে করে সুইড স্কুল কমিটির সাথে মতবিরোধ ও বৈরী আচরণ করছে। সরকার বা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন তা মনে করছে না। সুইড নিজ দায়িত্ব থেকেই ঐ সাইন বোর্ড বানানোর তাগিদ দিয়েছে।
- সরকারী নীতিমালা এখনো প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। নীতিমালা নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সংশোধনী দেওয়া হয়েছে। তাতে লাভ নেই, ওটা সরকারেরই এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।
- 'সুইড'-'র স্কুলগুলো সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে, তাতে অসুবিধা নেই। এই কমিটিতে জেলা প্রশাসক অথবা তাঁর প্রতিনিধি সভাপতি অথবা সুইড কমিটির সভাপতিই সরকারী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। অনেক শাখারই স্থানীয় জেলা প্রশাসকগণ স্কুল কার্যক্রমে অর্থ ও জায়গা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করছেন। সুইড লালমনিরহাট শাখাতেও সাহায্য করছেন। সুইড কমিটির পক্ষ থেকেই স্থানীয় জেলা প্রশাসকদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে অর্থ-জমি বরাদ্দ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
- স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার, এমপি প্রত্যেকেই জনপ্রতিনিধি। তারা সাহায্য সহযোগিতার বিনিময়ে 'ঘুষ খান' একথা বলা যাবে না। সরকার ঘোষিত প্রতিবন্ধী ভাতা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অথবা সংশ্লিষ্ট সবার জন্যই ভাতা বা উপ-বৃত্তি দেয়া হচ্ছে।
- সহকর্মী সদস্যগণ পারস্পরিক কথা বা বক্তব্য রাখার সময় সুন্দর আচরণ করবেন– এটা ভাল পরামর্শ, এটাই নিয়ম, রাকিবা আনোয়ারকে ধন্যবাদ।

- ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত শাখা ২০১৬ সালে এসে অনুমোদন পেয়েছে, বেতন-ভাতা হচ্ছে না। এটা ভালো প্রস্তাব যে, শাখা খোলার উদ্যোক্তাদেরও আগে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- নীতিমালা-২০১৮ বের হলেই বেতন-ভাতা হয়ে যাবে– এটা বলা যায় না। নীতিমালা হতে পারে নাও হতে পারে। হলেও সরকারেরই কর্তৃত্ব থাকবে। তবে সুইড এর পক্ষ থেকে অবশিষ্ট স্কুলগুলির শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সরকারের পক্ষ থেকে যদি 'সুইড'-'র স্কুলগুলি পরিদর্শন/তদন্ত করা হয়, তখন যেন তদন্ত প্রতিবেদন ভাল হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে।
- সমন্বিত/একীভূত স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত থাকবে। নিজস্ব স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য স্থানীয়ভাবে চেষ্টা করা হলে নিশ্চয় জায়গা-জমি পাওয়া যেতে পারে।
- শাখা সমূহের পক্ষ থেকে এমপি/মন্ত্রী মহোদয়কে 'কনভিন্স' করে চেষ্টা করা হলে স্থানীয়ভাবে জায়গা-জমি-অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যেতে পারে। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমন্বিত অথবা একীভূত স্কুল খোলার জন্য আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে সহযোগিতা করবো।

অতঃপর সভাপতি, মহাসচিব ও অর্থ সচিব কর্তৃক হাউজে উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক প্রতিবেদন, অডিট রিপোর্ট-২০১৮, সংশোধিত বাজেট-২০১৯ ও প্রস্তাবিত বাজেট-২০২০ সহ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা-২০১৯-২০ মে পর্যন্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় কাউন্সিলরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সকলেই সম্মিলিত কণ্ঠে 'পাশ' 'পাশ' বলে সম্মতি প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্তঃ আলোচ্য সূচী-৩, ৪, ৫ ও ৬ অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯, আর্থিক প্রতিবেদন, অডিট রিপোর্ট, সংশোধনী ও প্রস্তাবিত বাজেট এবং বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা-২০১৯-২০২১ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।

৭. অডিটর নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণঃ

মহাসচিব সভায় অবহিত করেন যে, চলতি বছরে সুইড কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ও শাখা সমূহের অডিট কার্যাদি সম্পন্ন করেছে আহমেদ আখতার কোম্পানী। এর পূর্ববর্তী সময়ে 'সুইড'-র সাথে সংশ্লিষ্ট ও জাতীয় কাউন্সিলর জি. মোস্তফা পূর্বের বছরগুলিতে খুবই কম পারিশ্রমিকে অডিট করে দিয়েছেন। মাঝে দু'বছর (দুই টার্ম) বাদ থাকার পর জি. মোস্তফা এন্ড কোম্পানী আগামী সময়ে অর্থাৎ-২০১৯ সাল থেকে আবার সুইড কেন্দ্রীয় ও শাখাসমূহের অডিট করার জন্য কোটেশন দাখিল করেছে। দু'টি কোম্পানীই 'সুইড'-'র জন্য ভালো। তারা পারিশ্রমিক অপেক্ষা সহযোগিতার দৃষ্টিতে কাজ করেছেন। এখন হাউজের সম্মতিক্রমে অডিটর ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হবে। এ পর্যায়ে হাউজে উপস্থিত সদস্যগণের সম্মিলিতভাবে হাত তুলে জি মোস্তফা কোম্পানীকে নিয়োগের ও তার পারিশ্রমিক হিসেবে গত বছরের সম-পরিমাণ অর্থাৎ ৫০,০০০/- টাকা নির্ধারণের সম্মতি প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্তঃ ৫০,০০০/-টাকা পারিশ্রমিকসহ জি মোস্তফা এন্ড কোম্পানীকে আগামী বছরের (২০১৯-২০২০) অডিটর নিয়োগের প্রস্তাবটি হাউজে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হল।

৮. ২৪তম এশিয়ান কনফারেন্সে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনা।

মহাসচিব উল্লেখ করেন যে, 'AFID'-'র ২৪তম সম্মেলন ২-৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যাবলী বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৫২)। আগ্রহী সদস্যগণ 'রেজিস্ট্রেশন ফি'– সহ সুইড প্রধান কার্যালয়ে নাম পাঠালে 'সুইড ডেলিগেইট তালিকা' কনফারেন্স অর্গানাইজিং কমিটির নিকট পাঠানো হবে। তবে জুন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই নাম পাঠাতে হবে। অন্যথায় লেট ফি/ জরিমানা গুণতে হবে।

বিষয়টি হাউজে সকলের অবগতির জন্য পুনঃ উল্লেখ করা হল। এই অবগতির বিষয়টি সদস্যগণ হাত তুলে গ্রহণ করলেন বলে স্বীকৃত হল।

৯. সভাপতি অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

অন্য কোন বিষয় হাউজে উপস্থাপিত হয় নি।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সদস্যদের ধন্যবাদ এবং ১০ নং এজেন্ডা অনুযায়ী ২০১৯-২০২১ মেয়াদে জাতীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানিয়ে ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১০। জাতীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচন ২০১৯-২০২১ 'সুইড'-'র গঠনতান্ত্রিক বিধান ধারা ৩৯ (২) ও (৩) অনুযায়ী গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন শেষে অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১৯-২০২১ মেয়াদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্যগণের নাম ঘোষণা করা হয়ঃ

সুইড বাংলাদেশ এর জাতীয় নির্বাহী কমিটি (এনইসি) (২০১৯ –২০২১)

ক্রমিক	নাম	পদবী	নির্বাচিত
১.	জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন	সভাপতি	”
২.	জনাব মাহমুদুল হক তাহের	১ম সহ-সভাপতি	”
৩.	জনাব ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া	২য় সহ-সভাপতি	”
৪.	মিসেস দিলারা মোস্তফা	৩য় সহ-সভাপতি	”
৫.	প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ শাহ্ আলম	৪র্থ সহ-সভাপতি	”
৬.	জনাব জোবেরা রহমান লিনু	৫ম সহ-সভাপতি	”
৭.	ডাঃ অজন্তা রাণী সাহা	মহাসচিব	”
৮.	জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির	১ম যুগ্ম-মহাসচিব	”
৯.	ডাঃ মুন্সী মোঃ রেজা সেকেন্দার	২য় যুগ্ম-মহাসচিব	”
১০.	জনাব যোবায়েদুর রহমান	অর্থ-সচিব	”
১১.	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম	সাংগঠনিক সচিব	”
১২.	জনাব সাধন বোস	প্রচার ও প্রকাশনা সচিব	”
১৩.	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	ক্রীড়া সচিব	”
১৪.	মিসেস ইমেলদা হোসেন দীপা	সাংস্কৃতিক সচিব	”
১৫.	জনাব তাহরিন আমান	কল্যাণ ও পুনর্বাসন সচিব	”
১৬	জনাব মোঃ মোসলেম	সদস্য	”
১৭.	মিসেস রাশিদা বেগম	সদস্য	”
১৮.	মিসেস কল্পনা রায় ভৌমিক	সদস্য	”
১৯.	অ্যাড. মাহবুবার রহমান তালুকদার	সদস্য	”
২০.	মিসেস রাশিদা জেসমিন রোজী	সদস্য	”
২১.	জনাব মোঃ ময়নুল ইসলাম রাজা	সদস্য	”
২২.	জনাব মোঃ ইউনুছ আলী	সদস্য	”
২৩.	প্রভাষক আ. ম. প. আনিছুর রহমান	সদস্য	”
২৪.	মিসেস কামরুন্নেছা আশরাফ দিনা	সদস্য	”
২৫.	জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ছুট্টু	সদস্য	”
২৬.	জনাব আবুল কাশেম সানি	সদস্য	”
২৭.	জনাব সালেহ্ মোহাম্মদ	সদস্য	”

সব শেষে বার্ষিক সাধারণ সভার দায়িত্ব পালনরত সভাপতি এবং সুইড বাংলাদেশের সহ-সভাপতি জোবেরা রহমান লিনু হাউজে উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরদের ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সফলভাবে সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও ‘ইফতার’ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে অদ্যকার সভার (এজিএম) সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ মেসলেম)
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ।

(জোবেরা রহমান লিনু)
সভার শেষাংশের সভাপতি
ও
৫ম সহ সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ।

(জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন)
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ।

সুইড-জাঃকাঃএজিএম/২০১৯ (২৬২)/২০১৯-

তারিখ ঃ ২৫/০৫/২০১৯

বিতরণঃ

১। মহাপরিচালক-সমাজসেবা অধিদপ্তর ও নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ।
২। সুইড বাংলাদেশ এর জাতীয় কাউন্সিলের সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।
৩। অফিস নথি।

● জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা ও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত

বর্তমান জাতীয় নির্বাহী কমিটির প্রথম বর্ষে মোট ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহের তারিখ, সময় ও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হল

সভা ও তারিখ	উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অবস্থা
১ম সভা ০৮ জুন, ২০১৯	ক) সভার প্রথম পর্বে নব নির্বাচিত জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন বিদায়ী কমিটির (২০১৭-১৯) উপস্থিত ৩ জন সদস্য জনাব এম এ বাতেন, জনাব মাকসুদ আহমেদ শিকদার, ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধূরী ও পুনঃ নির্বাচিত ৫ম সহ-সভাপতি জনাব জোবেরা রহমান লিনুকে তাঁদের পুরোনো অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কিছু বলার অনুরোধ করলে তাঁরা প্রত্যেকেই নব-নির্বাচিত জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে অভিনন্দন ও 'সুইড'-'র ধারাবাহিক কার্যক্রম ও ভবিষ্যত উন্নয়নে সহযোগিতা করার আশ্বাস জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। খ) নব নির্বাচিত সাংগঠনিক সচিব জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, সদস্য জনাব মোঃ আবুল কাশেম সানি, সদস্য জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ছুট্টু, সদস্য জনাব সালেহ মোহাম্মদ ও সদস্য প্রভাষক আ.ম.প. আনিছুর রহমান জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে 'সুইড'-'র কার্যক্রমে নির্বাহী দায়িত্ব পালনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকার আশ্বাস দেন এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে পারস্পরিক সহযোগিতা কামনা করেন। গ) নব নির্বাচিত মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহার প্রস্তাবক্রমে সুইড বাংলাদেশ এর সার্বিক কার্যক্রম ভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে সহযোগিতা করার জন্য ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও ৫টি সাব কমিটি গঠন করা হয়। ১. নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্রয় বিক্রয় উপকমিটি, ২. প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটি, ৩. ক্রীড়া উপকমিটি, ৪. সাংস্কৃতিক উপকমিটি ৫. কল্যাণ ও পুনর্বাসন উপকমিটি। ঘ) মহাসচিবের প্রস্তাব ও সভাপতির সম্মতিক্রমে সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৯-২০২১ মেয়াদে সুইড উপদেষ্টা কমিটিতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির ৩ জন বিদায়ী সদস্যের নাম (জনাব এম এ বাতেন, জনাব মাকসুদ আহমেদ শিকদার ও ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধূরী) অন্তর্ভুক্তসহ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার আলহাজ্ব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি-কে সভাপতি করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট সুইড উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। 'সুইড'-'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা উক্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ঙ) ২১-২৩ মে 'Inclusion International' এর উদ্যোগে সুইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় যৌথভাবে "Inclusive Employment of the Persons with	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

সভা ও তারিখ	উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অবস্থা
	Intellectual Disabilities" প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজার কিস্বার বায়লিক ও দুজন সহকর্মী ফাতমি ও মেনেল মিহরী-'র ব্যবস্থাপনায় ৮ জন সেলফ অ্যাডভোকেট, অভিভাবক ও সংগঠকবর্গের অংশগ্রহণে সুইড অডিটোরিয়ামে ৩ দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। চ) সুইড বাংলাদেশ এর ৪নং ইস্কাটন গার্ডেনস্থ জমিতে সরকারী অর্থায়নে মালটিপারপাস বহুতল ভবন 'সুইড কমপ্লেক্স' নির্মাণ করা হবে।	স্থাপত্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ইতিমধ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ (জমির পরিমাণ, ডিজিটাল ম্যাপ, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের অনুমতি) সম্পন্ন করা হয়েছে।
২য় সভা ০৩ আগস্ট, ২০১৯	ক) শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে নির্ধারিত ফরমেটে তা লিপিবদ্ধ/রেকর্ড করে রাখা হবে এবং এই তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বছরে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা/'হেলথ চেক-আপ' করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। খ) শিক্ষার্থীর তথ্য বিবরণীসহ 'স্বাস্থ্য পরীক্ষার বই' ছাপানোর ব্যবস্থা করা হবে। গ) 'সুইড' কর্তৃক সরবরাহকৃত 'ID Card'-এ শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারী পরিচয় পত্রের নম্বর উল্লেখ করে স্কুল ভিত্তিক পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে– যাতে ভবিষ্যতে কোন সরকারী হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা কোন বিড়ম্বনা ছাড়াই চিকিৎসা সেবা গ্রহণে যথেষ্ট সহযোগিতা পায়।	
৩য় সভা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	ক) সুইড ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা অরিয়ন-মিডিয়া 'TBS'-'র নিকট ভাড়া দেয়া হয়েছে। এই ২টি ফ্লোরে উঠা নামাসহ ৪র্থ তলা থেকে ৭ম তলা পর্যন্ত 'লিফট' সংযোগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। খ) 'সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এর প্রস্তাবক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, 'সুইড'-'র সকল শাখা স্কুলগুলিতে ভর্তিকৃত ২১ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও আবেগ-উদ্দীপনা, কর্মস্পৃহা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অনুশীলনসহ বৃত্তিমূলক এবং উৎপাদনমুখী কাজ-কর্মের প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজভিত্তিক ও সরকারী-বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ফলে প্রাপ্ত বয়সী শিক্ষার্থীরা ২১ বছরের পর আর বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীতে থাকবে না। প্রথম পর্যায়ে ঢাকাস্থ স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের এইরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এই লক্ষ্যে সুইড ভবনে/সুইড প্রাঙ্গণে 'Vocational & Recreational Training Centre for Pre-employment Skill development'. প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ) 'সুইড'-'র পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় প্রধান কার্যালয়ে ৬ জন প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের (আশরাফ সিদ্দিকী	'TBS'-'র ব্যবস্থাপনায় 'লিফট' সংযোগের প্রস্তুতি চলছে। এই কাজটি বাস্তবায়নকল্পে ইতিমধ্যে অভিভাবক ও সুইড কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভা ও তারিখ	উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অবস্থা
৪র্থ সভা ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯	জিতু, সাজ্জাদুল ইসলাম রাজু, কামরুল হাসান দীপু, নীপা বোস, মোঃ তারেকুল আলম খন্দকার হীরক ও শেখ শাহ আলম রনি) শিক্ষানবিশ অফিস সহায়ক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ক) ২-৬ ডিসেম্বর, ২০১৯, নেপালে অনুষ্ঠিত ২৪ তম 'AFID' সম্মেলনে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট সুইড ডেলিগেশন যোগদান করেছেন। 'সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন 'AFID'-'র 'Immt. Past Prasident AFID' হিসেবে সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন চলাকালে তিনি বাংলাদেশ ও 'AFID' নির্বাহী কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে নেপালের 'রাইট অনারেবল প্রেসিডেন্ট' বিদ্যা দেবী ভান্ডারীর সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের বাগেরহাটের 'ষাট গম্বুজ' মসজিদের 'চিত্রলিপি' উপহার দেন ও 'AFID' এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যসহ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। 'সুইড'-'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা 'সুইড'-'র প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে 'কান্ট্রি পেপার' উপস্থাপন করেন। সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস কল্পনা রায় ভৌমিক সম্মেলনে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে নির্বাচিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সুইড শিক্ষার্থী ও পুনর্বাসিত কর্মী আশরাফ সিদ্দিক জিতু ও প্রজ্ঞা পারমিতা (বৈবাহিক ভাবে পুনর্বাসিত) 'সেলফ অ্যাডভোকেট' হিসেবে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। নৃত্য শিক্ষক অমিত হাসান ও হানিফের পরিচালনায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক দল সম্মেলনে 'ফ্রেন্ডস কালচারাল নাইট' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। 'AFID' এর General Assembly এর সর্বশেষ অধিবেশনে ভোটাভুটিতে বাংলাদেশ AFID এর বোর্ড মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। খ) ১৪-১৮ ডিসেম্বর ALPANA দিল্লী ও ANJALI, ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত দু'টি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবে সুইড সাংস্কৃতিক দল 'অঞ্জলী চ্যাম্পিয়ন' ও 'আলপনা' বিশেষ সাফল্য পুরস্কার সনদ লাভ করেছে। 'আলপনা' অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক বিষয়ক সেমিনারের চেয়ারপারসন ও সাংস্কৃতিক সচিব মিসেস ইমেলদা হোসেন টিম লিডার হিসেবে যোগদান করেন। সাংস্কৃতিক সচিব সভায় অবহিত করেন যে, আলপনা সোসাইটি 'সুইড'-'র সভাপতিকে অনুষ্ঠানে 'সবার সেরা ব্যক্তিত্ব' হিসেবে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে। এই সম্মান 'সুইড'-'র বিশেষ অর্জন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সংগীত শিক্ষক মিসেস মাসুদা খানম কনা (সুইড প্রধান কার্যালয়) ও আনোয়ারা রহমানের (কুষ্টিয়া শাখা) পরিচালনায় ৫-সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক দল ভুবনেশ্বরে-অঞ্জলী অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় স্থানের কৃতিত্ব অর্জন করে। 'সুইড'-'র ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও স্কাউট বিভাগের কো-অর্ডিনেটর জনাব সোহেল	

সভা ও তারিখ	উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অবস্থা
	রানা এবং মৌলভিবাজার শাখার নৃত্য শিক্ষক মিসেস দেবস্মীতা রায়-'র পরিচালনায় দুটি গ্রুপে মোট ১৭ সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক দল দিল্লীতে ALPANA আয়োজিত সম্ভব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সভায় ৩টি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'সুইড'-'র শিক্ষার্থী শিল্পীদের সাফল্য এবং 'আলপনা' কর্তৃক সুইড-'র সভাপতির এই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্তির জন্য সদস্যগণ করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানান।	
৫ম সভা ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	ক) যে সকল শাখা ২ মাস পর পর নির্বাহী কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, অডিট সম্পন্ন করে বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত ও ১৫% সদস্য চাঁদা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা দিয়েছে, সেই সকল শাখাকে সক্রিয় শাখা হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে। খ) যে সকল শাখা 'এজিএম'-'র কাগজপত্র তথা অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক রিপোর্ট, সদস্য চাঁদা ও সদস্য তালিকা পাঠায় কেবল সেই কয়টি শাখাকেই সক্রিয় শাখা হিসেবে চিহ্নিত করে জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় তালিকাভুক্ত করা হবে। গ) যে সকল শাখা কোন কাজ করে না, ডোরমেন্ট/সুপ্ত অবস্থায় আছে সেই সকল শাখাকে 'এজিএম'-এর কোন নোটিশ প্রেরণ করা হবে না, সে সকল শাখা বাতিল বলে গণ্য হবে। ঘ) ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সুইড ভবনের ৭ম তলায় নির্মিত শহীদ জননী রত্নগর্ভা খুরশিদ আরা ও সুইড বাংলাদেশ নাম যুক্ত করে (১ম সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের এর প্রস্তাব মতে) 'মসজিদ'-'র নাম ঘোষণা পুর্বক সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন মসজিদ উদ্বোধন করে মাগরিবের নামাজ পড়ান। নামাজ শেষে মিলাদ পরিচালনা করেন ইস্কাটন গার্ডেন জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মোঃ হাবিব।	
৬ষ্ঠ সভা ৫ জুন, ২০২০	ক) সুইড লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা), সুইড ভবানীগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) এবং সুইড পারমিতা লালবাগ- ৪টি নতুন শাখা অনুমোদিত হয়েছে। খ) করোনা ভাইরাস জনিত পরিস্থিতি সময়কালে সুইড এর ঢাকাস্থ বিভিন্ন শাখা বিদ্যালয় থেকে সংগৃহীত দরিদ্র শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সহকারীদের তালিকা অনুযায়ী তিনবার সূচনা ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে 'এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট' এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রমনা, ল্যাবরেটরী, মিরপুর, ধানমন্ডি, খিলগাঁও, লালবাগ পারমিতা, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার ও গেন্ডারীয়া শাখার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। গ) চলমান ও সংস্কার কাজের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে অর্থ সংকটের কারণে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সাথে ৭ম তলার মসজিদের অবশিষ্ট কাজ ও 'সুইড বকুলমামুন মালটিপারপাস এরিনা' এর থাই, গ্রীল ও টাইলস স্থাপন শেষ করা সম্ভব হয়নি। এখন অর্থের ব্যবস্থা হলে আশা করা যায় শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। সবকিছুর আগে মসজিদের কাজ শেষ করা হবে।	শাখা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় শাখা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

• সাব-কমিটিসমূহের সভা

জাতীয় নির্বাহী কমিটির প্রথম প্রান্তিকে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১. ম্যানেজমেন্ট কমিটির ১৩ টি, ২. ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাব-কমিটির ৬টি, ৩. নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষণ কমিটির ১০টি, ৪. কল্যাণ ও পুনর্বাসন কমিটি ১ টি, ৫. স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

• শাখাসমূহ পরিদর্শন

গাইবান্ধা, রামচন্দ্রপুর, রংপুর, কাউনিয়া, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম-নাগেশ্বরী, ভিতরবন্ধ, তেতুলিয়া, সিপাহীহাট, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ছোটখাতা, বড়খাতা, পলাশী, নামুরী, দশমিনা, বাউফল, ঝালকাঠি, গলাচিপা, পটুয়াখালী, সিরাজগঞ্জ, মুধুপুর, নাগরপুর, আউশনারা, জামালপুর সরিষাবাড়ী, ভুয়াপুর, গোবিনদাসি, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ-বাজিতপুর, সিলেট, ব্রাহ্মাণবাড়ীয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বাগজানা, আমবাটী, চককালিকাপুর, নীলফামারী, জয়পুরহাট, মহাস্থানগড়, শাখারঞ্জ, ভোলা, চরফ্যাশন, বোরহান উদ্দিন, দৌলতখান, লালমোহন, শিবপুর শাখাসমূহ পরিদর্শন করা হয়।

• নতুন শাখা উদ্বোধন

চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, লক্ষ্মীপুর, ভবানীগঞ্জ, পারমিতা লালবাগ ও কটিয়াদী শাখা উদ্বোধন।

৩. জাতীয়-আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

৩.১ আন্তর্জাতিক ইয়োগা দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে সুইড বাংলাদেশ এর অংশগ্রহণ

ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ২১ জুন ২০১৯ তারিখে জাঁকজমকপূর্ণভাবে **'আন্তর্জাতিক ইয়োগা দিবস-২০১৯'** অনুষ্ঠিত হয়। দিবসে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ভারতীয় হাই কমিশনার **জনাব রিভা গাঙ্গুলী দাস**, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **জনাব আসাদুজ্জামান খান**, পররাষ্ট্র মন্ত্রী **জনাব এ.কে আব্দুল মোমেন**, নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী **জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী**। এছাড়া চলচ্চিত্রের কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী, মডেল তারকা ও স্বর্ণ বিজয়ী কয়েকজন ক্রীড়াবিদ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক দল মিউজিকের তালে অসাধারণ যোগ ব্যায়াম পরিবেশন করেন।

সুইড বাংলাদেশ এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও স্কাউটিং বিভাগ) **জনাব সোহেল রানার** নেতৃত্বে ও সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক **জনাব মোঃ ফজলুল করিম রোকনীর তত্ত্বাবধানে** ৩৫জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন।

৩.২. ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

১৫ আগস্ট, ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বেলা ১১:০০ টায় সুইড অডিটোরিয়ামে আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। 'সুইড'-'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাঙ্গালী জাতির অধিকার আদায় ও স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে ৭১-'র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রাপ্তির কথা তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শুরু করেন।

জাতীয় শোক দিবসের প্রধান আলোচক সুইড বাংলাদেশ এর ১ম সহ-সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন- বঙ্গবন্ধু সারা জীবনের সংগ্রামী চেতনা ও রাজনৈতিক আদর্শের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমগ্র বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে '৭১'-'র মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদদের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছেন– তা হয়তো সম্ভব হতো না, যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হত। তিনি ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের শোককে দেশ গড়ার শক্তিতে রূপান্তর করে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে, বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাৎ কামনা করে আলোচনা পর্বের সমাপ্তি করেন। মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা-সাংস্কৃতিক সচিব মিসেস ইমেলদা হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সচিব জনাব সাধন বোস, ১ম যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির, নির্বাহী সদস্য মিসেস রাশিদা জেসমিন রোজী, সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের এবং সুইড রমনা, গেন্ডারীয়া, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার শাখা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকগণ দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন গেন্ডারীয়া শাখা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুর রাজ্জাক ও উইলস লিটল ফ্লাওয়ার শাখার প্রধান শিক্ষক জনাব মাওলানা মোঃ ইয়াকুব আলী।

৩.৩. বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মহাপ্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন

৩১ আগস্ট, ২০১৯ বিকেল ৩:০০ টায় সুইড মিলনায়তনে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-'র ৭৮ তম ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ৪৩ তম মহাপ্রয়াণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শুরুতেই সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীদের "আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে" এবং "খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে" (ধীর লয়ে) গান ও নৃত্য ছন্দে জাতীয় কবিকে স্মরণীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' নিবেদন ও 'সুইড'-'র এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে স্বীয় মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। মাঝে সুইড গেন্ডারীয়া শাখা স্কুলের শিক্ষার্থীদের 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' (৪ জন) ও সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের ছোট মনি শিল্পীদের "মোমের পুতুল মোমের দেশের মেয়ে নেচে যায়" গানে গানে দলীয় নৃত্য উপভোগ করে এই বিশেষ 'বাচ্চাদের' (সন্তানদের) নৃত্য-সঙ্গীতের 'তাল-লয়ে'-'র অনুসরণযোগ্যতা ও সক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে 'সুইড'-'র পরিচালক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম প্রধান অতিথি মিসেস ফেরদৌস আরাকে 'সুইড' আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত বিষয়ক বিচারক হিসেবে একাধিকবার উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন ও আজকের উপস্থিতির জন্য 'সুইড'-'র পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে সাদর সম্ভাষণ ও বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে 'সুইড'-'র বিশেষ শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা "আমরাও পারি" এবং 'We Shall Over Come' এই স্বপ্ন নিয়ে ওরা 'সুইড'-'র বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ লাভ এবং ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিকস স্বর্ণ পদক ও ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ফেস্টিভাল পুরস্কার সনদ জয় করে বাংলাদেশের গৌরব উজ্জ্বল করেছে– এই সাফল্য ঘোষণা করে আজকের অনুষ্ঠানে "আগুনের পরশমনি ছোয়াও প্রাণে" এবং "জয় হোক, জয় হোক, সত্যের জয় হোক, সাম্যের জয় হোক, শান্তির জয় হোক" গানে গানে বিশ্ব কবি ও জাতীয় কবিকে স্মরণ করে দু'পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

'সুইড'-'র ২য় সহ-সভাপতি জনাব ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া-'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথিকে বিশেষ শিশু রিমির হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। নীপা বোস ও অন্নির সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়।

সাংস্কৃতিক সচিব মিসেস ইমেলদা হোসেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি ও আমন্ত্রিত সকল অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কবি গুরুর মহাপ্রয়াণ দিবস ৬ আগস্ট/২২ শ্রাবণ এবং জাতীয় কবির ২৯ আগস্ট/ ১৪ ভাদ্র আমরা ঈদের ছুটিতে স্কুল বন্ধ থাকায় পালন করতে পারিনি– আজ করছি এবং 'আমরা খুবই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ যে, আমাদের বিশেষ শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানে দেশের একজন খ্যাতনামা নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা আপা উপস্থিত আছেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে 'সুইড'-'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা বলেন-'সুইড'-'র বিশেষ শিক্ষার্থীরা (NDD প্রতিবন্ধী) শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, স্কাউট ও দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিশেষ অবদান সম্পর্কে জানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণেরও সক্ষমতা অর্জন করে থাকে। ওরা ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিকস স্বর্ণ পদক, সাংস্কৃতিক পুরস্কার জয় করে বাংলাদেশের গৌরব উজ্জ্বল করতে পারে।

সভাপতি জনাব ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া অনুষ্ঠানের সমাপনি বক্তব্যে প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই বিশেষ শিশু/শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবার আসবেন এদেরকে উৎসাহিত করবেন ; কারণ আপনারা গুণিজন-বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওদের মাঝে উপস্থিত পেলে আমরা যেমন অনুপ্রাণিত হই তেমনি ওরাও খুব আনন্দিত হয়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভে "আমায় নহে গো ভালবাস শুধু ভালবাস মোর গান..." জাতীয় কবির এই গানের প্রথম ১ লাইন গেয়ে সুরের মূর্ছনায় মিলনায়তনে উপস্থিত সবাইকে আবিষ্ট করে বলেন 'সুইড'-'র এই বিশেষ শিক্ষার্থী শিল্পীদের আমি ভালবাসি ওদের অনুষ্ঠানে আমি আসি, ওরা খুশি হয়, আমি আনন্দিত হই। ওরা অনেক কিছুই পারে। গানের তাল-লয়, নৃত্যের মুদ্রায় সংযোগের বিচ্যুতি নেই। ওদের অভিনন্দন জানাই। তিনি সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সাথে নীপা বোসের পছন্দের 'We Shall Over Come' গানটি গেয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সাংস্কৃতিক পর্বের পরিচালনায় ছিলেন সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক (নৃত্য বিভাগ) অমিত হাসান ও গেন্ডারীয়া স্কুলের সংগীত শিক্ষক (খণ্ডকালীন) তাহমিনা আখতার কনা।

সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক শিম্মী সামাদ।

৩.৪. ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন

১১ নভেম্বর, ২০১৯, ১২ রবিউল আওয়াল, ১৪৪১ হিঃ রোজ সোমবার বেলা ১১:০০টায় সুইড অডিটোরিয়ামে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আলোচনা ও মিলাদ মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার ও সুইড উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

'সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন প্রধান অতিথিকে 'সুইড'-'র একজন ঘনিষ্ঠ স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে এবং তাঁর অনেক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও মিলাদ মাহফিলে উপস্থিতির জন্য স্বাগত ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। মাননীয় প্রধান অতিথি 'সুইড'-'র শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিবছরের ন্যায় নবীজী (সঃ) এর ১২ই রবিউল আওয়ালে জন্ম ও ওফাত দিবস স্মরণ করে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজনকে প্রসংশা করে শুভেচ্ছা বক্তব্যে নবীজীর (সঃ) জীবনাদর্শ এবং মৃত্যুর ৩ দিন আগে ভীষণ অসুস্থতা ও মৃত্যু মুহূর্তের পূর্বক্ষণে সকল উম্মতের উদ্দেশ্যে নবীজীর (সঃ) অছিয়ত 'নামাজ, নামাজ এবং নামাজ' উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সদস্য-মাতা-পিতা-অভিভাবক-শিক্ষকদের সহিশুদ্ধ রূপে নামাজ আদায় করার অনুরোধ জানান। তিনি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নিস্পাপ-মাসুম বাচ্চা অভিহিত করে ওদের কল্যাণে ও শান্তি কামনা এবং ওদের মোনজাতের হাতের মাধ্যমে দোয়া কবুল করার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা নিবেদন করে মোনাজাত পরিচালনা করেন।

সুইড গেন্ডারীয়া শাখার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সুইড নারায়ণগঞ্জ শাখার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মোঃ ফজলুল আমীন ও সুইড উইলস লিটল ফ্লাওয়ার শাখার প্রধান শিক্ষক মাওলানা ইয়াকুব আলী মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন।

জাতীয় নির্বাহী কমিটির ১ম সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের, অর্থ সচিব জনাব যোবায়েদুর রহমান মিলন, সাংগঠনিক সচিব জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সচিব জনাব সাধন বোস, সাংস্কৃতিক সচিব মিসেস ইমেলদা হোসেন দীপা, নির্বাহী সদস্য অ্যাড. মাহবুবার রহমান তালুকদার ও নির্বাহী সদস্য মিসেস রাশিদা জেসমিন রোজী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠানের সংবাদ চিত্র জাতীয় খবরে প্রচারিত হয়েছে।

জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবর্গ, সুইড র‍্যাবরেটরী মডেল স্কুল, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার, রমনা শাখা, গেন্ডারীয়া শাখা, ধানমন্ডি শাখার শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

৩.৫. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

১০ ডিসেম্বর '১৯ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর উদ্যোগে ও 'ইউএনডিপি'-'র সহযোগিতায় প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে মানবাধিকার দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি-'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মাননীয় বিশেষ অতিথি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক, এমপি বিশেষ অতিথি জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আমন্ত্রণে এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সর্বশেষে মাননীয় প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩.৬. 'আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০২০' উদ্‌যাপন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

২৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ রোজ শনিবার তারিখে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকায়, 'আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০২০' উপলক্ষে একটি জাতীয় কর্মসূচির আয়োজন করে। এবারের 'আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০২০' এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'মানুষ, ধরিত্রী, সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য শিক্ষা'। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন: ডা. দীপু মনি এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রধান আলোচক: ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি, আলোচক: জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মুনসী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সম্মানিত অতিথি: মিজ বিয়াট্রিস কালদুন, হেড অব অফিস এন্ড ইউনেস্কো রিপ্রেজেনটেটিভ টু বাংলাদেশ, সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং সেক্রিটারি জেনারেল (বিনসিইউ)। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) এর আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস-২০১৯ এর প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে (Promoting the Participation of Persons with Disabilities and their leadership) ধারণ করে সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, জনাব মাহমুদুল হাসান, নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল আলম খন্দকার এবং সুইড বাংলাদেশের টুইড হোম এর শিক্ষার্থী রাজু, রনি, জনি, হীরক, আবির, তুহিন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথি এবং আলোচকগণ মুজিব বর্ষ ২০২০-২০২১ এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব এবং উপলক্ষ্যকে তুলে ধরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল, মননশীল, সৃজনশীল, সময়োপযোগী কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার সংগঠিত প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণের ফলে যে প্রভাব বা ফলাফল প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় তা হল ' মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, উৎকর্ষ সাধন এবং তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হবে যা আমাদের বিশেষ শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং আন্তনির্ভরশীল জীবন ও দেশ গঠনে সকলের সমবেত অংশগ্রহণ টেকসই লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়নে উন্নত থেকে উন্নততর সহায়ক হবে।

৩.৭. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাদু উৎসব-২০১৯ এ অংশগ্রহণ ঃ

৩০ ডিসেম্বর, রোজ শনিবার ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী জাদুশিল্পী পরিষদ এর আয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাদু উৎসব-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে: **কে এম খালিদ এমপি**, প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন**, সভাপতি, সুইড বাংলাদেশ। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাদু উৎসব-২০১৯ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাদুশিল্পী এ এইচ রানা। সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক জনাব মাহমুদুল হাসান। এই অনুষ্ঠানে সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা করেন যেখানে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের একনিষ্ঠ সংগ্রামী ভূমিকার কথা প্রকাশ পায়।

৩.৮. বার্ষিক মিলাদ মাহফিল

২৮ জানুয়ারি ২০২০ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সুইড মিলনায়তন(আলমগীর এম এ কবির মিলনায়তন)-এ হাজী ছৈয়দ আহম্মদ ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় সুইড বাংলাদেশের 'বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ মাহফিলে হাজী সৈয়দ আহমেদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, সুইড বাংলাদেশের নির্বাহী কর্মকর্তা, সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল, সুইড রমনা শাখা, সুইড গেণ্ডারিয়া, সুইড ধানমণ্ডি, সুইড খিলগাঁও, সুইড মিরপুর ও সুইড উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মিলাদ মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সুইড বাংলাদেশের সভাপতি জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন। মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন গেন্ডারীয়া শাখার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক।

৩.৯. সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বাণী বন্দনা

২৯ জানুয়ারি ২০২০ বুধবার সকাল ১১ টায় সুইড মিলনায়তন (আলমগীর এম এ কবির মিলনায়তন) এ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে 'বাণী বন্দনা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে মঞ্চে সরস্বতী মূর্তি স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা। বক্তব্য রাখেন সুইড বাংলাদেশের ১ম সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের। সুইড বাংলাদেশের নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সুইড বাংলাদেশের ঢাকাস্থ বিভিন্ন শাখার শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। শেষে শিক্ষার্থী শিল্পী ও শিক্ষকবৃন্দ সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

৩.১০. ভালোবাসা ভ্রমণ

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সকাল ৮টায় সুইড বাংলাদেশ ঢাকাস্থ বিভিন্ন শাখার ২৩ জন শিক্ষার্থী ও ৪ জন শিক্ষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক(গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ) সালমা আহমেদ এর উদ্যোগে 'ভালোবাসা ভ্রমণে' অংশগ্রহণ করে। সকাল ৮টায় সুইড বাংলাদেশ, ৪/ এ ইস্কাটন গার্ডেন থেকে বাসে যাত্রা করে সকাল ৯-৩০টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ, দুপুরের খাবার, নাস্তা শেষে বেলা ২-৩০টায় দলটি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

৩.১১. মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শুক্রবার সকাল ৯ টায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুইড বাংলাদেশ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। সকাল ৯ টায় পতাকা উত্তোলন এবং অর্ধনমিত রাখার মাধ্যমে অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সুইড বাংলাদেশের সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব ডা: অজন্তা রানী সাহা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জনাব সাধন দাশ ও নির্বাহী কমিটি সদস্য রাশেদা জেসমিন রোজী। এর পর শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সুইড বাংলাদেশের নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, অভিভাভক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ। এই পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণে একটি শোক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহাসচিব ডা: অজন্তা রানী সাহা, ১ম সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের ও বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী নাসিম খান, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্গীত শিক্ষক মাসুদা খান কনার পরিচালনায় সমবেত কণ্ঠে 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি ---' গানটি পরিবেশন করে সুইড বাংলাদেশের শিক্ষার্থীবৃন্দ । অনুষ্ঠানে মহান একুশে উপলক্ষে একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন মহাসচিব ডা: অজন্তা রানী সাহা ও সুইড বাংলাদেশের শিক্ষার্থী – প্রজ্ঞা পারমিতা রায়। সুইড বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীত পরিবেশন করে রাজিব, একক নৃত্য পরিবেশন করে প্রজ্ঞা পারমিতা রায়। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন নৃত্য শিক্ষক অমিত হাসান। তবলা সহযোগিতা ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন স্কাউট লিডার সোহেল রানা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়।

৩.১২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) আয়োজিত মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উপলক্ষে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সকাল ৯:০০ টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) মিলানায়তনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মন্ত্রণালয়। এই প্রতিযোগিতায় সুইড বাংলাদেশের ৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সুইড বাংলাদেশের একজন শিক্ষার্থী প্রজ্ঞা পারমিতা রায় ৩য় স্থান অর্জন করে এবং বাকী ৩ জন শিক্ষার্থী শুভেচ্ছা পুরস্কার ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সঙ্গীত শিক্ষক মাসুদা খানম কনা অংশগ্রহণ করেন।

৩.১৩. মুজিববর্ষ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

৯ মার্চ ২০২০ সোমবার বেলা ১১ টায় সুইড প্রধান কার্যালয়ে মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সুইড বাংলাদেশের ঢাকাস্থ বিভিন্ন শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন লক্ষণ কুমার সূত্রধর। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৩.১৪. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ২০২০

সুইড বাংলাদেশে ১৭ মার্চ ২০২০ মঙ্গলবার সকাল ৯ঃ৩০ টায় 'সুইড মঞ্চ', ৪ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন– সুইড বাংলাদেশের সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, ১ম সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের, মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, প্রচার ও প্রকাশনা সচিব জনাব সাধন বোস, সাংস্কৃতিক সচিব জনাব ইমেলদা হোসেন দিপা, জাতীয় নির্বাহী কমিটি সদস্য জনাব রাশিদা বেগম, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব রাশিদা জেসমিন রোজী, পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, অফিস সহায়ক নিপা বোস ও সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের ছাত্র জিহান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেত কণ্ঠে 'শোন একটি মুজিবুরের থেকে লক্ষ মুজিবুরের কণ্ঠ--- ' গানটি পরিবেশিত হয় এর পর একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুইড বাংলাদেশের অফিস সহায়ক নিপা বোস ও সঙ্গীত শিক্ষক মাসুদা খানম কণা। তবলায় সহযোগিতা করেন আসিক জান্নাত রূপম ও সোহেল রানা। অনুষ্ঠান দুপুর ১ টা পর্যন্ত চলে। অনুষ্ঠান শেষে জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার মাঝে কেক ও কমলা বিতরণ করা হয়।

৪. বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কর্মশালার আয়োজন

সুইড বাংলাদেশের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমকে সারা দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনসমূহকে সম্পৃক্ত করে কর্মশালার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ও ইতিমধ্যে কয়েক জেলায় এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়:

নরসিংদীঃ

২৭ আগস্ট ২০১৯ রোজ মঙ্গলবার সুইড বাংলাদেশ প্রধান কার্যালয়, নরসিংদী জেলা প্রশাসন এবং সুইড বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, নরসিংদী এর যৌথ আয়োজন এবং সার্বিক সহযোগিতায় নরসিংদী সার্কিট হাউজে **''নিউরো ডেভলপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটিস''** বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন, জেলা প্রশাসক, নরসিংদী**। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, 'প্রতিবন্ধীরা দেশের বোঝা নয়। তাদের উপযুক্ত বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা যায়'। তিনি আরও বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা মিসেস সায়েমা ওয়াজেদ পুতুল অটিস্টিক শিশুদের উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। সরকার এই বিষয়ে অনেক আন্তরিক এবং আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।' জেলা সমাজসেবা অফিসের সহকারী পরিচালক জনাব নঈম জাহাঙ্গীর এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালটেন্ট ডা. মো আশরাফুল আলম কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন নরসিংদী সুইড বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়'র সহ-সভাপতি ডা. আবু কাউসার সুমন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **ডা. অজন্তা রানী সাহা, মহাসচিব, সুইড বাংলাদেশ** এবং ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. সৈয়দ আমীরুল হক শামীম। উক্ত কর্মশালার **মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. অজন্তা রানী সাহা, মহাসচিব, সুইড বাংলাদেশ**। সুইড বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় থেকে কর্মশালাটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মাহমুদুল হাসান, সিনিয়র হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা জনাব মীর জহিরুল ইসলাম, জনাব শাহ আলম এবং জনাব লোকমান হোসেন। নরসিংদী জেলার বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী ২৪টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ৫টি বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় এবং ৮টি কলেজ এর প্রতিনিধি উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। কর্মশালা শেষে সুইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সকলকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

ভোলাঃ

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রোজ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় সুইড বাংলাদেশ ও ভোলা জেলা প্রশাসন এর যৌথ আয়োজনে ভোলা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে "নিউরো ডেভলপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটিস" বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন **জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক**, জেলা প্রশাসক, ভোলা। উক্ত কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন **ডা. অজন্তা রানী সাহা**, মহাসচিব, সুইড বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম**, সাংগঠনিক সচিব, সুইড বাংলাদেশ, **অ্যাডভোকেট মাহবুবার রহমান তালুকদার**, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, সুইড বাংলাদেশ। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ভোলা। সুইড বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় থেকে কর্মশালাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ছিলেন জনাব মীর জহিরুল ইসলাম, সিনিয়র হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ভোলা জেলার জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিনিধি, বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় এ কর্মরত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্কুল-কলেজ এর প্রতিনিধিগণ। উল্লেখ্য যে, এই কর্মশালায় সরকারী ৮টি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারীভাবে ১০টি প্রতিষ্ঠান এবং সুইড বাংলাদেশের ভোলা জেলার বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহ অংশগ্রহণ করে। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী সকলকে সুইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

ঝালকাঠি

০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রোজ শনিবার বিকাল ৩.৩০ টায় সুইড বাংলাদেশ ও ঝালকাঠি জেলা প্রশাসন এর যৌথ আয়োজনে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসন কার্যালয় এর সম্মেলন কক্ষে **''নিউরো ডেভলপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটিস''** বিষয়ক জনসচেতনতামূলক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **জনাব মোঃ জোহর আলী**, জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি। উক্ত কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন **ডা. অজন্তা রানী সাহা**, মহাসচিব, সুইড বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **জনাব ফতিমা ইয়াসমিন**, পুলিশ সুপার, **জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম**, সাংগঠনিক সচিব, সুইড বাংলাদেশ, **অ্যাডভোকেট মাহবুবার রহমান তালুকদার**, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, সুইড বাংলাদেশ। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আরিফুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঝালকাঠি। সুইড বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় থেকে কর্মশালাটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য ছিলেন জনাব মীর জহিরুল ইসলাম, সিনিয়র হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ঝালকাঠি জেলার জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিনিধি, ঝালকাঠি জেলার বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এর প্রতিনিধি ও শিক্ষক-কর্মচারী। উল্লেখ্য যে, এই কর্মশালায় সরকারী ৪ টি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সুইড বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলার ২টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহ অংশগ্রহণ করে। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী সকলকে সুইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সনদপত্র বিতরণ করা হয় এবং এই কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত তথ্যাবলী বাংলাদেশ টেলিভিশন'র খবর এ প্রচার করা হয়।

নীলফামারী ঃ-

২২ অক্টোবর ২০১৯ রোজ সোমবার সকাল ১০:০০ টায় সুইড বাংলাদেশ ও নীলফামারী জেলা প্রশাসন এর যৌথ আয়োজনে নীলফামারী জেলা প্রশাসন কার্যালয় এর সম্মেলন কক্ষে **''নিউরো ডেভলপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটিস''** বিষয়ক জনসচেতনতামূলক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী, জেলা প্রশাসক নীলফামারী। সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুইড'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, সাংগঠনিক সচিব জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, সুইড দিনাজপুর শাখার সভাপতি জনাব আজহারুল আজাদ জুয়েল, দিনাজপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক স্কুলের শিক্ষিকা লাভলী আজাদ লিজা। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, মহাসচিব, সুইড বাংলাদেশ। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নীলফামারী জেলার জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিনিধি, বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় এ কর্মরত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্কুল-কলেজ এর প্রতিনিধিগণ। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী সকলকে সুইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সনদপত্র বিতরণ করা হয় এবং এই কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত তথ্যাবলী বাংলাদেশ টেলিভিশন'র খবর এ প্রচার করা হয়।

৫. সেমিনার ও সম্মেলন আয়োজন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

৫.১. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ এর অফিসে সভা অনুষ্ঠিত ঃ

২৮-০৫-২০১৯ তারিখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ এর অফিসে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন- সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

৫.২. সুইড বাংলাদেশ ও পি কে এস এফ-এর মধ্যে যৌথ চুক্তি সংক্রান্ত সফল আলোচনা

১১-০৬-২০১৯ তারিখে আগারগাঁও পি কে এস এফ, এর প্রধান কার্যলয়ে সুইড বাংলাদেশ ও পি কে এস এফ-এর মধ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পি কে এস এফ -এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল করিম, সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির ও পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম। উক্ত সভায় সুইড বাংলাদেশ ও পি কে এস এফ-এর মধ্যে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনার বিষয়ে যৌথ চুক্তি সংক্রান্ত সফল আলোচনা হয়।

৫.৩. "এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট"-এর ১০ম সভায় অংশগ্রহণ

১২-০৬-২০১৯ তারিখে নিউরো-ডেভেলেপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটিস (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট-এর ভবনে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টে-এর ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব জোয়েনা আজিজ। জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এর প্রতিনিধি হিসেবে সভায় অংশগ্রহণ করেন সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

৫.৪. এডাব এর আয়োজনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র সম্মেলন কক্ষে, "বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় সুশাসন" বিষয়ক এক মতবিনিময় সভার অংশগ্রহণ ঃ

২৫ জুন ২০১৯ রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৩:০০ টায় এডাব এর আয়োজনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র সম্মেলন কক্ষ, প্লট-ই-১৩/বি, আগাঁরগাও, শেরে বাংলানগর ঢাকা "বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় সুশাসন" বিষয়ক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেএম আব্দুস সালাম, মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোকেয়া কবির, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ও সাবেক চেয়ারপারসন, এডাব, আব্দুল মতিন, পরিচালক, সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন) ও সাবেক চেয়ারপারসন, এডাব। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জয়ন্ত অধিকারী, চেয়ারপারসন এডাব এবং সভার ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন একেএম জসিমউদ্দিন, পরিচালক, এডাব। এই আলোচনা সভায় বিভিন্ন এনজিও সংস্থার নির্বাহী বোর্ড কমিটির সদস্য এবং নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মাহমুদুল হাসান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী) অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন "বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় সুশাসন" সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং এর কার্যকরী ফলাফল পাওয়ার জন্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী সদস্য, প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং যাদের জীবন-মান পরিবর্তনের জন্য প্রতিটি এনজিও সংস্থা কাজ করে থাকে তাদের ভিতর যোগসূত্র স্থাপন করে আজকের বিষয়ের উপর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র ও এডাব যৌথভাবে একটি জরিপ পরিচালনা করতে পারে। এর মাধ্যমে বর্তমান সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করে তা ভবিষৎ সুশাসনের পথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে। উক্ত ধারণাপত্রে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিওর ক্ষেত্রে সুশাসন বলতে এনজিও'র বা সংস্থাসমূহের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক পরিচালনা ব্যবস্থাকে বুঝায়। একটি সংস্থায় সুশাসন তখনই বাস্তবায়ন হবে যখন উক্ত সংস্থায়–

- সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের কার্যকরী ব্যবস্থা থাকবে।
- মানব সম্পদের ব্যবহার হবে ন্যায্য, মানবিক এবং সমতাপূর্ণ।
- সমগ্র পরিচালনা ব্যবস্থাটি হবে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক।

৫.৫. "SDG: Climate Change & Human Rights" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

২৭ জুন ২০১৯ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ইউএনডিপি এর সহায়তায় সকাল ১০.৩০ টায় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁ হোটেল এ সকাল ১০.৩০ টায় "SDGs: Climate Change & Human Rights" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় । সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনিসুল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মাহমুদুল হাসান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী) অংশগ্রহণ করেন।

৫.৬. জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ঃ

৩০ জুন, ২০১৯ জাতীয় সংসদে বাজেট, ২০১৯-২০ অধিবেশন পাশ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে 'প্রতিবন্ধী খাতে অর্থ বরাদ্দের পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রতিক্রিয়া' বিষয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (NFOWD) এর উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের হল রুমে প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি জনাব সাঈদুল হক চুন্নু-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কনফারেন্সে 'মূল প্রবন্ধ' উপস্থাপন করেন ফোরামের মহাসচিব ড. সেলিনা আখতার। প্রবন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও তার সরকার প্রতিবন্ধী বান্ধব উল্লেখ করে প্রতিবন্ধী খাতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ ও প্রতিবন্ধী বিষয়ে কর্ম-পরিকল্পনাহীন এবং এই জাতীয় বাজেট প্রণয়নে ফোরামের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত/আলোচনা প্রস্তাবের সুযোগ রাখা হয়নি বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের করুণা নয় বরং অধিকারভুক্ত রেখে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবী করা হয়েছে। এই দাবীগুলোর মধ্যে নিম্নরূপ সুপারিশ উল্লেখযোগ্যঃ

- দেশের ১.৬০ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষদের (সকল ধরনের) দেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় সম্পৃক্ত করা;
- প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আরো ৫টি বিএসএড ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা;
- দেশের প্রতি বিভাগে ১টি করে প্রবীণ প্রতিবন্ধী নিবাস নির্মাণ করা;
- সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা ও সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি নিশ্চিৎ করা;
- দেশের কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিৎ করা;
- প্রতিবন্ধী ভাতা/উপ-বৃত্তির পরিমাণ ৮০০/-টাকা থেকে মাথা পিছু ১০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দোর গোড়ায় তাদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা;

এ সকল প্রস্তাবিত সুপারিশমালার আলোকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সুইড বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও অ্যাডভোকেট দিলীপ কুমার।

'সুইড'-'র পরিচালক সারাদেশে সুইড পরিচালিত পাঁচ শতাধিক বিশেষ বিদ্যালয়গুলি সরকারী অর্থায়নের আওতাভুক্ত করে জাতীয় বাজেটে চাহিদা মাফিক অর্থ বরাদ্দ 'NDD Protection Trust' কার্যক্রম বাস্তবায়ন, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে 'SDG'-'র/টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রায় একীভূত করে সম-অধিকার ও সম-সুযোগ নিশ্চিত করে তাদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ও জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশগ্রহণ, উপযোগী কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও একীভূত সমাজ বিনির্মাণের দাবী সমূহ পূরণ এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ করেন।

এ অনুষ্ঠানে সুইড'-'র উপ-পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ) জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

৫.৭. জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সুইড বাংলাদেশ এর অংশগ্রহণ

৩০ জুন, ২০১৯ রোজ রবিবার জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর আয়োজিত অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল থেকে বাছাইকৃত খেলোয়ারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে সুইড বাংলাদেশ এর ঢাকাস্থ শাখাসমুহের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া ও যুব মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহ্সান রাসেল, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া ও যুব মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ।

সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর।

উক্ত প্রতিযোগিতায় সুইড বাংলাদেশ পরিচালিত রমনা, খিলগাঁও, মিরপুর, গেন্ডারীয়া ও ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে ৬টি প্রথম, ২টি দ্বিতীয় ও ৩টি তৃতীয় মোট ১১টি পুরস্কার লাভ করে। অংশগ্রহণকারী সকল ক্রীড়াবিদদের শুভেচ্ছা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সুইড বাংলাদেশ এর ক্রীড়া সচিব মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলা উপভোগ করেছেন।

৫.৮. 'সুইড বাংলাদেশ' আয়োজিত 'হেলথ ক্যাম্পে' সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণঃ

২১ জুলাই ২০১৯ বিকেল ৩:০০টা-৫:০০টা পর্যন্ত 'সুইড'-'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহার আয়োজনে সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য 'হেলথ ক্যাম্প' আয়োজন করা হয়। উক্ত 'হেলথ ক্যাম্প'-এ ফার্মেসিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কর্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

মহাসচিব মহোদয়ের আমন্ত্রণে স্বীয় কর্মস্থল সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ মোঃ তানজীরুল ইসলাম ও ডাঃ লাবণী আক্তার 'হেলথ ক্যাম্পে' চিকিৎসা প্রদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে উনারা সুইড স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির সদস্য। এ সময় 'চাইল্ড ফাউন্ডেশন'-'র চেয়ারম্যান এবং সুইড-'র কল্যাণ ও পুনর্বাসন কমিটির আহ্বায়ক জনাব **তাহরিন আমান** উপস্থিত ছিলেন। চাইল্ড ফাউন্ডেশনের কো-অর্ডিনেটর জনাব আসমা বেগম 'হেলথ ক্যাম্প' পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

মহাসচিব মহোদয় 'হেলথ ক্যাম্পে' অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকবৃন্দ, ফার্মেসিয়া প্রতিনিধিবৃন্দ, সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বাগত-শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্যাম্প কার্যক্রম শুরু করেন।

৫.৯. স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশ আয়োজিত ফুটবল (ইউনিফাইড) টুর্নামেন্টে 'সুইড'-'র শিক্ষার্থী খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ ঃ

২৭ জুলাই, ২০১৯ স্পেশাল অলিম্পিকস এর ব্যবস্থাপনায় ধুপখোলা মাঠে (গেন্ডারীয়া, ঢাকা) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের নিয়ে এক ইউনিফাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। 'সুইড'-'র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও স্কাউট) জনাব সোহেল রানার তত্ত্বাবধানে সুইড বাংলাদেশ এর ৫জন খেলোয়ার এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। এতে সুইড, প্রয়াস, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগ ও 'উই শ্যাল ওভার কাম' অংশগ্রহণ করে এবং "সুইড বাংলাদেশ টিম" রানার্স আপ এর মর্যাদা লাভ করে।

'সুইড'-'র ক্রীড়া সচিব মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ), প্রচার ও প্রকাশনা সচিব জনাব সাধন বোস ও নির্বাহী সদস্য জনাব সালেহ্ মোহাম্মদ এই টুর্নামেন্ট উপভোগ করেন।

৫.১০. Communication (BCC) Material বিষয়ক দিনব্যাপী 'ওয়ার্কশপ-এ অংশগ্রহণ ঃ

৪ আগস্ট, ২০১৯ সকাল ৯:৩০টা থেকে বিকেল ৪:৩০টা পর্যন্ত 'এনডিডি' প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কার্যালয়ে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া "Behavior Change Communication (BCC) Material" বিষয়ক দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। 'এনডিডি' প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ গোলাম রব্বানীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব জুয়েনা আজিজ 'ওয়ার্কশপ' উদ্বোধন করেন। ওয়ার্কশপে উপস্থাপিত 'BCC' বিষয়ক খসড়া পুস্তকটি চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত 'এনডিডি' ট্রাস্টের প্রস্তাবে 'PIACT Bangladesh' (Programmes for Introduction and Adaptation, Contraceptive Technology) -র পক্ষে ডাঃ নাফিসুর রহমান (সাবেক পরিচালক NFOWD) ৫টি বিষয় ভিত্তিক দলীয় কর্মে (A, B, C, D, E Group Works) 'ওয়ার্কশপ' পরিচালনা করেন। 'সুইড বাংলাদেশ' থেকে আমন্ত্রিত জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, সভাপতির পক্ষে প্রতিনিধি মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, পরিচালক 'সুইড'-র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহার নির্দেশনা মতে এই 'ওয়ার্কশপে' অংশগ্রহণ করেন। 'সুইড'-'র পরিচালক 'A' গ্রুপে "স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতি জাতীয় পর্যায়ে ও তাঁর নির্বাচনী এলাকায় 'এনডিডি' বিষয়ে জনসাধারণ (সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা) প্রত্যাশা" বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেন। এতে পুস্তিকার ভূমিকায় 'অটিজম' বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের সংখ্যা পৃথিবীতে নানা ধরনের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে (মানব বৈচিত্র), বছরের শুরুতে নিজ নির্বাচনী এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তির ব্যাপারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতির দায়িত্বে ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলিকে নজরদারিতে রাখা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) 'কাউকে পেছনে ফেলে নয় (Leave no one behind) এই মূল নীতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ পিছিয়ে পড়া সকল জনগোষ্ঠির প্রবেশগম্যতা ও অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে জাতীয় সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিবন্ধী বান্ধব সমাজ গঠন এবং 'এনডিডি' প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সংসদে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংযোজনী/সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করা হয়েছে। 'A' গ্রুপের টিম লীডার জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব) এ সকল সংযোজনী সমাপ্তি পর্বে প্রজেক্টরে উপস্থাপন করেন।

৫.১১. "বাংলাদেশের সমন্বিত শিক্ষা" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

২৪ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে DAI Global LLC কর্তৃক "বাংলাদেশের সমন্বিত শিক্ষা শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়েজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম মশিউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (NDD)।

উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমন্বিত শিক্ষার প্রতিবন্ধকতার দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখি সম্ভাব্য পদক্ষেপের বিষয় উপস্থাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সুইড বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন স্পিচ থেরাপিস্ট তামান্না খান।

৫.১২. সুইড উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার আলহাজ্ব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি-'র সাথে সুইড-'র মহাসচিবের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২৫/৮/২০১৯ তারিখ বেলা ১১:০০ টায় 'সুইড'-'র নবনির্বাচিত মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা 'সুইড উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার আলহাজ্ব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি-'র সাথে তাঁর দপ্তরে সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করেন। এ সময় সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য মিসেস লাবণ্য আহমেদ, পরিচালক, জন-সংযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার-'র একান্ত সচিব জনাব কল্লোল কুমার চক্রবর্তী ও সুইড-'র পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

মহাসচিব নবগঠিত সুইড উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণের নামের তালিকা সভাপতি মাননীয় ডেপুটি স্পিকার এর হাতে দিয়ে অবহিত করেন যে, 'সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন আগামী ২১/৯/১৯ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরবেন। তিনি এই সময় অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে উপদেষ্টা কমিটির সভা আহ্বানের প্রস্তাব করেন।

সভাপতি স্বীয় কার্যসূচি দেখে দেখে আগামী ২৯/৯/১৯ তারিখ বেলা ১১:০০টায় সুইড অডিটোরিয়ামে সভা আয়োজনের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যথারীতি ২৯ সেপ্টেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর মহাসচিব সরকার প্রণীত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯ এর সংশোধিত নীতিমালা-২০১৯ প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, নীতিমালাটির খসড়া গত ২০/৮/১৯ তারিখে মন্ত্রী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠান মাত্র ১টি বিশেষ শিক্ষা স্কুল চালাতে পারবে ; যেখানে সুইড সারা দেশে ৫৩৫ টি স্কুল চালায়। দ্বিতীয়তঃ সরকার ৬২টি স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের ১০০% বেতন-ভাতা প্রদান করছে বিধায় শিক্ষক-কর্মচারীরা এখন আর 'সুইড'-'র প্রশাসনিক এখতিয়ার মানে না। তারা নিজেদেরকে সরাসরি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী মনে করে কাজে-কর্মে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। 'ডিসি'-'র নেতৃত্বে গঠিত সরকারী ব্যবস্থাপনা কমিটিও তেমন তত্ত্বাবধান করে না। ফলে স্কুলের কার্যক্রম আগের মত ভাল চলছে না। এই পরিস্থিতি নিরসনকল্পে 'সুইড'-'র প্রস্তাব হচ্ছে-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হবেন স্কুল প্রতিষ্ঠাকারী সংস্থা 'সুইড'-'র নির্বাচিত সভাপতি। সেই সাথে স্কুল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি, বেতন-ভাতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুইড কর্তপক্ষই সরকারের নিকট জবাবদিহিতা ও প্রতিবেদন পেশ করবে– নীতিমালায় এমন শর্ত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মাননীয় ডেপুটি স্পিকার উল্লেখ করেন যে, হ্যাঁ, নীতিমালায় 'সুইড-'র স্কুল পরিচালনার বিষয়ে কর্তৃত্ব সম্পর্কে একটা 'অসঙ্গতি' আছে শুনেছি। তিনি এ বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলেন। এরপর চা চক্র ও মাননীয় ডেপুটি স্পিকারের সাথে গ্রুপ ছবি তোলার মাধ্যমে স্বাক্ষাৎ ও আলোচনার সমাপ্তি ঘটে।

৫.১৩. "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে 'এনডিডি'-সহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সভায় অংশগ্রহণ

২৭/৮/১৯ তারিখ বেলা ১১:০০ টায় আগারগাঁওস্থ 'আইসিটি টাওয়ারে' বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে 'এনডিডি' সহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের ৩য় সভায় 'BCC'-'র আমন্ত্রণে সুইড বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি হিসেবে পরিচালক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম যোগদান করেন। প্রকল্প পরিচালক জনাব মনোয়ারুজ্জামান সভার সভাপতি হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্ম -উপযোগী (চাকুরী ক্ষেত্রে) 'সফট স্কিল' (Soft Skill) সম্পন্ন প্রশিক্ষিত জনবল ; বিশেষ করে 'এডিডি' 'অটিজম' বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী-আগামী ২০১৯-২০২০ সাল নাগাদ ২৮০ জন 'NDD' প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের 'চাকুরী' ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারিক দক্ষতা (Soft Skill) অর্জন করবে। প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ভেদে অপেক্ষাকৃত সক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে ভাল 'Feedback ' দিতে পারবে। এই ধারণার স্বপক্ষে 'সুইড'-'র পরিচালক 'মৃদু মাত্রার' বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের (যাদের আচরণগত সমস্যা নেই ও যারা অনেকটা যোগাযোগ ও সামাজিক দক্ষতার অধিকারী) প্রাথমিকভাবে কম্পিউটার ব্যবহারে উৎসাহিত হবে, 'কী বোর্ড' ও 'মাউজ' ব্যবহার, গেইমস ও পেইন্টিং করা, কিছু সহজ ধরনের ডাটাবেজ তথ্য রেকর্ড ও আদান-প্রদান করার মত 'সফট স্কিল' প্রশিক্ষণ প্রস্তাবিত কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব করেন। এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর বিভাগীয় ৬টি জেলা শহরে ও ঢাকা বিভাগে ফরিদপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কোর্স-এর আয়োজন করা হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সুইড'-'র পরিচালক 'BCC'-'র Analyst & DPD জনাব গোলাম রাব্বানীর সাথে যোগাযোগ রেখে ৬টি বিভাগে 'সুইড'-'র বিদ্যালয়গুলি থেকে ২০ জন করে মোট ১২০জন 'NDD' প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তালিকা জমা দিবেন।

৫.১৪. BRAC & DPO's প্রতিনিধিদের সাথে Disability Inclusion & Employment বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

২১ নভেম্বর '১৯ ব্র্যাক সেন্টার-এ BRAC-HRD বিভাগের উদ্যোগে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় BRAC & DPO's

প্রতিনিধিদের সাথে Disability Inclusion & Employment বিষয়ে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় 'সুইড'-'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা-র প্রতিনিধি হিসেবে পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানত শারীরিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

BRAC-'র পক্ষ থেকে বলা হয় ডিসেম্বর '১৯ মাসের মধ্যে ১% প্রতিবন্ধী 'BRAC'-'র নিজস্ব পুনর্বাসিত/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হিসেব অনুযায়ী) ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এ পর্যায়ে সুইড বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা 'Social Communication & Vocational Activities'-এর কিছু দক্ষতা অর্জন করেছে তাদেরও উপযোগী কাজ কর্মের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রস্তাব করা হয়। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরবর্তী সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে (সভার তারিখ পরে জানানো হবে)।

৫.১৫. মত বিনিময় ও আলোচনা সভা

১৮ নভেম্বর, ২০১৯ Discussion Meeting on Local Government & Development: Representation and Participation of Person with Disabilities-

প্রধান অতিথি ছিলেন- মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এম.পি.

Spectra Convention Center, Gulshan-1, Dhaka. ADD- International Bangladesh. এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে- মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা যোগদান করেন। মহাসচিব তার বক্তব্যে বলেন- "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের ভাতা কার্ড পেতে হয়রানির শিকার হচ্ছে। এজন্য স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে যৌথভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিতে হবে। কার্ড পেতে যাতে হয়রানির শিকার না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। মহাসচিবের এ বক্তব্য ৩রা ডিসেম্বর জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসে সমকাল পত্রিকায় ছাপানো হয়।

২৭ নভেম্বর রোজ বুধবার "Bangladesh Rehabilitatin Council Act-2018" সংক্রান্ত বিষয়ে মত বিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। CRP ও DRRA এর যৌথ উদ্যোগে 'রাওয়া ঈগল মিলনায়তনে' আয়োজিত সভায় সুইড এর পক্ষ থেকে সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন যোগদান করেন।

২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর Rehabilitatin Act-2018 আইনে কার্যকর হয়।

আইনটি যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন হয় এবং জনগণ যাতে এর সেবা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য সকলেই সুপারিশ করে।

৫.১৬. Inclusive Arts: Exploring Disability Arts in Bangladesh সংক্রান্ত সেমিনার-এ অংশগ্রহণঃ

১১-১২ ডিসেম্বর ২০১৯ রোজ বুধবার-বৃহস্পতিবার বৃটিশ কাউন্সিল, সিক্স সিজন হোটেল গুলশান ২, ঢাকায় Inclusive Arts : Exploring Disability Arts in Bangladesh এর উপর ২(দুই) দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালার প্রথম দিন ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ "Inclusive Arts : Exploring Disability Arts in Bangladesh" এর উপর আলোচনা হয় এবং ১২ ডিসেম্বর ২০১৯, ১ম দিনের আলোচনার উপর যে ফলাফল এবং করনীয়গুলো বের হয়ে আসে তার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এই কর্মশালায় সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সুইড বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব সালেহ মোহাম্মদ। তিনি সুইড বাংলাদেশের একীভূত শিক্ষার বিষয়টিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুইড'র অবদান এবং অর্জনের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

৫.১৭. "স্বাস্থ্য সেবা সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা আইন" বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ঃ

২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ 'সির্ডাপ অডিটোরিয়াম' 'আইন ও সালিশী কেন্দ্র'-'র উদ্যোগে স্বাস্থ্য সেবা-বাস্তবায়ন বিষয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নতুন মূল বিষয়ে সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে আইনটির নাম পরিবর্তণ করে নতুন নামকরণ করা হয় "স্বাস্থ্য সেবা সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা আইন"।

- সভায় বিভিন্ন হসপিটাল বা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের ডাক্তার, নার্স ও সেবা সম্পর্কযুক্ত সকলের দায়িত্ব ও কর্ম দক্ষতার আলোকে চিকিৎসা সেবা ও প্রতিবন্ধী রোগীদের হসপিটালে সহজ প্রবেশগম্যতা এবং বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সুইড বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপীস্ট তামান্ন খান অংশগ্রহণ করেন।
- রোগীদের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া যাবে।
- তবে মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও থাকতে হবে।
- আইনটি বর্তমান পরিস্থিতির পেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ, যা জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন।

৫.১৮. "একীভূত শিক্ষা ও প্রতিবন্ধী নারীর বাধাসমূহ" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ

১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্য চেঞ্জ এন্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বি-স্ক্যান) এর উদ্যোগে "দৈনিক ভোরের কাগজ" সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০:৩০ টায় "একীভূত শিক্ষা ও প্রতিবন্ধী নারীর বাধাসমূহ" শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, জনপ্রিয় সাহিত্যিক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিনিধিগণের বক্তব্য/প্রস্তাবক্রমে নিম্নলিখিত সুপারিশ গৃহীত হয়েছেঃ

- শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য গাইড লাইন ও সিলেবাস তৈরী করা।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বই পড়ার জন্য ইলেক্ট্রনিক ডিজাইন তৈরী করা।
- কর্ম সংস্থানের জন্য দেশে সরকারীভাবে কোটার ব্যবস্থা করা।
- প্রতিটি স্কুলে প্রতিবন্ধী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন।
- টয়লেট ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

মাননীয় প্রধান অতিথি উল্লেখ করেন যে, 'সূচনা ফাউন্ডেশনের' চেয়ারম্যান জনাব সায়মা ওয়াজেদ এর প্রস্তাব মতে অটিজম সমস্যাগ্রস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন-মান-উন্নয়নে ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারীভাবে কিছু পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে সভায় অংশগ্রহণকারী 'সুইড'-'র প্রতিনিধি মিসেস তামান্না খান মাননীয় মন্ত্রীকে সরাসরি অনুরোধ করে বলেন- শুধু 'অটিজম' নয়; বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরও প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১৯. সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভলপমেন্ট (সিডিডি) কর্তৃক আয়োজিত "উন্নয়নের ধারায় প্রতিবন্ধী নারীদের ভূমিকা" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণের প্রতিবেদন ঃ

২৯ ডিসেম্বর, রোজ রবিবার ২০১৯ তারিখে সিডিডি ব্রাক সেন্টার ইন, মহাখালী, ঢাকা কনফারেন্স রুমে "উন্নয়নের ধারায় প্রতিবন্ধী নারীদের ভূমিকা" বিষয়ক একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো, উন্নয়নে প্রতিবন্ধী নারীর ভূমিকা এবং তাদের সফলতার মাত্রা তুলে ধরা, যা অন্যান্য প্রতিবন্ধী নারীদেরকে উৎসাহিত করবে এবং প্রতিবন্ধী নারীদের সামর্থ্যকেও প্রমাণ করবে। আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রচলিত কুসংস্কারের কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আর প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধিতা দ্বিগুণ, প্রথমত সে একজন নারী এবং দ্বিতীয়ত সে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। প্রতিবন্ধী নারী হওয়ার কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছেনা। তবে আশার কথা হচ্ছে এর মাঝে অনেক প্রতিবন্ধী নারী আছেন যারা শত প্রতিকূলতার মাঝেও বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং নিজের অদম্য ইচ্ছায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। উল্লিখিত কর্মশালায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর গল্প এবং তাদের এই সফলতার যাত্রাপথের বাধা, সুযোগ ও বাধা উত্তরণের উপায়সমূহ উপস্থাপন করা হয়। সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) কর্তৃক আয়োজিত "উন্নয়নের ধারায় প্রতিবন্ধী নারীর ভূমিকা" বিষয়ক এই কর্মশালায় প্রতিবন্ধী নারী তথা সংগ্রামী নারীদের এ সফলতার যাত্রাকে সকলের সামনে তুলে ধরার এ প্রয়াসে দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, প্রতিবন্ধী ও এনজিও সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে। সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি এবং কর্মশালার একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুইড'র সহ-সভাপতি ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন সফল ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব জনাব জোবেরা রহমান লিনু, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও একজন গর্বিত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সন্তানের মাতা মিসেস রাশিদা জেসমিন রোজী এবং সহকারী পরিচালক জনাব মাহমুদুল হাসান।

জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস রাশিদা জেসমিন রোজি অংশগ্রহণ করে বলেন " আমাদের সমাজে যেসব প্রতিবন্ধী নারীরা বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছেন তারা তাদের স্ব স্ব কর্মস্থানে কেমন আছেন, সহকর্মীরা তাদের অবহেলা করছে কিনা, যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক বা নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন তার সঠিক বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, তার সঠিক এবং সুস্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য আমি এই কর্মশালার আয়োজনকারীদের মাধ্যমে সরকারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে অবহিতকরণ এবং উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ ও আহ্বান জানাচ্ছি। এ সকল মেধাবী প্রতিবন্ধী নারীদের সরকারী ১০% চাকুরী কোটা অনুযায়ী কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সকল প্রতিবন্ধী নারীদের সু-স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া যেমন কিডনি বা হার্টের রোগ সম্পন্ন কোন প্রতিবন্ধী নারীর সহজে সেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা এবং যে কোন রোগ ব্যাধী সংক্রান্ত সকল মেডিকেল ফ্যাসিলিটিসসমূহ বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে"।

সুইড'র সহ-সভাপতি জনাব জোবেরা রহমান লিনু বলেন, "আমার এক সময় প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে তেমন কোন ধারণাই ছিলনা কিন্তু সুইড'র মাধ্যমে আমি এ বিষয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জন করি এবং করছি। আমি আজকের এই কর্মশালার আয়োজক সিডিডি'র মাধ্যমে অবহিত করতে চাই– আমরা কি এমন কোন কর্মশালার আয়োজন করতে পারিনা যেখানে বিবাহ বা পারিবারিক বন্ধনে সক্ষম এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বা নারীদের নিয়ে যারা জানতে, বুঝতে, শিখতে এবং অনুধাবন করতে পারবে কিভাবে স্বামী-স্ত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাংসারিক জীবনটাকে সাজানো যায়। আমরা জানি প্রত্যেকটা মানুষের মাঝে সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে যা প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তির মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং সেই প্রতিভাকে আমাদের নাগরিক, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের

আলোকে নিবিড়ভাবে পরিচর্যা করে বের করে নিয়ে আসতে হবে। এসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। আমি প্রতি বছর প্রায় ২০০ জন প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের বিনোদন এবং প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি করে তাদের আত্ম-নির্ভরশীল জীবনের দিকে নিয়ে আসার অবিরত ও নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি সবাই যেন এরকম যার যার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন সে প্রত্যাশা করি"।

৫.২০. "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় অংশগ্রহণ ঃ

"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা-২০১৯" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ২৬ জানুয়ারী ২০২০ রোজ রবিবার, বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, সমাজসেবা অধিদফতর এর মহাপরিচালক জনাব শেখ রফিকুল ইসলামসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ প্রতিনিধিগণ, সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সহকারী পরিচালক জনাব মাহমুদুল হাসান। নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর সভায় আলোচনা হয় ঃ

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন যা "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।
২. বিভিন্ন সংজ্ঞাঃ - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে-আইন, 'তথ্য-উপাত্ত', 'মহাপরিচালক' নিবন্ধিত সংস্থা' সংস্থা, সরকারী সংস্থা, 'DIS', ওয়েববেইজড এ্যাপ্লিকেশন বলিতে Disability Information System (www.dis.gov.bd) ভবিষ্যতে এর যে কোন Extension বা Additional Module, 'ব্যবস্থাপনা পরিচালক' এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, DSS.
৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার: ক. ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড গ্রহণের মাধ্যমে পরিচয়পত্র অনলাইনে যাচাই, খ. সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিবন্ধিত সংস্থার নির্ধারিত অনলাইনভিত্তিক সফটওয়্যার র্কতৃক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার, গ. এককালীন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ।
৪. জটিলতা নিরসনে সমাজসেবা অধিদফতরের ক্ষমতা।
৫. ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।
৬. নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা।
৭. সরকারি সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিবন্ধিত সংস্থার এপিআই (API) এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণের জন্য আবেদন ফরম।
৮. সরকারি সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিবন্ধিত সংস্থা কর্তৃক ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণের জন্য আবেদন ফরম।
৯. কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত এককালীন প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম।
১০. `Disability Information System' এ সংরক্ষিত তথ্য উপাত্ত গ্রহণ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিপত্র।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার প্রভাব বা ফলাফল:

১. সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ ও সংস্থা কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের এ তথ্যভাণ্ডার ব্যবহারের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে একটি তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা।
২. সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগীকরণ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি ব্যবহার অন্যতম ।
৩. সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার সুগম করার জন্য এই নীতিমালার প্রণয়ন।

৫.২১. ১৩ তম বি.এস.এড পরীক্ষার্থীদের জন্য দোয়া প্রার্থনা এবং ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১৪তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঃ

৩১ জানুয়ারী ২০২০ রোজ শুক্রবার বেলা ৩.০০ ঘটিকায় সুইড বাংলাদেশের আয়োজনে সুইড বাংলাদেশ ভবনের সুইড বকুলমামুন মালটিপারপাস এরিনায় (৭ম তলা) সুইড বাংলাদেশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এর ১৩ তম বি.এস.এড পরীক্ষার্থীদের জন্য দোয়া প্রার্থনা এবং ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১৪ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাশ উদ্বোধনী স্বাগতম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ সেন্টার এর ডীন প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুইড বাংলাদেশের সভাপতি এবং সুইড বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব এবং কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, সুইড বাংলাদেশের যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির, সুইড বাংলাদেশের অর্থ সচিব জনাব যোবায়দুর রহমান মিলন, সুইড বাংলাদেশের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য জনাব মাহমুদুল হক তাহের, সুইড বাংলাদেশের বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ

রুমিজ উদ্দিন আহমেদ। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এবং সুইড এর সহ-সভাপতি প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ শাহ্ আলম।

১৩ তম বি.এস.এড পরীক্ষার্থীদের জন্য দোয়া প্রার্থনা এবং ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১৪ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের আলোচনায় এবং স্বাগত বক্তব্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয় ঃ

১। ১৩ তম বি.এস.এড পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই মনোযোগী এবং সতর্ক হতে হবে।

২। ১৪ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে সঠিক এবং জ্ঞানগর্ভ প্রশিক্ষণ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মিত সকল বিষয় ভিত্তিক শ্রেণীতে উপস্থিত থাকতে হবে।

৩। ১৩ তম বি.এস.এড পরীক্ষার্থীরা বিষয় ভিত্তিক যে সকল প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তার বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ ঘটাতে হবে এবং ঐসকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

৪। ১৪ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীতে ভাল ফলাফল এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত ক্লাশগুলোতে কমপক্ষে ৭০% উপস্থিতি থাকতে হবে।

৫। ব্যবহারিক শিক্ষণের উপর সুইড বাংলাদেশ প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করবে।

৬। শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক বা তত্ত্ব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নয়। প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিক উন্নতি সাধন করতে হবে।

৭। অনুশীলন শিক্ষকতায় (Practice Teaching) প্রশিক্ষণার্থীদের খুব বেশি জোর দিতে হবে এবং বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে অনেক বেশি লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে হবে।

৮। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের শিক্ষা জ্ঞানকে বিশেষ শিক্ষার্থীদের জীবন-মান-উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করবে, তাদের আত্মনির্ভরশীল জীবনের জন্য প্রয়োগ ঘটাতে হবে ।

৯। প্রশিক্ষণার্থীরা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তাদের জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাবেনা বরং তারা এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবার, সমাজ, দেশগঠনসহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রমান্বয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।

১০। সুইড বাংলাদেশ তার ৪০ বছর পরিক্রমায় এই অগ্রগতিকে মুজিববর্ষে এসে তার সেবার গতি আরো বেগবান করবে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সময়োপযোগী, নতুন ধারণা, সৃজনশীল পদ্ধতি এবং ধারার বিকাশ ঘটাবে।

১৩ তম বি.এস.এড পরীক্ষার্থীদের জন্য দোয়া প্রার্থনা এবং ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১৪ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আশরাফ হোসেন, ইমাম, ইস্কাটন গার্ডেন জামে মসজিদ।

৫.২২. ২১ বছর উর্ধ্ব বয়সি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দের অংশগ্রহণে মত বিনিময় সভা

৩১ জানুয়ারী ২০২০ রোজ শুক্রবার বেলা ৪.৩০ ঘটিকায় সুইড বাংলাদেশের আয়োজনে সুইড বাংলাদেশ ভবনের সুইড বকুলমামুন মালটিপারপাস এরিনায় (৭ম তলা) ২১ বছর উর্ধ্ব বয়সি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দের অংশগ্রহণে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে সুইড বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদুল হক তাহের, সহ-সভাপতি প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ শাহ্ আলম, মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির, অর্থ সচিব জনাব যোবায়দুর রহমান মিলন, সদস্য রাশিদা জেসমিন রোজী, কল্যাণ ও পুনর্বাসন সচিব জনাব তাহরিন আমান। ২১ বছর উর্ধ্ব বয়সি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভাটি ছিল মূলত কি করে এই সকল বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে তাদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা যায়। উক্ত মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য এবং লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসহ সুইড বাংলাদেশের এই ধারণার বাস্তবায়ন ও করণীয়সহ অন্যান্য সকল বিষয় অত্যন্ত সুন্দর, গঠনমূলক এবং বোধগম্য করে উপস্থাপন করেন সুইড বাংলাদেশের সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন। অত্যন্ত চমৎকারভাবে সম্মানিত অতিথি এবং অভিভাবকবৃন্দের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভার বক্তব্য ও আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত ফলাফল এবং করণীয়গুলো উঠে আসে ঃ

১। সকল ২১ বছর উর্ধ্ব বয়সি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের উপার্জনমুখী এবং আয়মুখী প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা এবং সুইড বাংলাদেশের এই সুইড ইনডোর মালটিপারপাস এরিনায় সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত, বিনোদন, প্রাক কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করবে।

২। এই সকল শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী উৎপাদনে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে এবং আত্মনির্ভরশীল জীবন গড়ার প্রত্যয়ে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন যা শিখানো হবে তার উৎপাদনশীলতা ও বাজারমুল্যসহ চাহিদা থাকে।

৩। সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে যে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২১ বছর উর্ধ্ব বয়সি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথপোযোগী পদক্ষেপ নেয়া।

৪। সুইড বাংলাদেশ সকল শিক্ষার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ইতিমধ্যে বহু আগে থেকেই কার্যক্রম শুরু করেছে তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে।

৫। সকল শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সুইড বাংলাদেশ অত্যন্ত আনন্দ ও বিনোদনের সাথে পরিচালনা করবে।

৬। অভিভাবকদের তাদের ছেলেমেয়েদের দক্ষতাকে নিরূপণ করতে হবে এবং তারা কোন কোন বিষয়ে অধিক সক্ষমতা ও পারদর্শিতার অধিকারী তা খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে হবে এবং সুইড বাংলাদেশ সেই দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে, শুধু তাই নয়, জব ফেয়ার আয়োজন করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিবে।

৭। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করবে এবং দেখবে কি করে তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করা যায়।

৮। বাংলাদেশ সরকার ২১ বছর উর্ধ্ব বয়সি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের আর বিদ্যালয়ে রাখা যাবেনা এই মর্মে নতুন নীতিমালায় নির্দেশ জারি করেছে। সুতরাং অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকেই সমবেতভাবে এই সকল কর্মমুখী এবং উৎপাদন ও উপার্জনমুখী শিক্ষার্থীদের জীবনমানের টেকসই উন্নয়নের ও আত্মনির্ভরশীলতায় গড়ে তুলতে হবে এবং একীভূত বিনির্মাণে এগিয়ে আসতে হবে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায়, পথ এবং পরিক্রমায়, অবিরত, নিরন্তর এবং বিরামহীনভাবে সুস্থ জীবনের জন্য।

৫.২৩. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ ও ট্রাস্ট বিধিমালা-২০১৫ এর আলোকে এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের অভিভাবক নিয়োগ এবং সংগঠনের নিবন্ধন সংক্রান্ত নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণ

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ ও ট্রাস্ট বিধিমালা-২০১৫ এর আলোকে এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের অভিভাবক নিয়োগ এবং সংগঠনের নিবন্ধন সংক্রান্ত নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণের লক্ষে ০৫-০২-২০২০ খ্রিঃ এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কার্যালয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, সহকারী পরিচালক জনাব মাহমুদুল হাসান এবং নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল আলম খন্দকার অংশগ্রহণ করেন।

৫.২৪. বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে বিশ্ব চিন্তা দিবস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সকাল ১০:০০ টায় বিশ্ব গার্ল গাইডস ও গার্ল স্কাউটস সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন পাওয়েল ও বিশ্ব চীফ গাইড লেডী ওলেভ বেডেন পাওয়েল এর যুগ্ম জন্ম দিবস উপলক্ষে বেইলী রোড, গাইড হাউজ অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে বিশ্ব চিন্তা দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন এর জাতীয় কমিশনার, কাজী জেবুন্নেছা বেগম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সুইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাহিদুন নাহার অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা নৃত্য পরিবেশন করে।

৫.২৫. চাইল্ড ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ

২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সকাল ১০:০০ টায় চাইল্ড ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

৫.২৬. জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতি এর যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু জন্মশত বর্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২০

২২-২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত ধানমন্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এ জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতি এর যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু জন্মশত বর্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।

২২ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখে সকাল ১০:৩০টায় বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২০ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতি এর সভাপতি ও ওয়াল্টন এর নির্বাহী পরিচালক জনাব এফ এম ইকবাল বিন আনোয়ার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতি এর সহ-সভাপতি ও এটিএন বাংলা মিডিয়ার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মীর মোতাহার হোসেন, বিশিষ্ট ক্রীড়া অনুরাগী জনাব কামরুন্নেসা দিনা ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতি এর মহাসচিব ড. সেলিনা আখতার।

প্রায় ৪৫টি ইভেন্টে বিভিন্ন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর ১২টি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৬০জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে। সুইড বাংলাদেশ, সুইড গেন্ডারীয়া ও সুইড মিরপুর থেকে প্রায় ৪২জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে। ১৯জন ক্রীড়াবিদ বিভিন্ন ইভেন্টে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে।

অনুষ্ঠানটি এটিএন বাংলা সরাসরি প্রচার করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০ সকাল ১০:০০টায় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতি এর সভাপতি ও ওয়াল্টন এর নির্বাহী পরিচালক জনাব এফ এম ইকবাল বিন আনোয়ার।

টুর্নামেন্টে সুইড বাংলাদেশ বনাম জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতি এর সাথে খেলা হয়। ফাইনালে ১-০ গোলে জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতিকে হারিয়ে সুইড বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়। সুইড এর ক্রীড়াবিদ কামরুল হাসান দিপু ১টি গোল করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জয় করে নিয়ে আসে।

উক্ত প্রতিযোগিতায় সুইড এর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল আলম খন্দকার বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব পালন করেন এবং দুই দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২০ ও ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেন সুইড বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষক জনাব সোহেল রানা।

৫.২৭. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হয়রানীর বিরুদ্ধে সজাগ হতে BLAST আয়োজিত কর্মশালায় যোগদান

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টায় Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) আয়োজিত 'Consultation Meeting on identify the points of recommendation to use/submit in a PIL about Modhushudhon' ১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহার নির্দেশে নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল আলম খন্দকার যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন BLAST এর প্রধান আইন উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের প্রাক্তন বিচারপতি মোঃ নাজমুল হক। সভায় অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন– BLAST এর সিনিয়র স্টাফ আইনজীবি ব্যারিস্টার শারমিন আখতার, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট ড. কাজী জাহেদ ইকবাল ও এডভোকেট রেজাউল করিম সিদ্দিকী। এছাড়া সভায় বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউণ্ডেশন, সীড ট্রাস্ট এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা হয় ঃ

১) সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধ্যায়নের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন ও হয়রানিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?
২) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা হয়রানী হলে ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটির(জাতীয় সমন্বয় পরিষদ) নিকট এবিষয়ে অভিযোগ করার সুযোগ আছে কিনা।
৩) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে হয়রানী প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটি গঠনের সুযোগ আছে কিনা।
৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে হয়রানী প্রতিরোধ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।
৫) উন্মুক্ত আলোচনা।

৫.২৮. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর সভায় সুইড এর ভারচুয়াল অংশগ্রহণ

২৪ জুন, ২০২০ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুইড বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন Vertual Media-র মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

৫.২৯. এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের ১১তম সভায় অংশগ্রহণ

২৮ জুন, ২০২০ এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুইড বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন Vertual Media-র মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

৫.৩০. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক খেলোয়াড়দের নিয়ে ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০২০

জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর ও সুইড বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বিকেল ৩:৩০ টায় সুইড প্রধান কার্যালয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক খেলোয়াড়দের নিয়ে **সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে** টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও বচি এই তিনটি ইভেন্টে 'ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় সুইড বাংলাাদেশ এর বিভিন্ন শাখার মোট ২৫ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক খেলোয়াড় অনেক আনন্দ নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর থেকে অংশগ্রহণকারীদের টি-শার্ট, ক্যাপ ও মগ প্রদান করেন এবং অভিভাবক ও অন্যান্যদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০২০ এর শুভ উদ্বোধন করেন সুইড বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন। আরো উপস্থিত ছিলেন সুইড বাংলাদেশ এর ক্রীড়া সচিব মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ) এবং টেবিল টেনিস ফেডারেশনের ন্যাশনাল কোচ জনাব তৌফিকুর রহমান শিহান। সভাপতি মহোদয় সকল অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিয়ে 'আমরা করবো জয় গান' পরিবেশনের মাধ্যমে আনন্দ সৃষ্টি করে উদ্বোধন শেষ করেন।

তিনটি ইভেন্টে ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী বিজয়ীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দেন সুইড বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এবং সুইড বাংলাদেশ এর যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির।

দীর্ঘদিন পর এই রকম একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ায় অংশগ্রহণকারীসহ সকল অভিভাবকগণ অনেক আনন্দ অনুভব করেছেন।

৬. ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :

২৪ ডিসেম্বর '১৯ সুইড-'র ৪২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে 'NLI'-'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জামাল মোহাম্মদ আবু নাসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও জাতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে 'সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন আমন্ত্রিত অতিথি, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবক, স্কাউটস প্রতিযোগী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে আলোচনা পর্বে 'সুইড'-'র উন্নয়নের ৪২ বছরের সাফল্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অতিঃ পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এইদিন (২৪/১২/১৯) সন্ধ্যে ৬:০০টায় সুইড আলমগীর এম এ কবির মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাল্টি মিডিয়া প্রোডাকশন লিঃ 'এটিএন বাংলা'-'র অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জনাব তাশিক আহমেদ উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। 'সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক সচিব মিসেস ইমেলদা হোসেন দীপা। আমন্ত্রিত অতিথিগণ 'এনডিডি' প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠনটি এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা সংবাদ ও 'আমরা করব জয়' শিশু বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর '১৯ সকাল ৯:০০টায় দিয়াবাড়ী, আরপি সিটি, উত্তরা মডেল টাউন প্রাঙ্গণে 'আহমেদ আব্দুর রহমান ট্রাস্টের' (AART) ব্যবস্থাপনায় জাতীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'AART'-'র চেয়ারম্যান জনাব ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া ও ভাইস-চেয়ারম্যান ডাঃ তাজকেরা খানমের সহযোগিতায় তদীয় পুত্র জনাব আব্দুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব আব্দুর রহমান একজন বাকহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিত্ব, তার নামেই 'আহমেদ আব্দুর রহমান ট্রাস্ট' গঠিত এবং এই ট্রাস্ট সুইড বাংলাদেশ এর প্রাতিষ্ঠনিক সদস্য।

'সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া সচিব মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য

রাখেন জনাব ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া ও ডাঃ তাজকেরা খানম। এ অনুষ্ঠানে 'সুইড বাংলাদেশ' এর পক্ষ থেকে সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্ত 'সুইড'-'র সাবেক সভাপতি জনাব আশরাফ-উদ-দাওলা (ক্রীড়া সংগঠক), 'সুইড' শিক্ষার্থী ফাহমিদা হোসেন লুনা (ক্রীড়াবিদ-১৯৯৮) ও নীপা বোস (ক্রীড়াবিদ-২০১০) কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। সভায় 'সুইড'-'র এই ৩ জন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সদস্য ও শিক্ষার্থীদের করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

দিয়াবাড়ী প্রাঙ্গণে আহমেদ আব্দুর রহমান ট্রাস্টের 'AART'-'র সদস্য-কর্মকর্তা-অভিভাবক-শিক্ষার্থী-শিক্ষক-কর্মচারী মিলে মোট ৩০০০ জন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। 'AART'-'র চেয়ারম্যান ও সুইড-'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির ২য় সহ-সভাপতির জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া এর আমন্ত্রণে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবে যোগদান, যাতায়াত, নাস্তা, লাঞ্চ ও ডিনার/আপ্যায়নের সার্বিক খরচ বহন করা হয়। সাংস্কৃতিক উৎসবে 'সুইড'-'র ল্যাবরেটরী মডেল, মৌলভিবাজার, মানিকগঞ্জ, গেন্ডারীয়া, মধুপুর, ফাঁসি তলা শাখা স্কুলের শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অতিথিদের আনন্দ-বিনোদনে ভরিয়ে রাখে। সাংস্কৃতিক উৎসবটি পরিচালনা ও উপস্থাপনায় ছিলেন 'সুইড'-'র ১ম যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির, কো-অডিনেটর জনাব সোহেল রানা ও অতিথি উপস্থাপিকা মিস মেহজাবিন তুষী। তুষী ২২-২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

৭. স্কাউটিং কার্যক্রম

২২-২৫ ডিসেম্বর ৪র্থ জাতীয় বার্ষিক স্কাউট সমাবেশ-২০১৯ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২৩/১২/২০১৯ তারিখ ৯:৩০ টায় সুইড মঞ্চ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ স্কাউট-'র সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে ৪ দিনব্যাপী স্কাউটস কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। 'সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জিল্লার রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস (এক্স-বিভাগ), জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মুহম্মদ মাহবুবার রহমান, পরিচালক, সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল, জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস।

সন্ধ্যায় দিয়াবাড়ী প্রাঙ্গণেই 'মহা তাবু জলসা'র (ক্যাম্প ফায়ার) বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রধান অতিথি প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মেজাম্মেল হক খান আকাশে রঙিন ফানুশ ও হাজার তারার আতশ বাজি উড়িয়ে ৪ দিনব্যাপী ৪র্থ সুইড জাতীয় স্কাউট ক্যাম্প-২০১৯ এর সমাপ্তি অধিবেশন উদ্বোধন করেন এবং সুইড-'র সভাপতি ও স্কাউট গ্রুপের সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে এই ৪ দিনব্যাপী সকল কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত ও সুইড-'র সকলের প্রতি বিদায়ী শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৮. এনআইআইডিএ-র কার্যক্রম

সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির চলতি মেয়াদে (২০১৯-২০২১) নীডা ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যবস্থাপনায় সুইড কেন্দ্রীয় কার্যালয় সুইড ভবনে 'NDD' (Neuro Developmental Disabilities) প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ, অভিভাবকদের পরামর্শ দান, বিশেষ শিক্ষা স্কুলে ভর্তি, থেরাপিউটিক সার্ভিসেস এবং 'সুইড'র বিভিন্ন শাখা পর্যায়ে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিভাগীয় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পরিপূরক বিষয় হিসেবে সুইড নীডার পরিচালকের তত্ত্বাবধানে গত জুন ২০১৯ থেকে মে, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে প্রশিক্ষণ/ফিল্ডওয়ার্ক কর্মসূচী সম্পন্ন হয়েছে নিম্নে এরূপ কার্যক্রমের খতিয়ান উল্লেখ করা হলোঃ

- স্নায়বিক বিকাশ জনিত প্রতিবন্ধিতা অটিস্টিক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ডাউনসিন্ড্রোম ও সেরিব্রাল পারসি সমস্যাগ্রস্থ ৮৭ জন শিশুর প্রতিবন্ধিতা সনাক্ত করে সুইড-ও বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে বাক ও শারীরিক সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী স্পিচ ও ফিজিও থেরাপি সেবা দেয়া হয়েছে।

- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ**

প্রশিক্ষণ কাল	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ আয়োজক শাখা বিদ্যালয়	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা	প্রশিক্ষক
২৩/১০/২০১৯ ২৭/১০/২০১৯ এক সপ্তাহ (৭দিন)	স্নায়বিক প্রতিবন্ধিতা ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ	সুইড চক কালিকাপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়, মান্দা, নওগাঁ।	২৫ জন (১৫ জন শিক্ষক ও ১০ জন শিক্ষা সহকারী)	১। মাহমুদুল হাসান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী), সুইড বাংলাদেশ। ২। রাশিদা আকতারী রীপা, প্রধান শিক্ষক, পাবনা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়। ৩। লাভলী আজাদ, জুনিয়র শিক্ষক, দিনাজপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়।
২৭/৯/২০১৯ - ১৩/১২/২০১৯	সমাজকর্ম ও গবেষণা ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস এস চূড়ান্ত পর্বের শিক্ষার্থীদের 'বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা' ও অটিজম বিষয়ে ফিল্ড ওয়ার্ক।	এন আই আই ডি এ (নীডা) সুইড বাংলাদেশ	১০ জন	জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, পরিচালক, সুইড ও নীডা
১/৩/২০২০	সমাজকর্ম বিভাগ সিদ্ধেশ্বরী গালর্স কলেজের বি এস এস সম্মান চূড়ান্ত পর্বের শিক্ষার্থীদের ব্যতিক্রমী শিশুদের জন্য সুইড'র কার্যক্রম ভিত্তিক ফিল্ডওয়ার্ক	নীডা সুইড বাংলাদেশ (করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রশিক্ষণ বন্ধ আছে)	১৩ জন	জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম পরিচালক, সুইড ও নীডা।
২৬/১/২০২০	কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের 'NDD' প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে জানা ও বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন	সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল ও সুইড রমনা শাখা স্কুল	১০০ জন	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও তথ্য পরিবেশনা। জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম পরিচালক, সুইড ও নীডা।
১৬/১/২০২০	বাংলাদেশ গার্হস্থ্য কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত ইউনিট পরিচালিত শিশু বর্ধন ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগের বিএসসি (সম্মান) চূড়ান্ত পর্বের শিক্ষার্থীদের ব্যতিক্রমী শিশুদের বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন।	নীডা সুইড বাংলাদেশ	৭১ জন	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও তথ্য পরিবেশনা। জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম পরিচালক, সুইড ও নীডা।

■ **নীডা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবর্গ (২০১৯-২০২১)**

১.	জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন	- সভাপতি
২.	ডা: অজন্তা রানী সাহা	- সহ-সভাপতি
৩.	ডা: তাজকেরা খানম (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক)	- সদস্য
৪.	জনাব মাহমুদুল হক তাহের	- সদস্য
৫.	জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির	- সদস্য
৬.	মিসেস ইমেলদা হোসেন	- সদস্য
৭.	মিসেস নুরুন্নাহার হেনা (যুগ্ম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	- সদস্য
৮.	সৈয়দা মুনিরা ইসলাম (ক্রিয়েটিভ অফিসার, আরটিভি)	- সদস্য
৯.	জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম (পরিচালক, সুইড বাংলাদেশ)	- সদস্য সচিব

৯. সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ কার্যক্রম

- ২০০৬ সালে সুইড বাংলাদেশ এর তৎকালীন মহাসচিব জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমে উচ্চতর প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী ও সমগ্র বাংলাদেশে 'সুইড'-'র বিশেষ বিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজে নিয়মিত প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক/পেশাজীবীদের আনুষ্ঠানিক পোস্ট গ্রাজুয়েট বি.এস.এড. ডিগ্রী কোর্সের স্বীকৃত সনদপত্র প্রদানের জন্য কলেজটিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি কলেজ হিসেবে যথারীতি অনুমোদন লাভ করেন। সেই থেকে ২০১৯ সালে ১৩৪তম বি.এস.এড. চূড়ান্ত পরীক্ষায় ১১৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, ইতিমধ্যে (২০০৬-২০২৯ পর্যন্ত) ১২টি ব্যাচ সফলতার সাথে বি.এস.এড. ডিগ্রী অর্জন করে কর্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

- ২০২০ শিক্ষা বর্ষে ৯৭ জন শিক্ষক/প্রফেশনাল বি.এস.এড কোর্সে ভর্তি হয়েছেন।

  গত ১ মার্চ, ২০২০ শনিবার ১৪ তম ব্যাচের ক্লাশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কলেজ (প্রফেশনাল) ও 'পোস্ট-গ্রাজুয়েট স্টাডিস, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ সেন্টার' ডীন প্রফেসার ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন। একই সাথে ১৩তম ব্যাচের পরীক্ষার্থীদের বিদায়ী শুভেচ্ছাসহ দোয়া করা হয়।

- মার্চ, ২০২০ তিন সপ্তাহ নিয়মিত ক্লাশ চলার পর ২৫ তারিখ থেকে দেশে (সারা বিশ্বে) 'করোনা ভাইরাস' জনিত (COVID-19) মহামারী পরিস্থিতির কারণে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত সরকারী ঘোষণায় সাধারণ ছুটিতে বন্ধ হয়ে যায়। এই ছুটি চলাকালেই ২৪/৪/২০২০ তারিখ থেকে পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিৎর (২৫/৫/২০২০)-'র বন্ধ থাকে। আগামী ৬/৮/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ছুটি অব্যাহত থাকবে। ফলে ১৩তম ব্যাচের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়নি।

- গত ৩০ জানুয়ারী, ২০২০ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব রুমিজ উদ্দিন আহমেদ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ফেব্রুয়ারী, ২০২০ থেকে 'সুইড'-'র নীডা (এনআইআইডিএ)-'র পরিচালক মোহাম্মদ নূরুল ইসলামকে জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও কলেজ গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে ডেপুটেশনে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ জনাব জি.ডব্লিউ.এইচ. চৌধুরী থেকে মিসেস মৈত্রী চৌধুরী, জনাব রুমিজ উদ্দিন আহমেদ ও বর্তমানে জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ৪র্থ তম অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

- গত ২৯/৭/২০২০ তারিখে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজের সকল অতিথি শিক্ষকদের ও সরকারী বেতনভুক্ত অধ্যক্ষ, প্রভাষক, লাইব্রেরীয়ান ও অফিস সরকারী পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দুইটি দৈনিক পত্রিকা : ইত্তেফাক ও The Business Standard-এ প্রকাশ করা হয়। এই নিয়োগ বিষয়ে যথারীতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবহিত করা হয়েছে। বিদ্যমান 'করোনা' পরিস্থিতির কারণে সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে আছে।

- কলেজ গভর্নিং বডি-'র সদস্যবর্গঃ

০১. প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ শাহ আলম	- সভাপতি,
০২. জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন	- প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি,
০৩. জনাব মাহমুদুল হক তাহের	- দাতা সদস্য,
০৪. ডাঃ অজন্তা রানী সাহা	- হিতৈষী প্রতিনিধি,
০৫. জনাব মলয় কুমার সাহা	- বিদ্যোৎসাহী সদস্য,
০৬. শেখ মাহবুব আলী	- শিক্ষক প্রতিনিধি,
০৭. জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	- অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও সদস্য সচিব।

- আর্থিক প্রতিবেদন (জুলাই,২০১৯-জুন-২০২০)

আর্থিক আয়	-	২২,৩৪,৮০০/- টাকা,
ব্যয়	-	১৩,৪৫,২৩৮/- টাকা,
ক্যাশ	-	৩,৩৭৫/- টাকা,
ব্যাংক	-	১৫,৮১,৭৯৫/- টাকা,

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ, ২০২০ সকাল ৯:০০ টায় ৪, ইস্কাটন গার্ডেনস্থ সুইড মঞ্চ প্রাঙ্গণে আলোচনা ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

  কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি ও সুইড বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এবং হিতৈষী সদস্য ও 'সুইড'-'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমান-'র প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন সোনার বাংলা প্রাপ্তির সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন।

  অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) সুইড কলেজ প্রাঙ্গণে দুটি গাছ রোপণ করেন।

১০. টুইড বাংলাদেশের কার্যক্রম

১৯৯৪ সালে সুইডের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় প্রতিষ্ঠিত সহযোগী সংগঠন ট্রাস্ট্র ফর দ্য ওয়েল ফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএ্যবল্ড (টুইড) এর ট্রেনিং হোম এ বর্তমানে ১৫জন প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে স্বাভাবিক ও সামাজিক হওয়া এবং আত্ম-নির্ভরশীল জীবন-যাত্রায় বসবাসের অনুশীলন/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। পাশাপাশি বিশেষ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধাও লাভ করছে। ট্রাস্টের কর্মকাণ্ডের বিশেষ দিক হচ্ছে মা-বাবার অবর্তমানে কোন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে যেন অসহায়, নিরাপত্তাহীন, অধিকার বঞ্চিত, অর্থ-সম্পদহীন ও প্রতারণার শিকার না হয় তার সুব্যবস্থার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

১১. 24 Asian Conference (AFID) সংক্রান্ত তথ্য

২-৬ ডিসেম্বর, ২০১৯, নেপালে অনুষ্ঠিত ২৪ তম 'AFID' সম্মেলনে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট সুইড ডেলিগেশন যোগদান করেছেন। 'সুইড'-'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন 'AFID'-'র 'Immt. Past Prasident' হিসেবে সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন চলাকালে তিনি বাংলাদেশ ও 'AFID' নির্বাহী কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে নেপালের 'রাইট অনারেবল প্রেসিডেন্ট' বিদ্যা দেবী ভান্ডারীর সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের বাগেরহাটের 'ষাটগম্বুজ মসজিদের 'চিত্রলিপি' উপহার দেন ও 'AFID' এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যসহ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

'সুইড'-'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী 'সুইড'-'র প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে 'কান্ট্রি পেপার' উপস্থাপন করেন। সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস কল্পনা রায় ভৌমিক ও জনাব মাহমুদুল হাসান সম্মেলনে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে নির্বাচিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সুইড শিক্ষার্থী ও পুনর্বাসিত কর্মী আশরাফ সিদ্দিক জিতু ও প্রজ্ঞা পারমিতা (বৈবাহিকভাবে পুনর্বাসিত) 'সেলফ অ্যাডভোকেট' হিসেবে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। নৃত্য শিক্ষক অমিত হাসান ও হানিফের পরিচালনায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক দল সম্মেলনে 'ফ্রেন্ডস কালচারাল নাইট' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

১২. করোনাকালীণ কার্যক্রম

- **ত্রাণ বিতরণ ঃ এপ্রিল ও মে ২০২০ মাসে 'সুইড'-'র ঢাকাস্থ শাখাসমূহে 'এনডিডি' প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের মাধ্যমে ত্রাণ সমাগ্রী বিতরণ**

  এপ্রিল ও মে-২০২০ 'করোন ভাইরাস' মহামারি পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময় অফিস কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এ সময় তিন বার 'সূচনা ফাউন্ডেশন' থেকে 'এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট' এর মাধ্যমে প্রদত্ত ত্রাণ সামগ্রী সুইড বাংলাদেশের ঢাকাস্থ ৮ টি শাখার ১৭৪ জন করে প্রতিবার মোট (১৭৪ x ৩) ৫২২ জন দরিদ্র শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সহকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, চট্টগ্রাম, ঝালকাঠি, নরসিংদী, আউশনারা শাখাসহ অন্যান্য শাখায় এ ধরনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

  সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা ও অর্থ সচিব জনাব যোবায়েদুর রহমান মিলন বিভিন্ন শাখায় গিয়ে নিজ হাতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। ত্রাণ কাজে সহযোগিতা করেন– নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল আলম খন্দকার, গাড়ি চালক মোঃ লোকমান, কর্মচারী মিলন মোল্লা ও নিরাপত্তা কর্মী মোঃ দবির হাওলাদার। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সমন্বয়ে ছিলেন সুইড বাংলাদেশের সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন। সিরাজগঞ্জে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে সাংস্কৃতিক সচিব ইমেলদা হোসেন দীপা অংশগ্রহণ করেন।

  এছাড়া ৪ এপ্রিল ২০২০ ও ১২ এপ্রিল ২০২০ সুইড বাংলাদেশের ১০ জন করে মোট ২০ জন দরিদ্র কর্মচারীদের মাঝে মিতালী হোসেনের সহযোগিতায় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম প্রদত্ত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

  সুইড এর পক্ষ থেকে ৭টি শাখায় ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয় : ১. মিরপুর ২. পলাশবাড়ী কুড়িগ্রাম ৩. অষ্টমিরচর ৪. কটিয়াদী ৫. কাকিনা ৬. কিশোরগঞ্জ ৭. রামচন্দ্রপুর

- **অন লাইন স্কাউটিং**

  - এপ্রিল, ২০২০ বাংলাদেশ স্কাউটস এক্সটেনশন বিভাগের উদ্যোগে একটি গ্রুপ ম্যাসেঞ্জার পেইজ খোলা হয়। এই গ্রুপে অন লাইনে ৩ টি সভা এবং ১টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় সুইড বাংলাদেশ স্কাউট গ্রুপের সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, সহ-সভাপতি ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং সুইড স্কাউটস সম্পাদক জনাব সোহেল রানা অংশগ্রহণ করেন। এই সভাগুলিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিশেষ স্কাউটদের এবং কর্মকর্তাদের সচেতনতামূলক বার্তা ভিডিও আকারে একটি ডকুমেন্টারী তৈরী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

    তার প্রেক্ষিতে সুইড স্কাউটস গ্রুপের সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং ১৭জন সুইড এর বিশেষ স্কাউটদের সচেতনতামূলক বার্তা ভিডিও আকারে তৈরী করে এক্সটেনশন গ্রুপে প্রেরণ করা হয়।

    পরবর্তীতে ডকুমেন্টারীটি তৈরী না হওয়ায় সুইড বাংলাদেশ এর ফেইজবুক পেইজ এবং ব্যক্তিগত ফেইজবুক পেইজে ভিডিওগুলি আপলোড করা হয়।

  - এক্সটেনশন বিভাগের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় সুইড স্কাউটস গ্রুপের ১৩জন বিশেষ স্কাউটকে অনুদান প্রদান এবং ১০টি স্কাউট ইউনিটকে স্কাউটিং এর প্রশিক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

  - ২৫ এপ্রিল, ২০২০ সুইড বাংলাদেশ স্কাউট গ্রুপের একটি গ্রুপ ম্যাসেঞ্জার খোলা হয়। এর মাধ্যমে মোট ১০টি সভার অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে স্কাউট গ্রুপের সদস্য, ২৫জন বিশেষ স্কাউট ও ১৫টি সুইড স্কাউট ইউনিটের প্রধান শিক্ষক, স্কাউট লিডার ও অভিভাবকদের সাথে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক আলোচনা হয় এবং অনেক বিনোদনমূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বিশেষ স্কাউটদের জন্মদিন উদযাপন, নৃত্য পরিবেশনা, গান, কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউট গ্রুপ সম্পাদক জনাব সোহেল রানার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

- **অনলাইন অভিভাবক প্রশিক্ষণ ও প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**

  সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির গ্রুপ ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে প্রায় ৪২টি শাখার প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। তাদের Psychosocial Community Guidence বিভিন্ন ধরনের অনুপ্রেরণামূলক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৩. উপসংহার

প্রিয় সহকর্মী বন্ধুগণ,

দীর্ঘক্ষণ যথেষ্ট ধৈর্যসহকারে আপনারা বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০ পর্যবেক্ষণ করেছেন। বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বিভিন্ন বাস্তবায়নকৃত কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। সভায় অংশগ্রহণ করে আমাদের কর্মপ্রয়াশকে গতিশীল করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন-এর জন্য আপনাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এবারের প্রতিবেদনে যা কিছু সাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে তা আপনাদেরই আন্তরিক সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে। আশা করি আমাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের সামগ্রিক জীবন-মান-উন্নয়নে আমরা উত্তরোত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে যাব। সেই প্রচেষ্টার প্রথম ধাপে আমরা আশা করতে পারি বাংলাদেশ সরকারের 'সবার জন্য শিক্ষা ও দারিদ্র বিমোচন' পরিকল্পনায় সুইড বাংলাদেশ পরিচালিত সারাদেশের সবগুলি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়গুলি এম.পি.ও ভুক্তির সুবিধা লাভ করবে। আর দ্বিতীয় ধাপে 'সুইড'-'র কার্যক্রম দেশের সুবিধা বঞ্চিত স্নায়বিক বিকাশ জনিত প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে অব্যাহত থাকবে। আমরা 'সুইড'-'র শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ, প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বৃত্তিমূলক ও উৎপাদনমূখী কাজ-কর্মের প্রশিক্ষণ স্থানীয় সরকারী-বেসরকারী প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং গণজাগরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করব এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে, আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য ও বার্ষিক প্রতিবেদন শেষ করছি।

12/06/2020

ডাঃ অজন্তা রানী সাহা
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ।

১৪. আর্থিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট : ২০১৯ সংশোধিত বাজেট-২০২০ এবং প্রস্তাবিত বাজেট-২০২১

শত সীমাবদ্ধতার পরও সমিতির বর্তমান সীমিত আয় দিয়ে এবং পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যে ব্যয় করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ ও মহাসচিবের বর্ণিত বিবরণ এবং কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রণীত বাজেট ইত্যাদির সমন্বয়ে আর্থিক প্রতিবেদন-২০১৯ ও সংশোধিত বাজেট- ২০২০ এবং প্রস্তাবিত বাজেট- ২০২১ আপনাদের সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

ক. সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা

সমিতির বর্তমান নিজস্ব অর্থের উৎস বলতে সদস্য চাঁদা, ব্যাংক ইন্টারেস্ট, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান ও ভাড়া ইত্যাদি। প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন অংশের ভাড়া, এসেসমেন্ট ফি এবং শাখা পর্যায়ে স্থানীয় অনুদান ও কিছু কিছু উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে নিয়মিত কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। প্রধান কার্যালয়, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও শাখাসমূহ পরিচালিত ৫০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ১০০% বেতন-ভাতা সরকার থেকে সরাসরি শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাউন্টে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রদান করেন।

খ. ২০১৯ সালের নিরীক্ষিত হিসাব

২০১৯ সালে বছর শুরুতে ব্যাংক ও ক্যাশে ছিল ১১,৩৩,০৪১/- (এগার লক্ষ তেত্রিশ হাজার একচল্লিশ) টাকা এবং প্রধান কার্যালয় মোট আয় ২,৮৬,৯৭,৫২৭/- (দুই কোটি ছিয়াশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচ শত সাতাশ) টাকা।

২০১৯ সালে মোট ব্যয় ২,৮৯,৫৬,১৭৬/- (দুই কোটি উননব্বই লক্ষ ছাপান্ন হাজার এক শত ছিয়াত্তর) টাকা। প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয় ২৩,১৮,৭০৬/- (তেইশ লক্ষ আঠার হাজার সাত শত ছয়) টাকা, কার্মকাণ্ড পরিচালনা এবং কার্যক্রম ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন খাতে ব্যয় ২,৬৬,৩৭,৪৭০/- (দুই কোটি ছিষট্টি লক্ষ সায়ত্রিশ হাজার চার শত সত্তর) টাকা এবং ক্যাশ ও ব্যাংকে জমা আছে ৮,৭৪,৩৯২/- (আট লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয় শত বিরানব্বই) টাকা। ২০১৯ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ করেছেন মেসার্স জি মোস্তফা এন্ড এমডব্লিউসি। বিগত ২৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহের হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মেসার্স জি মোস্তফা এন্ড এমডব্লিউসিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রধান কার্যালয়সহ মোট ৭১টি শাখার আর্থিক হিসাব ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাধীনে মেসার্স জি মোস্তফা এন্ড এমডব্লিউসি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। শাখাগুলি হলোঃ

১। প্রধান কার্যালয়	২। সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল
৩। চট্টগ্রাম শাখা	৪। ধানমন্ডি
৫। খুলনা শাখা	৬। নারায়ণগঞ্জ শাখা
৭। ফরিদপুর শাখা	৮। রংপুর শাখা
৯। জামালপুর শাখা	১০। টাংগাইল শাখা
১১। ফেনী শাখা	১২। নাঙ্গলকোট শাখা
১৩। বরিশাল শাখা	১৪। পূবাইল শাখা
১৫। চাঁদপুর শাখা	১৬। যশোর শাখা
১৭। গাইবান্ধা শাখা	১৮। পিরোজপুর শাখা
১৯। বি.বাড়িয়া শাখা	২০। সনি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়
২১। মধুপুর শাখা	২২। সাতক্ষীরা শাখা
২৩। নোয়াখালী শাখা	২৪। গলাচিপা, পটুয়াখালী শাখা
২৫। সরিষাবাড়ী শাখা	২৬। গেন্ডারীয়া শাখা
২৭। মানিকগঞ্জ শাখা।	২৮। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার শাখা
২৯। ফুলছড়ি শাখা	৩০। ঝালকাঠি শাখা
৩১। মৌলভী বাজার শাখা	৩২। বাগজানা শাখা
৩৩। মঠবাড়িয়া শাখা	৩৪। দক্ষিণ মৌভাষা শাখা

৩৫। ভান্ডারিয়া শাখা
৩৬। বকশীগঞ্জ শাখা
৩৭। শ্রীবরদী শেরপুর শাখা
৩৮। দলদলিয়া, কুড়িগ্রাম শাখা
৩৯। কিশোরগঞ্জ শাখা
৪০। টেপামধুপুর, রংপুর শাখা
৪১। ঘুঘুরাকান্দি শাখা
৪২। সারিয়াকান্দি শাখা
৪৩। পূর্ব শান্তিরাম শাখা
৪৪। নলডাঙ্গা শাখা
৪৫। ইদিলপুর শাখা
৪৬। ছোটখাতা (নীলফামারী) শাখা
৪৭। মোহনপুর শাখা
৪৮। টেংরাকুড়া শাখা
৪৯। আউশনারা শাখা
৫০। তারাগঞ্জ শাখা
৫১। দক্ষিণ বিলডগা শাখা
৫২। শশীভূষণ শাখা
৫৩। বাহাগিলী শাখা
৫৪। বড়ভিটা শাখা
৫৫। দর্জিপাড়া শাখা
৫৬। রণচন্ডী শাখা
৫৭। শৌলমারী শাখা
৫৮। বালাগ্রাম শাখা
৫৯। খগাখড়িবাড়ী শাখা
৬০। মাদারগঞ্জ শাখা
৬১। উমর মজিদ ইউনিয়ন শাখা
৬২। ডাউয়াবাড়ী শাখা
৬৩। রানিয়াদ শাখা
৬৪। নরসিংদী শাখা
৬৫। কৈমারী শাখা
৬৬। রামজীবন শাখা
৬৭। শাপলা শাখা
৬৮। ভূঞাপুর শাখা
৬৯। কুন্দুপুকুর শাখা
৭০। কাউনিয়া শাখা
৭১। দেবীগঞ্জ শাখা

গ. ২০২০ সালের সংশোধিত বাজেট

এবার ২০২০ সালের সংশোধিত বাজেট উপস্থাপন করছি। ২০২০ সালের সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ২,১৭,৩৫,০০০/- (দুই কোটি সতের লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা, হারাইজন মিডিয়া এ্যান্ড পাবলিকেশন এর সিকিউরিটি মানি ৯০,০০,০০০/- (নব্বই লক্ষ) টাকা ও সুইডের নিজস্ব আয় ১,০২,৩৫,০০০/- (এক কোটি দুই লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা। সেই প্রত্যাশায় সুইড বাংলাদেশের বাজেটে আমরা এ টাকা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে বাজেটে তা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

২০২০ সালের সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৪২,৬৫,০০০/- (এক কোটি বেয়াল্লিশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা। প্রধান কার্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ২৫,৮০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর প্রশিক্ষণ ব্যয় ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা ও অন্যান্য খরচ বাবদ ধরা হয়েছে ৯১,৮৫,০০০/- (একানব্বই লক্ষ পচাশি হাজার) টাকা।

ঘ. ২০২১ সালের প্রস্তাবিত বাজেট

এখন ২০২১ সালের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করছি। ২০২১ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ১,৬৮,৮৫,০০০/- (এক কোটি আটষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা, সমিতির নিজস্ব আয় ১,০৮,৪০,০০০/- (এক কোটি আট লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ও অন্যান্য অনুদান বাবদ আয় ধরা হয়েছে ৩৫,৪৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার) টাকা। প্রত্যাশিত প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী বেতন-ভাতা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিচালনায় কোন সংকট হবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

২০২১ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৬৮,৮৫,০০০/- (এক কোটি আটষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা। প্রধান কার্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ৩০,৮৫,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর প্রশিক্ষণ বাবদ ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা ও অন্যান্য খরচ বাবদ ধরা হয়েছে ১,১৩,০০,০০০/- (এক কোটি তের লক্ষ) টাকা।

প্রিয় সহকর্মী বন্ধুগণ,

সুইড বাংলাদেশ এর ৪ ইস্কাটন গার্ডেনস্থ ভূমির উন্নয়ন ও ভবন নির্মাণ, শাখা সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, শাখা সমূহের স্কুল পরিচালনার ব্যয়, শাখা কার্যক্রম মনিটরিং, সার্ভিস প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশের অবশিষ্ট অঞ্চল ও স্থানে নতুন শাখা খোলা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে জাতীয় ভিত্তিক কর্মশালা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সুইড এর আংশিক ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি খাতে ব্যয়ের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। আমরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে সরকারী-বেসরকারী দেশী/বিদেশী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে সকলের সহযোগিতায় সুইড বাংলাদেশ এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে সমর্থবান হতে পারবো ইনশাল্লাহ্।

পরিশেষে আমি আপনাদের বিনীত অনুরোধ করছি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে এবং আলোচনা শেষে ২০১৯ সালের নিরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব বিবেচনার মাধ্যমে অনুমোদন দিতে। এছাড়া ২০২০ সালের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২১ সালের প্রস্তাবিত বাজেটেরও অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ধৈর্য্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আমি আপনাদের কাজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বাংলাদেশ চিরজীবি হউক, খোদা হাফেজ।

যোবায়েদুর রহমান মিলন
অর্থ সচিব
সুইড বাংলাদেশ

বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা-২০২০

২০২০ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই COVID-19 (Corona Virus International Disaster) এর প্রভাবে সব কার্যক্রমের পরিকল্পনা নেয়া হলেও কতটা বাস্তবায়ন করা যাবে সে বিষয়ে সন্দিহান থেকেও কর্ম পরিকল্পনা বরাবরের মতো করা হলো। তবে সবকিছুই নির্ভর করবে বিদ্যমান ও বিরাজমান পরিবেশ পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতের উপর।

১। জাতীয় কার্যক্রম:

কর্মসূচী	সময়সূচী	বিবরণ	সম্ভাব্য আয়	ব্যয়ের বিভাজনসহ	সম্ভাব্য ব্যয়
১. আঞ্চলিক বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	৮ টি অঞ্চলে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে, যথা- নভেম্বর ঃ খুলনা বিভাগ; নভেম্বর ঃ সিলেট বিভাগ; নভেম্বর ঃ চট্টগ্রাম বিভাগ; নভেম্বর ঃ রাজশাহী বিভাগ; ডিসেম্বর ঃ রংপুর বিভাগ; ডিসেম্বর ঃ বরিশাল বিভাগ; ডিসেম্বর ঃ ময়মনসিংহ বিভাগ; ডিসেম্বর ঃ ঢাকা বিভাগ।	উল্লিখিত বিভাগসমূহের অধীন শাখাসমূহের ছাত্র/ছাত্রীগণ আঞ্চলিক বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ- গ্রহণ করবে।	দাতা সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও উৎসাহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় এর নিজস্ব তহবিল থেকে ৫০% ও সংশ্লিষ্ট আয়োজক শাখা কর্তৃক স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে ৫০% অর্থ আয় করে কর্মসূচীর ব্যয় নির্বাহ করা হবে।	প্রতিটি ৪,০০,০০০ X ৮ টি প্রতিযোগিতা	৩২,০০,০০০
২. জাতীয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	ডিসেম্বর ঃ জাতীয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	জাতীয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীগণ অংশগ্রহণ করবে।	সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দাতা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসহ উৎসাহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহীত অর্থ ও নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।	মোট ১২,০০,০০০	১২,০০,০০০
৩. প্রশিক্ষণ ও টুর্ণামেন্ট আয়োজন (ব্যাডমিন্টন, বোচি, টেবিল টেনিস, ফুটবল)	সেপ্টেম্বর ঃ ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ/টুর্ণামেন্ট আয়োজন সেপ্টেম্বর ঃ বোচি প্রশিক্ষণ/টুর্ণামেন্ট আয়োজন অক্টোবর ঃ টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ/টুর্ণামেন্ট আয়োজন নভেম্বর ঃ ফুটবল প্রশিক্ষণ ডিসেম্বর ঃ ফুটবল টুর্নামেন্ট।	ঢাকার প্রতিযোগী ও ঢাকার বাইরের প্রতিযোগীদের নিয়ে আয়োজন করা	জনকল্যাণমূলক সংগঠন, সরকারী প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া পরিষদ সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন দাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।	প্রতিটি টুর্নামেন্ট ও প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা X ৫টি	৫,০০,০০০ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
৪. জনসচেতনতার জন্য আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজন	সেপ্টেম্বর ঃ চট্টগ্রাম অক্টোবর ঃ ঢাকা নভেম্বর ঃ রাজশাহী নভেম্বর ঃ খুলনা নভেম্বর ঃ সিলেট ডিসেম্বর ঃ বরিশাল ডিসেম্বর ঃ ময়মনসিংহ ডিসেম্বর ঃ রংপুর	বিষয়ঃ প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৯ ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি ট্রাস্ট আইন-২০১৯ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, দেশী/বিদেশী বেসরকারী সংগঠন ও সংস্থা, সরকারী অর্থ ও নিজস্ব আয় থেকে নির্বাহ করা হবে।	প্রতিটি সেমিনারের ব্যয় ৫০,০০০X৮টি	৪,০০,০০০ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে

কর্মসূচী	সময়সূচী	বিবরণ	সম্ভাব্য আয়	ব্যয়ের বিভাজনসহ	সম্ভাব্য ব্যয়
৫. সাংগঠনিক সভা:	দুই মাস অন্তর অন্তর জাতীয় নির্বাহী কমিটি,	আপ্যায়ন : দুই মাস অন্তর জাতীয় নির্বাহী কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।	সংগঠনের নিজস্ব অর্থায়নে: সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শুভাকাঙ্ক্ষীদের আর্থিক সহায়তা		৫০,০০০
	ম্যানেজমেন্ট কমিটি, বিভিন্ন উপ-কমিটি	বিভিন্ন কমিটির সভা			১৫,০০০
	উপদেষ্টা কমিটি	বছরে ২ বার উপদেষ্টা কমিটির সভা			১৫,০০০
	জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা	বছরে ১ বার			৪,০০,০০০
	বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিয়মিত কার্যক্রম-	২ বার শাখা পরিদর্শন			৩,০০,০০০
৬. উপকরণ ক্রয়	২০২০ সালের বিভিন্ন সময়ে ক্রয় করা হবে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু ও মানসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় করা প্রয়োজন	দাতা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী দানশীল ব্যক্তির অনুদান, বিদেশী দূতাবাস ও সেবামূলক সংস্থার অনুদান।	২ টি ল্যাপটপ, ৩টি ডেস্কটপ কম্পিউটার সহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর।	৫,০০,০০০
৭. বিভিন্ন দিবস ও বাৎসরিক অনুষ্ঠান আয়োজন	➢ ২ জানুয়ারী- জাতীয় সমাজসেবা দিবস; ➢ ২৯ জানুয়ারী-সরস্বতী পূজা ➢ ২৮ জানুয়ারী-বার্ষিক মিলাদ মাহফিল; ➢ ২১ ফেব্রুয়ারী- শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস; ➢ ১৭ মার্চ- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবস। ➢ ২১ মার্চ ডাউন্স সিনড্রোম দিবস ➢ ২৬ মার্চ- স্বাধীনতা দিবস; ➢ ২রা এপ্রিল- বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ➢ ১৪ এপ্রিল- বাংলা নববর্ষ; ➢ ১৭ এপ্রিল- মুজিবনগর দিবস ➢ ১ মে মহান মে দিবস শ্রমিক সংহতি দিবস, ➢ ৮ মে- রবিন্দ্র জন্ম জয়ন্তী ➢ ২৫ মে- নজরুল জন্ম জয়ন্তী ➢ ৬ আগস্ট বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ দিবস পালন ➢ ১৫ আগস্ট- জাতীয় শোক দিবস; ➢ ২৯ আগস্ট জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মহাপ্রয়ান দিবস; ➢ ৩ অক্টোবর- শিশু অধিকার সপ্তাহ; ➢ ১৫ অক্টোবর- বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ➢ ২১ নভেম্বর পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী ➢ ৩ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস; ➢ ৯ ডিসেম্বর- বেগম রোকেয়া দিবস; ➢ ১০ ডিসেম্বর- মানবাধিকার দিবস; ➢ ১৬ ডিসেম্বর- বিজয় দিবস; ➢ ২২-২৫ ডিসেম্বর- ৪র্থ সুইড স্কাউট সমাবেশ ➢ ২৪ ডিসেম্বর- সুইডের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সুইড দিবস	অন্য সংগঠন আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ অথবা সুইড বাংলাদেশ কর্তৃক অনুষ্ঠান আয়োজন করা	স্পন্সর, সিএসআর এর প্রতি দায়িত্বশীল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বিত্তশীল ব্যক্তি, সংগঠন, সেবামূলক সংগঠন ও নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।	প্রতিটি দিবসের কার্যক্রমে ১৯ দিবসের জন্য মোট = ৩,২০,০০০ টাকা ব্যয় হবে	২৫,০০০ ১০,০০০ ২০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ৩০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ২০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ ২০,০০০ ২,০০,০০০ ৩০,০০০

কর্মসূচী	সময়সূচী	বিবরণ	সম্ভাব্য আয়	ব্যয়ের বিভাজনসহ	সম্ভাব্য ব্যয়
৮. জাগরণী প্রকাশ	➢ সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২০ সংখ্যা	প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্য নির্ভর প্রকাশনা	স্পন্সর বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির দান এবং জাগরণীমূল্য	২ সংখ্যা x ৫০,০০০ অথবা ১টি স্মারণিকা ১০০০ কপি	১,০০,০০০
৯. শাখা পরিদর্শন ও গণসংযোগ	২০২০	গণসংযোগ, প্রতিবন্ধী শিশুর তালিকা তৈরী, এসেসমেন্ট, শিক্ষক-কর্মী-অভিভাবক প্রশিক্ষণ, বিশেষ স্কুল কার্যক্রম শুরু	উন্নয়ন সহযোগী, জনকল্যাণমূলক ও সেবা সংগঠন, স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ও নিজস্ব আয় থেকে নির্বাহ করা হবে।	সাংগঠনিক ব্যয়	২,৫০,০০০
১০. (ক) বিশেষ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	২০২০	ইতিমধ্যে ৭তম তলায় সুইড বকুল-মামুন মাল্টি পারপাস এরিনার উন্নয়নমুলক কাজ প্রায় শেষের দিকে। অচিরেই উদ্বোধন করা হবে।	বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নির্মাণ কাজ করা হয়েছে।	টাইলস, গ্রীল, থাই. সিসি, আরসিসি বিক্স ওয়ার্কসহ ট্রাস দিয়ে নির্মিত	১,০০,০০,০০০ অর্থ প্রাপ্তি হয়েছে, বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির অনুদানে
(খ) অগ্নি নির্বাপন রক্ষণাবেক্ষন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২০	সরঞ্জ্যমাদী ক্রয় ও স্থাপন ফায়ার এক্সটিংগুইসার ও অন্যান্য	সুইডের নিজস্ব ফান্ড থেকে		৫,০০,০০০
(গ) মসজিদ নির্মাণ	জুন, ২০২০	ইতিমধ্যে যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির তার জান্নাত বাসিনী মায়ের নামে **"রত্নগর্ভা শহীদ জননী খুরশিদ আরা ফাউন্ডেশনের"** অর্থায়নে মসজিদ করেছেন।	রত্নগর্ভা শহীদ জননী খুরশিদ আরা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে	১৪০৩ বর্সফুট	২০,০০,০০০
(ঘ) সুইড এর ৪নং ইস্কাটন গার্ডেন	২০২০	৪, ইস্কাটন গার্ডেন এর ৩৪ কাঠা জমির উপর বহুতল ভবন (১৫তলা) করা হবে। ড্যান্স মিউজিক ও প্লে-থেরাপী রুম, ট্রেনিং রুম ও ডরমিটরী, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, কনফারেন্স রুম, ইনডোর স্পোর্টস সেন্টার প্রাইমারী হেলথ কেয়ার এন্ড মেডিকেল সেন্টার ডে কেয়ার সেন্টার।	সরকারী অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রকল্প সারপত্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে।	২৪,৪৮০ বর্গফুট x ১৫তলা x ৩,৫০০	১,২৮,৫২,০০,০০০ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
				মোট =	**১,৩০,৪৬,৪৫,০০০**

২। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড অ্যান্ড অটিস্টিক (এনআইআইডিএ)-এর কার্যক্রমঃ

কর্মসূচী	সময়সূচী	বিবরণ	সম্ভাব্য আয়	ব্যয়ের বিভাজনসহ	সম্ভাব্য ব্যয়
১. এসেসমেন্ট কার্যক্রম	চলমান	এনআইআইডিএ'র ক্লিনিক্যাল টীমের মাধ্যমে সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল ও স্পিচ এসেসমেন্ট করা; সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের সংখ্যা ৩৫০ জন। প্রতি ক্লায়েন্টের নিকট থেকে ৩০০ টাকা হারে ফি গ্রহণ করা হয়।	১,০৫,০০০	উপকরণ ব্যয়	১,০০,০০০
২. ফিজিওথেরাপি প্রদান কার্যক্রম	চলমান	বিদ্যালয়সমূহ থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিন ফিজিওথেরাপি প্রদান করা।			
৩. স্পিচথেরাপি প্রদান কার্যক্রম	চলমান	বিদ্যালয়সমূহ থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্পিচথেরাপি প্রদান করা।			
৪. অকুপেশনাল থেরাপি কার্যক্রম	চলমান	বিদ্যালয়সমূহ থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অকুপেশনাল থেরাপি প্রদান করা।			
৫.বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, সেরেব্রাল পলসি ও অটিজম বিষয়ে মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ	প্রতি বছর কমপক্ষে ৩ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হবে আবশ্যক বোধে বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা ভিত্তিক শিক্ষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।	বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।	প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিকট থেকে জন প্রতি ৫০০/- টাকা, এবং বহিরাগত প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে ২,০০০/- টাকা কোর্স ফি নেয়া হবে।	প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কোর্স ফি হিসেবে প্রাপ্ত আয় থেকে ব্যয় করা হবে	০
৬. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, সেরেব্রাল পলসি ও অটিজম বিষয়ে অভিভাবক প্রশিক্ষণ	কেন্দ্রীয় দপ্তরে বছর ৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হবে	বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, সেরেব্রাল পলসি ও অটিজম বিষয়ের সমন্বয়ে ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। প্রতি প্রশিক্ষণে গড়ে ২০ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করবেন।	প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে ৫০০/- টাকা হারে কোর্স ফি গ্রহণ করা হবে।	প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কোর্স ফি হিসেবে প্রাপ্ত আয় থেকে ব্যয় করা হবে	০
৭. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, সেরেব্রাল পলসি ও অটিজম বিষয়ে অভিভাবক প্রশিক্ষণ	ঢাকা মহানগরের ৫টি শাখায় প্রশিক্ষণ কোর্স পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হবে	বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, সেরেব্রাল পলসি ও অটিজম বিষয়ের সমন্বয়ে ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। প্রতি প্রশিক্ষণে গড়ে ২০ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করবেন।	প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে ৫০০/- টাকা হারে কোর্স ফি গ্রহণ করা হবে।	প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কোর্স ফি হিসেবে প্রাপ্ত আয় থেকে ব্যয় করা হবে	০

কর্মসূচী	সময়সূচী	বিবরণ	সম্ভাব্য আয়	ব্যয়ের বিভাজনসহ	সম্ভাব্য ব্যয়
৮. স্পীচ থেরাপি বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবক প্রশিক্ষণ	কেন্দ্রীয় দপ্তরে বছরে ৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হবে	স্পীচ থেরাপি বিষয়ে ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। প্রতি প্রশিক্ষণে গড়ে ২০ জন অংশগ্রহণ করবেন।	প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে ৫০০/- টাকা হারে কোর্স ফি গ্রহণ করা হবে।	প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কোর্স ফি হিসেবে প্রাপ্ত আয় থেকে ব্যয় করা হবে	০
৯. ফিজিওথেরাপি বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবক প্রশিক্ষণ	কেন্দ্রীয় দপ্তরে বছরে ৪ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হবে	ফিজিওথেরাপি বিষয়ে ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। প্রতি প্রশিক্ষণে গড়ে ২০ জন অংশগ্রহণ করবেন।	প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে ৫০০/- টাকা হারে কোর্স ফি গ্রহণ করা হবে।	প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কোর্স ফি হিসেবে প্রাপ্ত আয় থেকে ব্যয় করা হবে	০
১০. অকুপেশনাল থেরাপি বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবক প্রশিক্ষণ	কেন্দ্রীয় দপ্তরে বছর ৪ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হবে	অকুপেশনাল থেরাপি বিষয়ে ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। প্রতি প্রশিক্ষণে গড়ে ২০ জন অংশগ্রহণ করবেন।	প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে ৫০০/- টাকা হারে কোর্স ফি গ্রহণ করা হবে।	প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কোর্স ফি হিসেবে প্রাপ্ত আয় থেকে ব্যয় করা হবে	০
১১. কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণদান	চলমান	নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ফিল্ডওয়ার্ক/গবেষণা/প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এসে থাকেন, সে মতে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন মেয়াদে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৮০ জন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর নিকট থেকে ৫০০/- টাকা হারে ফি গ্রহন করা হবে।	প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে ৫০০/- টাকা হারে কোর্স ফি গ্রহণ করা হবে।	প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কোর্স ফি হিসেবে প্রাপ্ত আয় থেকে ব্যয় করা হবে	০
১২. বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্মসূচি (এসেসমেন্ট, কাউন্সেলিং ও থেরাপিউটিক নির্দেশনা টিম)	ক) ঢাকা মহানগরীর ৬টি বিদ্যালয়ে এসেসমেন্ট, কাউন্সেলিং ও থেরাপিউটিকধ নির্দেশনা টিম কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট শাখা পরিদর্শন করবে।	ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট ও স্পিচ থেরাপিস্ট ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিবন্ধিতা এসেসমেন্ট করবে এবং ফিজিওথেরাপি ও স্পিচ থেরাপি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কর্তৃক পিতামাতাদের কাউন্সেলিং করা হবে।	নিজস্ব আয়	ক) জন প্রতি যাতায়াত ভাতা ৫০০ টাকা x ২ জন x ৬ টি বিদ্যালয় x ২বার = ১২,০০০	১২,০০০
	খ) বৃহত্তর ঢাকায় ৪ টি বিদ্যালয়ে এসেসমেন্ট, কাউন্সেলিং ও থেরাপিউটিক নির্দেশনা টিম কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট শাখা পরিদর্শন করবে।	ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট ও স্পিচ থেরাপিস্ট ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিবন্ধিতা এসেসমেন্ট করবে এবং ফিজিওথেরাপি ও স্পিচ থেরাপি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কর্তৃক পিতামাতাদের কাউন্সেলিং করা হবে।	নিজস্ব আয়	খ) জনপ্রতি গড় টিএ/ডিএ ৩০০০ টাকা x ৩ জন x ৪ টি বিদ্যালয় x ২ বার = ৭২,০০০/- টাকা।	৭২,০০০
	গ) ঢাকার বাইরে ১৫টি বিদ্যালয়ে এসেসমেন্ট, কাউন্সেলিং ও থেরাপিউটিক নির্দেশনা টিম কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট শাখা পরিদর্শন করবে।	ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট ও স্পিচ থেরাপিস্ট শাখার ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিবন্ধিতা এসেসমেন্ট করবে এবং ফিজিওথেরাপি ও স্পিচ থেরাপি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কর্তৃক পিতামাতাদের কাউন্সেলিং করা হবে।	স্পন্সর ও সিএসআর এর দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সহযোগিতা ও নিজস্ব আয়।	গ) জনপ্রতি টিএ/ডিএ ৫,০০০ টাকা x ৩ জন x ১৫ টি বিদ্যালয় = ২,২৫,০০০/- টাকা।	২,২৫,০০০ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
	ঘ) নতুন শাখা সমূহের কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য প্রফেশনাল এবং প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের জন্য পরিদর্শন	প্রফেশনাল এবং প্রশাসনিক কাজে দক্ষ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত টিম চলতি বছরে মোট ১৫টি শাখা পরিদর্শন করবেন	নিজস্ব আয়	গ) জনপ্রতি টিএ/ডিএ ৫,০০০ টাকা x ৩ জন x ১৫ টি বিদ্যালয় = ২,২৫,০০০/- টাকা।	২,২৫,০০০ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে

কর্মসূচী	সময়সূচী	বিবরণ	সম্ভাব্য আয়	ব্যয়ের বিভাজনসহ	সম্ভাব্য ব্যয়
১৩. বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্মসূচি (শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও নির্দেশনা টিম)	ক) ঢাকা মহানগরীর ৮ টি বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও নির্দেশনা টিম কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শন	নির্দেশনা টিম ঃ এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট (বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ), এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট (অটিজম) ও অকুপেশনাল থেরাপিস্ট সমন্বয়ে গঠিত প্রফেশনাল টিম বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম মনিটরিং, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং আলোচনা সভা করা।	নিজস্ব আয়	ক) জন প্রতি যাতায়াত ভাতা ৫০০ টাকা x ২ জন x ৬ টি বিদ্যালয় x ৩ বার = ১৮,০০০	১৮,০০০
	খ) বৃহত্তর ঢাকায় ৪ টি বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও নির্দেশনা টিম কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শন।	নির্দেশনা টিম ঃ এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট (বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ), এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট (অটিজম) ও অকুপেশনাল থেরাপিস্ট সমন্বয়ে গঠিত প্রফেশনাল টিম বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম মনিটরিং, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং আলোচনা সভা করা।	নিজস্ব আয়	খ) জনপ্রতি গড় টিএ/ডিএ ৫০০০ টাকা x ৩ জন x ৪ টি বিদ্যালয় টাকা x ২ বার = ১,২০,০০০/- টাকা।	১,২০,০০০
	গ) ঢাকার বাইরে ১৫টি বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও নির্দেশনা টিম কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শন	নির্দেশনা টিম ঃ এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট (বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ), এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট (অটিজম) ও অকুপেশনাল থেরাপিস্ট-এর সমন্বয়ে গঠিত প্রফেশনাল টিম বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম মনিটরিং, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং আলোচনা সভা করা।	সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি, স্পন্সর সরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুদান নিজস্ব আয়।	গ) জনপ্রতি টিএ/ডিএ ৫,০০০ টাকা x ৩ জন x ১৫টি বিদ্যালয় = ২,২৫,০০০/- টাকা।	২,২৫,০০০ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
১৪. ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা (আই ই পি)	আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে পুনঃমুদ্রণ করা	৫০০০ কপি ছাপানো হবে।	স্পন্সরশীপ বিজ্ঞাপন এবং নিজস্ব আয়। প্রকাশনা বিক্রি বাবদ অর্থ		১,০০,০০০
১৫. বই ও জার্নাল ক্রয়	বই ক্রয় করা হবে	প্রফেশনাল, শিক্ষক, কর্মীদের জ্ঞানগত দক্ষতা বৃদ্ধি	বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সেবামূলক সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী নিজস্ব আয়।		৭০,০০০
১৬. উপকরণ ক্রয়	২০২০ সালের বিভিন্ন সময়ে ক্রয় করা হবে।	এনআইআইডিএ'র ক্লিনিক্যাল, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও মানসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় করা প্রয়োজন।	০	১) পাঠ পরিকল্পনা, ৮৫,০০০ ২) কম্পিউটারসহ প্রিন্টার-৬০,০০০ ৩) ষ্টেশনারী ও অন্যান্য উপকরণ ৩০,০০০	১,৭৫,০০০ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
				মোট =	১২,২২,০০০

বাজেট সার-সংক্ষেপ সর্বমোট

১। জাতীয় কার্যক্রম = ১,৩০,৪৬,৪৫,০০০/-টাকা

২। এনআইআইডিএ কার্যক্রম = ১২,২২,০০০/-টাকা

সর্বমোট ব্যয় = ১,৩০,৫৮,৬৭,০০০/- (কথায় ঃ এক শত ত্রিশ কোটি আটান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার) টাকা মাত্র।

উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) সুইড বাংলাদেশ	পরিচালক সুইড বাংলাদেশ	অর্থ সচিব সুইড বাংলাদেশ	মহাসচিব সুইড বাংলাদেশ

G.MOSTAFA & MWC
Chartered Accountants

SOCIETY FOR THE WELFARE OF THE INTELLECTUALLY DISABLED, BANGLADESH, (SWID-BANGLADESH)
Statement of Financial Position
As at December 31, 2019

Particulars	Notes	Amount in Taka 31 Dec 2019	Amount in Taka 31 Dec 2018
Assets			
Non Current Assets		**348,551,557**	**335,604,224**
Fixed Assets	9	346,627,136	333,785,457
Investment in FDR	10	1,883,690	1,778,037
Receivable from Office & Branches	11	40,730	40,730
Current Assets		**6,996,130**	**3,013,541**
Government Grant Receivable	12	-	-
Rent Receivable		1,316,000	477,000
Advance to Romiz Uddin Ahmed	13	-	50,000
Advance to Mr. Amit Hasan	14	20,000	20,000
Advance to Mrs. Nahidun Nahar	15	28,000	28,000
Advance to Mr. Anisul Haque	16	1,500	1,500
Advance to Contractor for construction of Building	17	4,752,238	1,300,000
Advance to S.M Media Vission	18	-	-
Loan Over Paid to Provident Fund	19	4,000	4,000
Cash in Hand & Bank	20	874,392	1,133,041
Total Assets		**355,547,688**	**338,617,765**
Fund & Liabilities			
Fund		**328,473,400**	**327,242,163**
Accumulated Fund Account	21	325,418,727	324,187,490
Reserve Fund		3,050,000	3,050,000
Development Fund	22	2,760	2,760
Poor Fund	23	1,913	1,913
Non-Current Liabilities		**1,932,000**	**1,380,000**
Loan from Gratuity Fund	24	500,000	500,000
Loan from Development Fund	25	80,000	80,000
Loan from Mr. Md. Mahbub Monir	26	1,352,000	800,000
Current Liabilities		**25,142,287**	**9,995,602**
Security Money Refundable	27	24,800,000	9,800,000
Liability for Expenses	28	342,287	195,602
Total Fund & Liabilities		**355,547,688**	**338,617,765**
Contingent Liability	29	**3,000,000**	**3,000,000**

The accompanying notes form an integral part of these financial statement.

Finance Secretary **Secretary General**

Signed our separate report on even date annexed.

Dated : June 28, 2020
Place : Dhaka

G. MOSTAFA & MWC
Chartered Accountants

SOCIETY FOR THE WELFARE OF THE INTELLECTUALLY DISABLED, BANGLADESH, (SWID-BANGLADESH)
Statement of Comprehensive Income
For the Year Ended 31 December 2019

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		Year 2019	Year 2018
A. **Income**			
Government Salary Grant	30	-	1,329,320
General Membership Subscription		136,011	181,170
Institutional Membership subscription		-	600,000
Donation	31	7,483,215	6,110,840
Clinical Service Charges		12,170	16,900
Interest received from FDR		105,653	475,968
Annual festival Bonus		-	20,200
Branch opening Application fees		103,500	789,350
Electricity Bill (from tenant)		196,830	82,786
Rent Income	32	3,399,250	2,511,000
Miscellaneous Income		103,871	16,801
AFID Registration fees		682,000	-
Scouts		-	10,000
IEP Evaluation Books		11,000	142,750
Superhero		356,400	-
Bank Interest		280	-
Total Income		**12,590,180**	**12,287,085**
B. **Expenditure**			
Salary & Allowances	33	2,470,811	3,936,080
Bank Charges		8,179	5,153
Membership Subscription		1,000	1,000
Branch Visit & Opening		120,341	270,634
Electricity Bill	34	314,197	212,991
Gas & Water	35	139,140	121,435
Meeting, Seminar & AGM		543,067	572,333
FDR Charge		-	7,877
Postage, Telephone, Fax etc.	36	109,375	75,534
Printing & Stationery		140,499	196,059
Repairs & Maintenance		215,552	5,120
Traveling & Conveyance		86,305	87,655
AFID & NGO Bureau Expenditure		1,777,941	1,361,200
Audit Fee	37	60,000	50,000
Miscellaneous Expenses		134,900	50,548
National Day		605,695	417,305
National Conference, Sports & Cultural Exp.		1,473,989	745,449
Rent & Taxes		417,679	1,674,927
Scouts		254,389	132,000
Teachers Training Program		107,806	361,158
Entertainment & Hospitality		106,605	126,265
Depreciation		1,350,896	722,576
Transport Running cost		161,558	-
Alpona & Anjali		525,020	-
Superhero salary		234,000	-
Total Expenditure		**11,358,944**	**11,133,299**
Add : Excess of Income over Expenditure (A-B)		1,231,237	1,153,786
Total		**12,590,180**	**12,287,085**

The accompanying notes from an integral part of these financial statement.

Finance Secretary | **Secretary General**

Signed as per our separate report on even date annexed.

Dated : June 28, 2020
Place : Dhaka

G. MOSTAFA & MWC
Chartered Accountants

SOCIETY FOR THE WELFARE OF THE INTELLECTUALLY DISABLED, BANGLADESH, (SWID-BANGLADESH)
Statement of Receipts and Payments
For the Year Ended 31 December 2019

Particulars	Amount in Taka	
	Year 2019	Year 2018
Opening Balance	**1,133,041**	**3,711,904**
Cash in Hand	17,053	11,026
Cash at Bank	1,115,988	3,700,878
Receipts during the year	**28,697,527**	**24,438,470**
Government Salary Grant	-	2,658,560
Loan from Mr. Mahabubul Monir	900,000	800,000
Loan from Mr. Mahabubul Monir	1,152,000	-
General Membership Subscription	136,011	181,170
Instiutional Membership subscription	-	600,000
Donation	4,603,215	6,110,840
Clinical Service Charges	12,170	16,900
Interest received from FDR	-	427,457
FDR incashment	-	4,670,156
Security Money from Dhaka School of Economics	-	5,000,000
Security Money from Priyanka Tailors	-	42,000
Security Money from Sochi general store	-	50,000
Annual Festival fees	-	20,200
Branch opening Application fees	103,500	789,350
Electricity Bill (from tenant)	196,830	82,786
Rent Income	2,560,250	2,719,500
Miscellaneous Income	103,871	16,801
IEP Evaluation Books	11,000	142,750
Advance refund from Multimedia	-	100,000
Scouts	-	10,000
Donation-Micro bus	2,880,000	-
AFID Registration fees	682,000	-
Horizon Media & Publication Ltd.(Security & rent -Advanced)	15,000,000	-
Superhero	356,400	-
Bank Interest	280	-
Total	**29,830,568**	**28,150,374**

Particulars	Amount in Taka	
	Year 2019	Year 2018
Payments during the year	**28,956,176**	**27,017,333**
Salary & Allowances	2,318,706	5,265,320
Bank Charges	8,179	5,153
Membership Subscription	1,000	1,000
Branch Visit & Opening	120,341	270,634
Building Construction	9,604,938	13,990,871
Electricity Bill	319,574	189,693
Gas & Water	138,722	120,519
Meeting, Seminar & AGM	543,067	572,333
Office Equipment	168,427	14,600
Vehicle	2,880,000	-
Postage, Telephone, Fax etc.	109,836	79,524
Printing & Stationery	140,499	196,059
Repairs & Maintenance	215,552	5,120
Traveling & Conveyance	86,305	87,655
Donation to AFID	1,777,941	1,361,200
Audit Fee	60,000	50,000
National Day	605,695	417,305
Advance to Contractor for construction of Building	3,452,238	1,300,000
Loan Paid to Mr.Mahbubur monir	1,500,000	-
Miscellaneous Expenses	84,900	50,548
National Conference, Sports & Cultural Exp.	1,473,989	745,449
Elect.sub-station	1,539,210	-
Rent & Taxes City Corporation Tax	417,679	1,674,927
Scouts	254,389	132,000
Teachers Training Program	107,806	361,158
Entertainment & Hospitality	106,605	126,265
Transport Running cost	161,558	-
Alpona & Anjali	525,020	-
Superhero salary	234,000	-
Closing Balance	**874,392**	**1,133,041**
Cash in Hand	11,460	17,053
Cash at Bank	862,932	1,115,988
Total	**29,830,568**	**28,150,374**

Finance Secretary **Secretary General**

Signed as per our separate report on even date annexed.

Dated : June 28, 2020
Place : Dhaka

G. MOSTAFA & MWC
Chartered Accountants

SWID BANGLADESH

4/A, Eskaton Garden, Dhaka-1000

REVISED BUDGET FOR 2020 AND PROPOSED BUDGET FOR 2021 (SUMMARY)

INCOME :

Sl. No.	Heads of Income	Actual Income,19	Proposed Budget,20	Revised Budget,20	Proposed Budget,21	Remarks
4	SWID-Bangladesh own income	24,645,527	17,130,000	19,235,000	10,840,000	
5	Jatiya Samaj Kallayan Parised fund (Training Program)	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	
	Sub-Total Taka =	26,645,527	19,130,000	21,735,000	13,340,000	
6	Cash (Cash in hand & Cash at Bank)	874,392	(4,195,000)	(7,470,000)	3,545,000	
	Grant Total =	27,519,919	14,935,000	14,265,000	16,885,000	

EXPENDITURE :

Sl. No.	Heads of Expenditure	Actual Expenses,19	Proposed Budget,20	Revised Budget,20	Proposed Budget,21	Remarks
1	Salary Expenses : (a) Administration & Central Activities	2,318,706	2,770,000	2,580,000	3,085,000	
	Sub-Total =	2,318,706	2,770,000	2,580,000	3,085,000	
2	Non-Salary/Program Expenses: (a) Administration & Centrasl Activities	21,685,232	10,165,000	9,185,000	11,300,000	
	Sub-Total =	21,685,232	10,165,000	9,185,000	11,300,000	
4	Jatiya Samaj Kallayan Parised Project (Training Program)	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	
	Sub-Total =	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	
		26,003,938	14,935,000	14,265,000	16,885,000	

Sr Accounts Officer
SWID-Bangladesh

Deputy Director
SWID-Bangladesh

Finance Secretary
SWID-Bangladesh

Secretary General
SWID-Bangladesh

জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০১৯-২০২১

জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন
সভাপতি

জনাব মাহমুদুল হক তাহের
১ম সহ-সভাপতি

জনাব ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া
২য় সহ-সভাপতি

মিসেস দিলারা মোস্তফা
৩য় সহ-সভাপতি

প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ শাহ্ আলম
৪র্থ সহ-সভাপতি

জনাব জোবেরা রহমান লিনু
৫ম সহ-সভাপতি

ডাঃ অজন্তা রানী সাহা
মহাসচিব

জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির
১ম যুগ্ম-মহাসচিব

ডাঃ মুন্সী মোঃ রেজা সেকেন্দার
২য় যুগ্ম-মহাসচিব

জনাব যোবায়েদুর রহমান মিলন
অর্থ-সচিব

জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম
সাংগঠনিক সচিব

জনাব সাধন বোস
প্রচার ও প্রকাশনা সচিব

মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)
ক্রীড়া সচিব

মিসেস ইমেলদা হোসেন দীপা
সাংস্কৃতিক সচিব

জনাব তাহরিন আমান
কল্যাণ ও পুনর্বাসন সচিব

জনাব মোহাম্মাদ মোসলেম
সদস্য

মিসেস রাশিদা বেগম
সদস্য

মিসেস কল্পনা রায় ভৌমিক
সদস্য

অ্যাড. মাহবুবার রহমান তালুকদার
সদস্য

মিসেস রাশিদা জেসমিন রোজী
সদস্য

জনাব মোঃ ময়নুল ইসলাম রাজা
সদস্য

জনাব মোঃ ইউনুছ আলী
সদস্য

প্রভাষক আ. ম. প. আনিছুর রহমান
সদস্য

মিসেস কামরুন্নেছা আশরাফ দিনা
সদস্য

জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ছুট্টু
সদস্য

জনাব আবুল কাশেম সানি
সদস্য

জনাব সালেহ্ মোহাম্মদ
সদস্য

এলবাম

সুইড বাংলাদেশ, সুইড ভবন, ৪/এ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০

সুইড বাংলাদেশ, সুইড ভবন, ৪ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০

সুইড বাংলাদেশের বছরব্যাপী কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন

সুইড বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাহী কমিটির একটি প্রতিনিধি দল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

সুইড বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাহী কমিটির একটি প্রতিনিধিদল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব জুয়েনা আজিজ মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

৪র্থ সুইড বার্ষিক স্কাউট ক্যাম্প এর শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউট। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জিল্লার রহমান, সাবেক সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সুইড বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ।

৪র্থ সুইড বার্ষিক স্কাউট ক্যাম্প-এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব আবুল কালাম আজাদকে সুইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক উপহার তুলে দেন সুইড'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন

৪র্থ সুইড স্কাউট সমাবেশ এ প্রধান অতিথি জনাব আবুল কালাম আজাদ চীফ স্কাউট এর সাথে সুইড সভাপতি এবং সুইড মহাসচিব।

৪র্থ সুইড বার্ষিক স্কাউট ক্যাম্প এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি জনাব জিল্লার রহমান, সাবেক সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কে সুইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক উপহার তুলে দেন সুইড'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা

৪র্থ সুইড বার্ষিক স্কাউট ক্যাম্প-২০১৯ এ সুইড'র বিশেষ স্কাউট শিক্ষার্থীদের অনুশীলন।

সুইড প্রাঙ্গণে ৪র্থ সুইড বার্ষিক স্কাউট ক্যাম্প-২০১৯ এর বর্ণাঢ্য র‍্যালী।

সুইড বাংলাদেশের-এর ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন-২০১৯

করোনকালীন সময়ে অনলাইনে বিশেষ স্কাউট ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম

সুইড জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

সুইড জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

সুইড বাংলাদেশের-এর ৪২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন-২০১৯ এ সুইড শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা।

সুইড বাংলাদেশের বার্ষিকী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এর একটি বিশেষ মুহূর্ত।

সুইড বাংলাদেশের বার্ষিকী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এর একটি বিশেষ মুহূর্ত।

২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে আহমেদ আব্দুর রহমান ট্রাস্ট (AART)'র সহযোগিতায় উত্তরার দিয়া বাড়ীতে R P City'র মাঠে সুইড বাংলাদেশের 'বার্ষিক আনন্দ সমাবেশ-২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়।

সুইড চট্টগ্রাম শাখার বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরা

উত্তরার দিয়া বাড়ী আর পি সিটিতে আহমেদ আব্দুর রহমান ট্রাস্ট (AART)'র সহযোগিতায় আয়োজিত সুইড জাতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এর প্রতিযোগী বিশেষ শিক্ষার্থীরা।

উত্তরার দিয়া বাড়ী আর পি সিটিতে আহমেদ আব্দুর রহমান ট্রাস্ট (AART)'র সহযোগিতায় আয়োজিত সুইড জাতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এর প্রতিযোগী বিশেষ শিক্ষার্থীরা।

সুইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিউরো-ডেভলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট আয়োজিত স্নায়বিকাশ সমস্যাগ্রস্থ বিশেষ শিশুদের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং অর্থ সচিব জনাব যোবায়দুর রহমান মিলন।

সুইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিউরো-ডেভলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট আয়োজিত স্নায়বিকাশ সমস্যাগ্রস্থ বিশেষ শিশুদের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন সুইড বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাহী কমিটির মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল মুনির, অর্থ সচিব জনাব যোবায়দুর রহমান মিলন এবং সাংগঠনিক সচিব জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম।

২৮ জানুয়ারি ২০২০ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সুইড মিলনায়তন (আলমগীর এম এ কবির মিলনায়তন)-এ হাজী ছৈয়দ আহম্মদ ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় সুইড বাংলাদেশের 'বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সুইড বাংলাদেশের সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন।

২৯ জানুয়ারি ২০২০ বুধবার সকাল ১১ টায় সুইড মিলনায়তন (আলমগীর এম এ কবির মিলনায়তন) এ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সুইড বাংলাদেশ আয়োজিত 'বাণী বন্দনা' অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা। বক্তব্য রাখেন ১ম সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মঙ্গলবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সালমা আহমেদ এর উদ্যোগে সুইড শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'ভালোবাসা ভ্রমণ' আয়োজিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের সাথে উদ্যোক্তা সালমা আহমেদ।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শুক্রবার সকাল ৯ টায় 'সুইড মঞ্চ', ৪ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুইড বাংলাদেশ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দের সাথে মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা ও প্রজ্ঞা পারমিতার কন্যা মধুরিমা।

৯ মার্চ ২০২০ সোমবার বেলা ১১ টায় সুইড প্রধান কার্যালয়ে 'মুজিব বর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সুইড বাংলাদেশের ঢাকাস্থ বিভিন্ন শাখার অংশগ্রহণকারি শিক্ষার্থীবৃন্দ

১৭ মার্চ ২০২০ মঙ্গলবার সকাল ৯ঃ৩০ টায় 'সুইড মঞ্চ', ৪ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় সুইড বাংলাদেশ আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন। সাথে সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

১৭ মার্চ ২০২০ মঙ্গলবার সকাল ৯ঃ৩০ টায় 'সুইড মঞ্চ', ৪ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুইড বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ১ম সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের

সুইড বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা। সভা পরিচালনা করেন সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা

সুইড প্রাঙ্গণে স্বরসতী পূজা উদযাপন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি মহোদয়ের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন আমাদের চিত্রশিল্পী প্রজ্ঞা পারমিতা রায়

নরসিংদী জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন এর সাথে সুইড মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা দিনব্যাপী প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা উদযাপন করেন

রংপুর জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মশালা সংক্রান্ত আলোচনা শেষে মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা উপহার হস্তান্তর করেন।

এনডিডি প্রতিবন্ধী ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চিত্রশিল্পী রাব্বী ও প্রজ্ঞা পারমিতার সাথে মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

নামুরী সুফিয়া সরকারী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও লালমনিরহাট শাখার নেতৃবৃন্দ।

মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা জেলা প্রশাসক নরসিংদী জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইনকে কর্মশালা শেষে সনদপত্র হস্তান্তর করছেন।

সুইড প্রধান কার্যালয়ে সুইড বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুইড প্রাঙ্গণে সুইড বাংলাদেশ আয়োজিত নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সুইড সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং নির্বাহী সদস্য জনাব সালেহ্ মোহাম্মদ।

২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে উত্তরার দিয়া বাড়ীতে আহমেদ আব্দুর রহমান ট্রাস্ট (AART)'র সহযোগিতায় R P City'র মাঠে সুইড বাংলাদেশের 'বার্ষিক আনন্দ সমাবেশ-২০১৯' অনুষ্ঠানে সুইড বিশেষ শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ইউনাইটেড ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য প্রকল্পে ফ্রি রোগী দেখছেন।

ভোলা জেলা প্রশাসক এর সম্মেলন কক্ষে সুইড বাংলাদেশ ভোলা জেলার সকল সুইড শাখার অংশগহণে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি ও জনসচেতনতামূলক কর্মশালা উপস্থাপন করছেন সুইড'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা। আরো অংশগ্রহণ করেন সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় শাখার প্রতিনিধিগণ।

সুইড বাংলাদেশ প্রধান কার্যালয় কর্তৃক দরিদ্র পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন সুইড মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

সুইড জাতীয় কাউন্সিলের ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচন, ২০১৯-২০২১। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া এমপি, ডেপুটি স্পীকার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

মটখোলায় ইউনাইটেড ট্রাস্ট পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফ্রি স্বাস্থসেবা প্রদান করছেন সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

সুইড জাতীয় কাউন্সিলের ৪০ তম বার্ষিক সাধারন সভা ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচন, ২০১৯-২০২১ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া এমপি, ডেপুটি স্পীকার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

ঝালকাঠি বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

ঝিনাইদহ সার্কিট হাউস এ সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং শাখা প্রতিনিধি।

সুইড বাংলাদেশের এজিএম এ বক্তব্য রাখছেন সুইড বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ শাখার নির্বাহী সচিব জনাব মায়া ভৌমিক।

নোয়াখালী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় শাখা পরিদর্শনে সুইড বাংলাদেশের সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মাহবুবুল মুনির সহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ

নিষ্পাপ অটিজম ফাউন্ডেশন কতৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব, সভাপতি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দকে সম্মাননা প্রদান করা হয়

নিষ্পাপ অটিজম ফাউন্ডেশন কতৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহাকে সম্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

নীলফামারী জেলা প্রশাসক ও সুইড বাংলাদেশ নীলফামারী জেলার সকল সুইড শাখার অংশগহণে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি ও জনসচেতনতামূলক কর্মশালা উপস্থাপন করছেন সুইড'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা। আরো অংশগ্রহণ করেন সুইড'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় শাখার প্রতিনিধিগণ

সুইড বাংলাদেশ বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আয়োজিত ১৩ তম বি, এস. এড পরীক্ষার্থীদের জন্য দোয়া প্রার্থনা এবং ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১৪ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, ডীন, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ সেন্টার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সুইড'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার আলহাজ্ব ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি মহোদয়ের অফিস কক্ষ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সুইড'র ২০১৯-২০২১ মেয়াদে নবনির্বাচিত জাতীয় কমিটির মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মাহবুবুল মুনির।

সুইড প্রাঙ্গণে জাতীয় শোক দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তাগণ

ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক জনাব জহুর আলীর সভাপতিত্বে সুইড বাংলাদেশ প্রধান কার্যালয় এবং সুইড ঝালকাঠি জেলার সকল সুইড শাখার অংশগহণে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি ও জনসচেতনতামূলক কর্মশালা উপস্থাপন করছেন সুইড'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা। আরো অংশগ্রহণ করেন সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় শাখার প্রতিনিধিগণ

টুইড এর নির্বাহী কমিটির মিটিং এ উপস্থিত আছেন সুইড এর সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস রাশিদা জেসমিন রোজী এবং টুইড এর চেয়ারম্যান প্রকৌশলী শেখ রবিউল ইসলাম

৪র্থ বার্ষিক সুইড স্কাউট সমাবেশ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সুইড'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন স্কাউট চীফ এবং জাতীয় ব্যক্তিত্ব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ্ব। আরো উপস্থিত আছেন সুইড'র সভাপতি জনাব জওয়াজেরুল ইসরাম মামুন, সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব জিল্লার রহমান

'সেবা হোক শিক্ষার উপকরণ' এ প্রত্যয়কে সামনে রেখে শুভেচ্ছা সফরে অংশ নিয়েছেন সুইড সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এবং মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

সুইড বাংলাদেশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আয়োজিত ১৩ তম বিএসএড পরীক্ষার্থীদের জন্য দোয়া প্রার্থনা এবং ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১৪ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সুইড বাংলাদেশের সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের। প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, ডীন, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ সেন্টার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সুইড'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

এনএসপিডি আয়োজিত জাতীয় স্পোর্টস প্রোগ্রামে ট্রফি জয়লাভ করে সুইড বাংলাদেশের কৃতি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী।

পিকেএস এফ এর প্রধান কার্যালয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক ভবিষৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সুইড বাংলাদেশ এবং পিকেএস এফ এর মধ্যে একটি এমওইউ (MOU) স্বাক্ষর হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সুইড এর প্রতিনিধি হিসেবে মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং পিকে এস এফ এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খুলিকুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএস এফ এর প্রধান কার্যালয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক ভবিষৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সুইড বাংলাদেশ এবং পিকেএস এফ এর মধ্যে একটি এমওইউ (MOU) স্বাক্ষর হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সুইড এর প্রতিনিধি হিসেবে মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, যুগ্ম মহাসচিব জনাব মাহবুবুল মুনির এবং পিকে এস এফ এর সাধারন বডির সদস্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব অরজিৎ চৌধুরী।

সুইড বাংলাদেশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আয়োজিত ১৩ তম বি, এস. এড পরীক্ষার্থীদের জন্য দোয়া প্রার্থনা এবং ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১৪ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সুইড বাংলাদেশের সহসভাপতি জনাব মাহমুদুল হক তাহের। প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, ডীন, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ সেন্টার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সুইড'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সুইড বাংলাদেশ চট্রগাম শাখা এবং এনজেলস স্কুল কিন্ডার গার্টেন এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান-২০২০ এ বক্তব্য রাখছেন সুইড'র মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

সুইড বাংলাদেশের সহসভাপতি এবং বিডিজি মাগুরা গ্রুপের চেয়ারম্যান মিসেস দিলারা মোস্তফার অফিস কক্ষে সৌজন্য সাক্ষাত করেন সুইড'র সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন এবং মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সইড প্রাঙ্গনে শোভা যাত্রা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

সুইড বাংলাদেশ নরসিংদী শাখা পরিদর্শনের সময় সুইড মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং শাখার সভাপতি মোছাঃ রেশমা বেগম।

নব নির্বাচিত সুইড মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন সুইড গেন্ডারিয়া শাখার নির্বাহী সচিব, প্রধান শিক্ষক এবং শাখা প্রতিনিধিবৃন্দ।

সুইড তেঁতুলিয়া শাখা আয়োজিত মা ও অভিভাবক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন ও মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা

সুইড সিপাহী হাট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের মাঠে স্কুলের শাখা প্রতিনিধি, শিক্ষক ও এলাকার সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় করছেন সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা ও অনান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

চাঁদপুর শাখা পরিদর্শন শেষে শাখা প্রতিনিধিদের সাথে মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা ও সভাপতি জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন

নব নির্বাচিত সুইড মহাসচিব কে সংবর্ধনা

ডাঃ অজন্তা রানী সাহাকে সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব হিসেবে সংবর্ধনা প্রদান করছেন সুইড কিশোরগঞ্জ শাখার সভাপতি গোলাম মোস্তফা ও শাখার সদস্যবৃন্দ।

মৃত্তিকা প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন আয়োজিত সুইড বাংলাদেশের নব নির্বাচিত মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহাকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

নিষ্পাপ অটিজম ফাউন্ডেশন কতৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহাকে সম্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

নব নির্বাচিত সুইড মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন সুইড গেন্ডারিয়া শাখার নির্বাহী সচিব, প্রধান শিক্ষক এবং শাখা প্রতিনিধি।

নব নির্বাচিত সুইড মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন সুইড শিবপুর, নরসিংদী শাখার নির্বাহী সচিব, প্রধান শিক্ষক এবং শাখা প্রতিনিধিবৃন্দ।

24th AFID Conference, Kathmandu, Nepal-2019

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত 24th AFID Conference এ Country Paper উপস্থাপন করছেন সুইড মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা

কাঠমন্ডুতে 24th AFID Conference এর সময় এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বারগণ নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভান্ডারীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে ফটো সেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে SWID প্রেসিডেন্ট ও AFID এর সাবেক প্রেসিডেন্ট জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস কল্পনা রায় ভৌমিক নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত 24th AFID Conference এর কনকারেন্ট সেশনে সাইন্টিফিক পেপার উপস্থাপন করেন এবং এ পেপার উপস্থাপনায় তাকে সহযোগিতা করেন সুইড'র সহকারী পরিচালক জনাব মাহমুদুল হাসান।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত 24th AFID Conference এর কনকারেন্ট সেশনের মডারেটর হিসেব দায়িত্ব পালন করেন সুইড বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট জোবেরা রহমান লিনু।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত 24th AFID Conference এ সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত 24th AFID Conference এ সুইড বাংলাদেশের নির্বাহী কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শাখা প্রতিনিধি ও শিক্ষকবৃন্দ।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত 24th AFID Conference এর Pre-Conference Workshop এ সুইড বাংলাদেশের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও প্রতিনিধি

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত 24th AFID Conference এ সুইড বাংলাদেশের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও শাখা প্রতিনিধি ।

24th Conference & Self Advocate আশরাফ সিদ্দিকী জিতু বক্তব্য রাখছেন তাকে সহযোগিতা করছেন SWID এর সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত 24th AFID Conference-এ সুইড বাংলাদেশের বিশেষ শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

24th Conference & Self Advocate প্রজ্ঞা পারমিতা রায় বক্তব্য রাখছেন তাকে সহযোগিতা করছেন SWID এর মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত 24th AFID Conference এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অ্যাফিড প্রেসিডেন্ট-এর সাথে সুইড বাংলাদেশের সকল প্রতিনিধিবৃন্দ।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত ২৪ তম অ্যাফিড সম্মেলন এর কান্ট্রি পেপার উপস্থাপনের সময় অ্যাফিড সংক্রান্ত আলাপচারিতায় সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা ও অ্যাফিড প্রেসিডেন্ট জনাব এস এন শ্রীভাস্তবা।

২৪ তম অ্যাফিড সম্মেলন নেপাল, কাঠমন্ডুতে সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব, সভাপতি এবং অ্যাফিড প্রেসিডেন্ট।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত ২৪ তম অ্যাফিড সম্মেলন এ বোর্ড মিটিং সভায় সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত ২৪ তম অ্যাফিড কনফারেন্স এ 'সাকসেস লাইফ অব স্টোরিস' এর উপর কনকারেন্ট সেশন এ পেপার উপস্থাপন করছেন ডাঃ অজন্তা রানী সাহা, মহাসিচব, সুইড বাংলাদেশ।

নেপালে অনুষ্ঠিত ২৪ তম অ্যাফিড সম্মেলনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশনা করছেন সুইড বাংলাদেশের গর্বিত শিক্ষার্থী প্রজ্ঞা ও তার দল।

নেপালের কাঠমন্ডুতে ইয়োলো প্যাগোডা হোটেল এ অনুষ্ঠিত ২৪ তম অ্যাফিড সম্মেলন এর প্রি-কনফারেন্স ওয়ার্কশপ শেষ হওয়ার পর সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা ও তার সঙ্গীগণ।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান পরিদর্শনে মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রব্বানী মহোদয়ের সাথে সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

সুইড আলমগীর এম এ কবির মিলনায়তনে সুইড উপদেষ্টা কমিটি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির যৌথ মতবিনিময় সভা। সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া এমপি, সভাপতি, সুইড বাংলাদেশ উপদেষ্টা কমিটি ও মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত ২৪ তম অ্যাফিড কনফারেন্স এ বাংলাদেশের কান্ট্রি পেপার উপস্থাপন করেন সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা।

নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিতব্য ২৪তম অ্যাফিড কনফারেন্স এর কনকারেন্ট সেশন এ 'সাকসেস লাইফ স্টোরিস অব ডিসএ্যাবিলিটি' এর উপর পেপার উপস্থাপন করেন সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রানী সাহা এবং তার মেয়ে ও সুইড বাংলাদেশের শিক্ষার্থী প্রজ্ঞা পারমিতা রায়। বক্তব্য প্রদান শেষে ক্রেস্ট প্রদান করেন অ্যাফিড প্রেসিডেন্ট জনাব এস এন শ্রীভাস্তবা।